বারাণসী।

[পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক]

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত ;

প্রথম অভিনয় রজনী—

শনিবার ২৪শে ভাদ্র, ১৩২৩ সাল।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

বাগবাজার ১৪ নং প্যালিফ ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীবিপিনবিহারী দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

Printed by Purna Ch. Kundoo at the

Ramkrishna Printing Works.

347-1 Upper Chitpore Road.

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর শরণম্।

উৎসর্গ।

হিন্দু-ধর্ম্ম-গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

দেশীয় রাজন্য সমাজের মুকুটমণি

প্রজাপালক নৃপকুলতিলক

পুণ্যভূমি বারাণসীর পুণ্যপ্রতাপ নরপতি

মহামান্য মহারাজ

শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুনারায়ণ সিংহ

জ, সি, আই, ই, কাশী-নরেশ বাহাদুরের

উদ্দেশে—বারাণসী—নাটক খানি

উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম।

নাট্য-মন্দির
৩৪৭।১ নং অপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

গুণমুগ্ধ—
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূমিকা।

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে "নাট্য-মন্দির" নামক মাসিক পত্রিকায় আমি "বারাণসী"র উপাখ্যান-অংশ নাটকাকারে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। সে সময় দুইটি দৃশ্য "নাট্য-মন্দিরে" প্রকাশিত হইলে, স্বর্গীয় নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় নাট্য-মন্দিরে "বারাণসী" প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার থিয়েটারে অভিনয়ার্থ উহা সম্পূর্ণ করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। নানা কারণে সে সময় আমি "বারাণসী" লিখিয়া সমাপ্ত করিতে পারি নাই। অমরেন্দ্রনাথের লোকান্তরের পর আমি "বারাণসী" নাটকখানি সম্পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হই। "ষ্টার" থিয়েটারে "বারাণসী" সমারোহের সহিত অভিনয়ার্থ গৃহীত হয়। আজ "বারাণসী"র প্রথম অভিনয়;—এই অভিনয়-আনন্দের মধ্যে এই ষ্টার থিয়েটারের স্বর্গগত অধ্যক্ষ-অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথের মধুর স্মৃতি আমার অন্তর আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। হায়! সেই প্রিয়দর্শন শ্রদ্ধাভাজন নট-নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ আজ কোথায়!

সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য পৌরাণিক নাট্য-রচনা এই আমার প্রথম। এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। যাঁহাদের আদর উৎসাহ ও সহানুভূতির আলোকে আমি নাট্য-জগতে সনৈঃ সনৈঃ অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছি, আমার এই নূতন পৌরাণিক চিত্র "বারাণসী" তাঁহাদের প্রীতিদায়ক হইলে কৃতার্থ হইব।

স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথের স্মৃতি-বিজড়িত মৎপ্রণীত "রণভেরী" নামক একখানি নাটক—যাহা অমরেন্দ্রনাথের লোকান্তরের অব্যবহিতকাল পূর্ব্বে মহামান্য পুলিস-কমিশনার বাহাদুরের আফিসে অভিনয়ার্থ অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা সত্বরই গুণগ্রাহীবৃন্দের গোচরে আনিবার বাসনা রহিল।

আমার পরম শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ—বঙ্গবিশ্রুত নাট্য-পরিচ্ছদ-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী দাস স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া "বারাণসী" নাটকের প্রকাশ-ভার গ্রহণ পূর্ব্বক প্রথম অভিনয় রজনীতেই নাটক প্রকাশিত করিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইতি—

শনিবার, ২৪শে ভাদ্র, ১৩২৩ সাল
নাট্য-মন্দির ; ৩৪৭।১নং অপার
চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বিনীত
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

মহাদেব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, গণপতি,

দিবোদাস	...	...	বারাণসী-রাজ।
অগ্নিবিন্দু	...	...	ঐ বয়স্য।
নিকুম্ভ	...	...	দৈত্য-রাজ।
গিরিরাজ			
কোচ-রাজ			

ব্রাহ্মণবেশী ব্রহ্মা, বৃদ্ধব্রাহ্মণ (ছদ্মবেশী মহাদেব) ঋত্বিকগণ,
প্রমথগণ, দৈত্যগণ, অরণ্যরক্ষক, পর্ব্বতকুমারগণ,
নগররক্ষক, কোচপুরুষগণ, নাগরীকগণ।

স্ত্রীগণ।

উমা, লক্ষ্মী।

ভক্তি, মায়া, অসি, বরুণা,

লীলাবতী	...	...	দিবোদাস-পত্নী।
হিরাবতী	...	...	কোচ-রাজ-কন্যা।
মেনকা	...	...	গিরিরাজ-পত্নী।
কোচ-রাণী	...	...	কোচরাজ-পত্নী।

হিরাবতীর সহচরীগণ, মোহিনীবেশে যোগিনীগণ, নাগরীকাগণ,
কোচ-রমণীগণ, দেবদাসীগণ।

দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কের শেষভাগে

পুরবাসী স্ত্রী-পুরুষগণ কর্তৃক

(নিম্নোদ্ধৃত শিবাষ্টক গীত হইবে)

প্রভুমীশমনীশ ; মশেষ গুণং, গুণহীন মহীশ গরলাভরণং
রণ-নির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥
গিরিরাজ- সুতান্বিত বামতনুং, তনুনিন্দিত রাজিত কোটী বিধুং
বিধি বিষ্ণু শিবস্তব পাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং ॥
শশলাঞ্ছিত রঞ্জিত সম্মুকুটং, কটিলম্বিত সুন্দর কৃত্তিপটং
সুর-শৈবলিনী কৃত জটাপুটং, প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং ॥
নয়নত্রয়ভূষিত চারুমুখং, মুখপদ্ম বিরাজিত কোটী বিধুং
বিধুখণ্ডবিমণ্ডিত ভালতটং, প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং ॥

———— ০ঃ*ঃ০ ————

বারাণসী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী,—রুদ্র-সরোবর। (গঙ্গাতীর)

দিবোদাস, ব্রাহ্মণবেশী ব্রহ্মা, ঋত্বিকগণ, অগ্নিবিন্দু, ঋত্বিকবালকগণ ও রাজরক্ষীগণ।

(ঋত্বিকবালকগণের গীত)

যুক্ত করিয়া সকল হস্ত, মুক্ত করিয়া সকল কণ্ঠ, তোল সুস্বর সকলে মিলি—
স্বস্তি-স্বস্তি-স্বস্তি।

ব্রাহ্মণ-বাসনা করিতে পূরণ, করিলেন রাজা যজ্ঞ আয়োজন,
দশবর্ষ পরে পূর্ণ আকিঞ্চণ—দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্তি॥

এ মহাযাগের অবদান-কথা—রহিবে জগতে হইবে গাথা,
গাহিবে আপনি জগতপাতা—ত্রিভুবন জুড়ে উঠিবে খ্যাতি॥

আজি ধন্য রুদ্র-সরোবর, ধন্য কাশী-নগরবর, পুণ্যময় চরাচর—
যজ্ঞ ফলে পাপ ভয় নাস্তি॥

[বালকগণের প্রস্থান।

ব্রহ্মা।—মহারাজ দিবোদাস! তোমার কল্যাণে আজ আমার দশাশ্বমেধ যজ্ঞ নিরাপদে পূর্ণ হোল! রাজগণ এক অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করতে কদাচ সক্ষম হন,—কিন্তু

মহারাজ, তুমি আমার মত এক অজ্ঞাত-কুলশীল ব্রাহ্মণের জন্য অনায়াসে উপর্য্যুপরি দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ ক'রে দিলে! তোমার এই পুণ্যময় অবদানে—এই অদ্ভুত অনুষ্ঠানে আমি স্তম্ভিত! বিস্ময়-পুলকে বিমুগ্ধ!

দিবোদাস।—প্রভু! আপনার আদেশ পালন ক'রে—আপনার সন্তোষসাধন ক'রে—আমি ধন্য হয়েছি। দাসের প্রতি আর কি আদেশ—অনুমতি করুন।

ব্রহ্মা।—রাজন!—এই অজ্ঞাত কুলশীল ব্রাহ্মণের মুখের প্রার্থনায় তুমি বহু ব্যয়সাধ্য দুষ্কর কার্য্য বহুল আয়াসে সাধন করেছ,—এতেও ক্লান্ত নও,—এখনো আদেশ প্রার্থনা করছ! ভাল, জিজ্ঞাসা করি—তোমার অন্তরে—এই ব্রাহ্মণের পরিচয় জানবার কৌতুহল হয় কি?

দিবো।—ব্রাহ্মণ! আপনার পরিচয় আমি আপনারই নিকট অবগত হয়েছি! ব্রাহ্মণের পরিচয়—ব্রাহ্মণ;—এর অধিক আর কি পরিচয় আবশ্যক প্রভু!

ব্রহ্মা।—মহারাজ! এই দশাশ্বমেধযজ্ঞ যদি আজ তুমি নিজের জন্য সম্পন্ন করতে, তাহলে কি—অধিকতর আত্মতৃপ্তি অনুভব করতে না?

দিবো।—কখনই না; আমি অসংখ্য যজ্ঞ করেছি, তপোবলে মর্ত্ত্য থেকে দেবতাদের নিষ্কাসিত করেছি, দেবাদিদেব মহাদেবকে বঞ্চিত ক'রে বারাণসীর অধীশ্বর হয়েছি—অনেক দুষ্কর কার্য্য সাধন করেছি, কিন্তু এমন আনন্দ, এত আত্ম-

তৃপ্তি আর কখনো পাইনি! আমি আজ ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করেছি; যে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন স্বয়ং নারায়ণ বক্ষে ধারণ ক'রে ধন্য হয়েছেন, আমি সেই নারায়ণ-রূপী ব্রাহ্মণের তৃপ্তি বিধান ক'রে কৃতকৃতার্থ হয়েছি।

ব্রহ্মা।—মহারাজ! তবে স্তম্ভিত হয়ে শোনো,—আমি মর্ত্ত্যের দানগ্রাহী ব্রাহ্মণ নই,—স্বয়ং ব্রহ্মা আমি।

দিবো।—দেব! এতে স্তম্ভিত হবার কিছুই নেই! যিনি ব্রাহ্মণ—তিনিই ব্রহ্মা—তিনিই পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ!

ব্রহ্মা।—ব্রহ্মজ্ঞানী রাজন! তোমার দান গ্রহণ ক'রে আমি আজ ধন্য হয়েছি; তোমার প্রকৃতির পরিচয় পেয়ে বুঝেছি, তুমি শুধু তপোবলে বলী নও, তপের সঙ্গে সঙ্গে তুমি পরম ব্রহ্মকেও আয়ত্ত করেছ। মহারাজ! তোমাকে কাশীচ্যুত করবার জন্য—তোমার ধর্ম্মকার্য্যে ছিদ্র অন্বেষণ করতে—ব্রাহ্মণরূপে আমি তোমার প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেম; ব্রাহ্মণের কামনা পূর্ণ করতে তুমি সর্ব্বদা প্রস্তুত জেনে—আমি তোমার কাছে দশাশ্বমেধ যজ্ঞ কামনা করেছিলেম; এ কামনা পূর্ণ করতে না পারলে, তুমি আমার অভিশম্পাতে কাশীচ্যুত হতে! এখন আমার প্রার্থনা পূর্ণ ক'রে—তুমি আমার অহঙ্কার চূর্ণ করেছে! তোমার এই মহাঅবদান জগতে চিরদেদীপ্যমান থাকবে,—এই যজ্ঞস্থান—এই রুদ্র-সরোবর—অতঃপর তোমার পুণ্যকীর্ত্তি বহন ক'রে—আবহমানকাল দশাশ্বমেধ তীর্থ নামে খ্যাত হবে।—

আর আমি কখনো তোমাকে কাশীচ্যুত করবার প্রয়াস পাব না। মহারাজ! তোমার জয় হোক! জয় হোক!

[প্রস্থান।

ঋত্বিকগণ।—জয় হোক—মহারাজের জয় হোক! [প্রস্থান।

অগ্নিবিন্দু।—মহারাজ! কথাটা কেমন কেমন ঠেকল না! ভগবান ব্রহ্মার বরে আপনি কাশীর অধীশ্বর হয়েছেন;—অথচ তিনিই ছিদ্র খুঁজে আপনাকে কাশী থেকে সরাতে এসেছিলেন! এ কি রকম হোল মহারাজ?

দিবো।—বয়স্থ! তুমি তো জানো—তপোবলে আমি দেবতাদের বঞ্চিত ক'রে কাশীলাভ করেছি; দেবতারা আমাকে কাশীচ্যুত করতে সদাই অভিলাষী;—কিন্তু আমি ভক্তিকে আশ্রয় ক'রে—কাশীধামে রাজত্ব করছি; আমাকে কাশীচ্যুত করে—কার সাধ্য!

(অরণ্য-রক্ষকের প্রবেশ)

অ-র।—মহারাজ! বরুণার অরণ্যে ব্যাঘ্র দেখা দিয়েছে;—মহারাজের আদেশমত সংবাদ দিতে এসেছি।

দিবো।—বয়স্থ! আজ আনন্দ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে রাজ্যের চতুর্দ্দিক থেকে আমাকে আহ্বান করছে! চল বরুণার বনে ব্যাঘ্র হনন ক'রে পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করি!—চল অরণ্য-রক্ষক—আমার রক্ষীগণও প্রস্তুত। [সকলের প্রস্থান।

(অসি, বরুণা ও ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা।—আমি তোমাদের কাহিনী সব জানি;—কাশীযাত্রী

মহাপাপীদের মুক্তি ও অনায়াস-প্রবেশ নিবারণ করবার জন্য, মহাদেবীর সহচরী জয়া-বিজয়া তোমরা—মহাদেবের আদেশে অসি-বরুণা-রূপে বারাণসীকে বেষ্টন করেছ; ভাগিরথী-সাহায্যে বাহুবন্ধনে দুই বোনে কাশীকে আলিঙ্গন করে আছ! দুর্ব্বৃত্তজন তোমাদের লঙ্ঘন ক'রে কাশীধামে প্রবেশ করতে অক্ষম হয়; শিবকার্য্যে আত্মনিয়োগ ক'রে তোমরা দুজনে ধন্য হয়েছ,—আমি এ সব তত্ত্ব জানি।

অসি।—আর এখন আমরা হরগৌরী দর্শনে বঞ্চিত হয়ে কি মনোকষ্ট ভোগ করছি, তাও তো আপনি জানেন দয়াময়! শিবময় বারাণসী আজ শিবশূন্য,—শিবকে পতিত্বে বরণ ক'রে শিবানী কোথায় কাশীধামে কাশীশ্বরীরূপে আবির্ভূতা হয়ে বিশ্বপতির অনন্ত ঐশ্বর্য্য উপভোগ করবেন,—তা না হয়ে—হিমালয়ে পিতৃভবনেই তাঁকে অবস্থান করতে হল! বিশ্বেশ্বর প্রিয়তমা পার্ব্বতীকে কাশীধামে এনে বিশ্বেশ্বরী করবার বাসনাকে পরিহার করতে বাধ্য হলেন! কার জন্য প্রভু? কে তাঁর মহাসাধে বাদ সাধলে দয়াময়? কাশীনাথকে কে কাশীচ্যুত করলে প্রজাপতি?

ব্রহ্মা।—যেই করুক—আমিই তার নিমিত্তভাগী; আমার জন্যই কাশীনাথ আজ কাশীত্যাগী! তপের প্রভাবে ত্রিজগত প্রতপ্ত ক'রে রাজর্ষি দিবোদাস আমার নিকট কাশীকামনা করে,—জগতের কল্যাণ কল্পে আমি তার কামনা পূর্ণ করি;—ত্রিপুরারী, বিরিঞ্চির অবস্থা বুঝতে

পেরে অম্লানবদনে কাশী পরিত্যাগ ক'রে হিমালয়ে প্রস্থান করেন।

বরুণা।—পার্ব্বতীর অজ্ঞাতে কাশীকে আনন্দ কাননে পরিণত ক'রে—আমাদের দুজনের সাহায্যে কাশীকে বারাণসী ক'রে—কাশীনাথ যখন শৈলদুহিতাকে কাশীর অনন্ত ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে—সেই ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী করবার সঙ্কল্প করেছিলেন,—তখনই আপনার বাসনা পূর্ণ করবার জন্য, তাঁর বাসনা বারাণসীধামে পরিত্যাগ ক'রে—আবার তাঁকে ভিখারী হতে হল! অনাথের মত পরের দ্বারে গিয়ে দাঁড়াতে হল!—এ কথা মনে হলে প্রাণ আমাদের কেঁদে ওঠে প্রভু।

ব্রহ্মা।—আমার প্রাণও কি কাঁদেনা বরুণা! সুখের সূচনায় চিরদুঃখী শঙ্করকে আবার সুখহারা দেখে তোমরা কেঁদেছ,—কিন্তু আমি যে স্বহস্তে তাঁকে সুখচ্যুত করেছি! এতে আমার অন্তরে মনোবেদনার কি ভীষণ হলাহল অনলের মত অহরহ প্রজ্বলিত হচ্ছে—তা কে বুঝবে! মর্ম্মবেদনায় অধীর হয়ে—রাজা দিবোদাসকে ছলনায় কাশীচ্যুত করবার জন্য ছদ্মবেশে কাশীধামে এসেছিলেম,—কিন্তু এবারও তপোবলে রাজা আমাকে পরাজিত করেছে। শুধু তাই নয়—আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—আর কখনো রাজাকে কাশীচ্যুত করবার প্রয়াস পাব না।

অসি।—তাহলে এ নয়নে আমরা দুজনে আর কখনো

হরপার্ব্বতীর দর্শন পাব না!—কি অপরাধে ভবানী-সঙ্গিনী জয়া-বিজয়ার এ দুর্গতি দয়াময়?

বরুণা।—আমরা যে এতদিন আপনারই মুখ চেয়ে জীবনধারণ করছিলুম,—ভেবেছিলুম—রাজা দিবোদাসের ছিদ্র অন্বেষণ ক'রে—তাঁকে কাশীচ্যুত ক'রে মহেশ্বরকে কাশীধামে আনবেন—সঙ্গে সঙ্গে মহেশ্বরীও মহেশমহিষীরূপে আবির্ভূতা হবেন,—তখন অসি ও বরুণা—জয়া-বিজয়া হয়ে—হরগৌরীকে চামর ব্যজন ক'রে ধন্য হবে!—এ আশা আকাশে মিশে গেল। এখন আর কি উপায় আছে প্রভু?

ব্রহ্মা।—আমি নিরুপায়;—আমার আর কোনো সামর্থ্য নাই!

বরুণা।—তাহলে শিবের কাশীলাভের আর কোনো আশা নাই!—তবে আমরাই বা কাশীতে আর কি করতে থাকি! আয় অসি—ভাগীরথীর সাহায্যে ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরে প্রলয় তরঙ্গ তুলে কাশীকে নিমজ্জিত করি! কাশীনাথ যখন কাশীহারা,—তখন কাশীর অস্তিত্বে আর কি প্রয়োজন!

ব্রহ্মা।—না বরুণা—এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়ো না; বিশ্বনাথ স্থানান্তরে বাস ক'রেও কাশীকে বিমুক্ত করেন নি;—কাশীধামে তাঁর লিঙ্গ মূর্ত্তি রেখে গিয়েছেন; বিশ্বেশ্বরের এই লিঙ্গমূর্ত্তি অবিমুক্তেশ্বর রূপে প্রকাশ পাবে—এই লিঙ্গের প্রভাবে বারাণসী অবিমুক্ত-ক্ষেত্র বলে জগতে খ্যাত হবে।—তোমরা যদি কাশীকে নিমজ্জিত কর, তাহলে লিঙ্গেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তিও যে সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হবে বরুণা!

অসি।—তাহলে বলুন সৃষ্টিপতি—আমরা এখন কি করি!

ব্রহ্মা।—শিববাক্যে তোমরা যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছ—সেই কল্যানদায়িণী তটিনী মূর্ত্তিতেই কাশীর কল্যাণবিধান করো; জীবের মঙ্গল সাধন করলে—বিশ্বের শিবময় শঙ্কর অবশ্যই তোমাদের কামনা পূর্ণ করবেন। আমি এখন অক্ষম; তবে আভাষে তোমাদের বলে যাচ্ছি—তোমরা যোগমায়ার আরাধনা করো; তপোবলদৃপ্ত অহঙ্কারী তাপসের দর্পচূর্ণ করতে জগজ্জননী আদ্যাশক্তি স্বীয় অঙ্গ হতে যোগমায়াকে সৃষ্টি করেছিলেন,; রাজা দিবোদাসের ছিদ্র অন্বেষণ ক'রে—কেউ যদি তাঁকে পরাস্ত করতে পারে,—সে, মহামায়ার অঙ্গোৎপন্না এই মায়াময়ী—যোগমায়া! সন্ধান তোমাদের দিয়ে গেলেম—এখন সাধনা তোমাদের হাতে। [প্রস্থান।

অসি।—আয় বোন আয়—প্রাণ ভ'রে ডাকি আয়—

এসো অনন্যা অখিন্না,
শক্তি-অংশ-সমুৎপন্না,
অব্যাপন্না—প্রকৃতি-সম্ভবা দেবী!
যোগীজন দর্পনাশী,
এসো অবিদ্যা রূপসী,
বারাণসী ডাকিছে তোমারে আজি!
এসো অঘটন-ঘটন-পটিয়সী,
চিত্তবৃত্তি বিকৃত কারিনী—
প্রপঞ্চরূপিনী বামা!

বরুণা।—যে প্রপঞ্চ করিয়া বিস্তার—
আবরণ কর ত্রিসংসার,
অসঙ্গ চৈতন্য হন অধীন তোমার,
বদ্ধ হন শঙ্কর বিরিঞ্চি ;—
সে প্রপঞ্চ করিয়া ধারণ,
দর্পী দর্প কর আবরণ ;—
পুরাও বাসনা আমাদের।

(মায়ার প্রবেশ)

মায়া—স্থির হও সখি! আতঙ্ক কিসের!
আমি মায়া—সখি তোমাদের।
অসি।—সখি বলি সম্ভাষণ করিলে যখন,
সুখী করো সখিরে সজনী ;
শুনি বিবরণ—
কর সখি বাসনা পূরণ।
মায়া।—জানি আমি সকল কাহিনী ;
ব্রহ্মজ্ঞানী নরমণি—
তত্ত্বজ্ঞান করি আহরণ,
করিয়াছে আমারে লঙ্ঘন ;
ছিদ্র অন্বেষণ তার অনুক্ষণ করি,—
বিফল হয়েছি সদা।
বরুণা।—বিফল সবাই হেথা সখি!
বিফল হইল সৃষ্টিধর—

নৃপতিরে ছলিতে আসিয়া,
বর দিয়া পুনঃ হইল বিদায়!
তাঁহারি কথায়—
স্মরেছি তোমায়;
কিন্তু হায়, তুমিও বিফল শুনি!

মায়া।—কিন্তু আজি আমি হইব সফল,
অবশ্য লভিব জয়!
মদমত্ত নৃপতি এখন—
যজ্ঞ করি সমাপন,
হিংসার আশ্রয়ে—
চলিয়াছে মৃগয়া-কারণে!
যাব আমি ছিদ্র অন্বেষণে,
ক্রোধে উত্তেজিত করিয়া রাজায়
অঘটন ঘটাব নিশ্চয়;
কাশীধামে আসিবে শঙ্কর,
কাশীচ্যুত হবে নরবর,
ত্রিভুবন স্তব্ধ হবে মায়ার প্রপঞ্চ হেরি।
অমোঘ বিক্ষেপ-শক্তি করিয়া বিকাশ,
বনমাঝে হইব প্রকাশ—
যথা দিবোদাস—শার্দ্দূল-সংহারে ব্রতী!
যাই আমি রাজার সন্ধানে,
তোমরা দুজনে—কায়মনোপ্রাণে—

কর মহামায়া আবাহন,
তাঁহার প্রভাবে হোক্ সম সঙ্কল্পসাধন,
মায়ার কেতন—আচ্ছাদন করুক হেলায়—
তত্ত্বজ্ঞানী রাজার হৃদয়।

[প্রস্থান।

অসি ও বরুণার গীত।

উর হিম গিরিবর তুঙ্গে।
যথা যক্ষ রক্ষ সহ, আকাশে বিকাশে দেহ,
ডাকিনী যোগিনী লহ সঙ্গে ॥
তাথেই তাথেই বলি, দাও কুট করতালি
বিষম তুষার তটভঙ্গে।
হাস অট্ট অট্টহাসি, বিকাশি দশন রাশি
উদ্দাম উল্লাসে মাতি—নাচ রণরঙ্গে ;
শক্তিধারা ঢাল শ্যামা, আজি মায়া-অঙ্গে ॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বরুণা-তীরবর্ত্তী অরণ্য।

(বেগে মায়ার প্রবেশ,—
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধনুর্ব্বাণ হস্তে দিবোদাস)

মায়া।—সম্বর-সম্বর বাণ—
সাবধান বারাণসী রাজ !
দিবো।—নাহিরে নিস্তার আজ ;—

বৃথা এ চীৎকার মায়াবিনী।
গহন কাননে ছিলি কুরঙ্গিণী,
মৃগয়া কারণে পশি বনমাঝে—
সহসা হেরিনু তোরে ;
চকিতে ধরিয়া ধনু করিনু সন্ধান—
অমনি মানবী মূর্ত্তি করিলি ধারণ !
এ পরিবর্ত্তন—অদ্ভুত অপূর্ব্ব মনে গণি,
কিন্তু স্থির জেনো মায়াবিনী,
মম লক্ষ্য কভু ব্যর্থ নাহি হবে,
যেই শর শরাসনে করেছি যোজন—
সম্বরণ নাহি তার,
বজ্রের মতন বক্ষে তোর এখনি বাজিবে

মায়া।—তুচ্ছ তুমি—তুচ্ছ তব বাণ ;—
মম দাপে সবে হয় কম্পমান !
বজ্রী-বজ্র বক্ষে বিদ্ধ নাহি হয়,
মৃত্যুপতি মোরে করে ভয় ;
অভয় হৃদয়—অক্ষয় পরাণ,—
তাই বলি পুনঃ—হও সাবধান।

দিবো।—ধিক্ অহঙ্কার ! ধিক মদগর্ব্ব !
দর্পচূর্ণ করিব এখনি ;
মায়াবিনী তুইরে পাপিনী,
তোরে আমি অবশ্য বধিব।

(রাজার শর সন্ধান,—মায়ার রাজার নেত্রে নেত্র সংস্থান,—
তীব্র দৃষ্টিক্ষেপন ও হস্তচালন ;—রাজার কম্পিত
হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ পতন)।

মায়া।—মার-মার বাণ;—

কোথা গেল অভিমান—দর্প আস্ফালন?
তত্ত্বজ্ঞান এখন কোথায়?
বাহুবলে বসুন্ধরা করেছ বিজয়,
দেবতায় করিয়া বঞ্চিত—
হইয়াছ কাশীর ঈশ্বর,
লভেছ অতুল যশ মানব সমাজে,
কীর্ত্তি তব পরিব্যাপ্ত ত্রিভুবনে ;
কিন্তু এবে—আমারি প্রভাবে—
এই ক্ষুদ্র তর্জ্জনী হেলনে—
ভাগ্যচক্র তব হবে বিঘুর্ণীত ;
আজ শুধু দিলাম আভাষ,
দেখিবে অচীরে তার অপূর্ব্ব বিকাশ! [প্রস্থান!

দিবো।—একি হল!

কোথা গেল কুহকিনী নারী!
বুঝিতে না পারি—
স্বপ্ন কিম্বা সত্য ইহা!
নিদ্রিত কি আমি!
না-না—এযে জাগরণ ;

হতেছে স্মরণ—
অরণ্যে পশেছি আমি—
শার্দ্দুল-সংহার-অভিলাষী !
একি !—কাঁপে কেন কলেবর !
চরণ চলিতে নাহি চায়,
হস্ত প্রসারিয়া গতিপথ কে যেন রোধিছে,
জড়ীভূত—স্পন্দহীন ইন্দ্রিয়নিচয় !
স্থির হও কম্পিত চরণ,
স্থির হও উদ্বেলিত মন,
দূরে যাও—বাহ্যিক জড়তা,
মানসিক দুর্ব্বলতা কর অন্তর্দ্ধান !
দিনমণি !
বিমল কিরণে আবরিত কর বনভূমি,—
যেন আঁখি মম দৃষ্টিশক্তি হারা নাহি হয় !

(মায়ার পুনঃ প্রবেশ)

মায়া।—[রাজার মস্তক স্পর্শ করিয়া]
ঘুমাও—ঘুমাও রাজা,—
যোগনিদ্রা—নিমীলন করুক নয়ন দুটি।
দিবো।—একি—আবার—আবার !—
আবার এসেছ—তুমি কুহকিনী নারী !
মায়া।—ঘুমাও ঘুমাও রাজা !
আয়-আয় যোগনিদ্রা—

আয় আয় আক্ষেপ বিক্ষেপ ক্রিয়া—
মায়ার বিভূতি!
ঘুমাও—ঘুমাও নরপতি।

দিবো।—একি অপূর্ব্ব ঘটন!
ত্রিভুবন ঘূর্ণমান সম্মুখে আমার!
পদতল হতে
অপসৃতা হতেছে মেদিনী!
কাঁপিতেছে কলেবর,
রুদ্ধ কণ্ঠস্বর,
সর্ব্ব অঙ্গ হতেছে অবশ—
নিদ্রালস নয়ন আমার!
য়্যা-কোথা-কোথা-কোথা আমি—

(নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়—মায়ার হস্তাবলম্বনে শিলা-পৃষ্ঠে শয়ন)

মায়া।—থাকো—থাকো—থাকো—
ঘুমঘোরে এইভাবে থাক অচেতন!
যোগমায়া মন্ত্রপূতঃ এই শিলাসন—
স্পর্শে যেই জন,
বিস্মৃতি আপনি আসে অন্তরে তাহার;
আত্মা তার—
হয় তখন ক্রীড়ার কণিকা মম,
ইচ্ছামত করি আমি তাহারে চালন!
থাকো—থাকো—ঘুমঘোরে থাকো অচেতন,

বিস্মৃতি পশুক হৃদিমাঝে,
তাহার প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান ভুলে যাও রাজা,
ভুলে যাও—যাগ-যজ্ঞ-তিতিক্ষা-সংযম,
ভুলে যাও—রাজধর্ম্ম—কর্ত্তব্য রাজার ;
হও দেবদ্বেষী—নাস্তিক-উদ্দাম !
থাকো—থাকো ঘুমঘোরে থাকো অচেতন,
কিছুক্ষণপরে—
যবে নেমী মম বিঘুর্ণীত হইবে আবার—
বহে যাবে—বুকের উপর দিয়ে শুকায়ে শোণিত—
তখন পাইবে পুনঃ—
অভিনব কর্ত্তব্য-সন্ধান !

(ভক্তির প্রবেশ)

ভক্তি।—তত্ত্বজ্ঞানী রাজাকে যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন করে কি অপূর্ব্ব কর্ত্তব্যের সন্ধান দেবে মায়া ?

মায়া।—একি! ভক্তি যে দেখছি আজ ভক্তের শিয়রে সশরীরে উপস্থিত! কি মনে করে এ দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করেছ দিদি ?

ভক্তি।—অবিদ্যা আজ কোন্ দুর্লভ বিদ্যা সাধনা করতে বনচারিনী বোন্ ?—আমাকে আশ্রয় ক'রে যিনি সংসারে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, তাঁর প্রতি অবিদ্যার আজ এ অত্যাচার কেন, তা জানতে পারি কি ?

মায়া।—এ তো অত্যাচার নয় দিদি,—এ হচ্ছে নিয়তি।

ভক্তি।—পুণ্যবান জ্ঞানবান ধর্ম্মপ্রাণ রাজা দিবোদাসের কি নিয়তি ?

মায়া।—কাশীচ্যুতি !

ভক্তি।—রাজার অপরাধ ?

মায়া।—কাশীনাথ বিশ্বনাথকে বঞ্চিত ক'রে রাজা দিবোদাস কাশীলাভ করেছেন।

ভক্তি।—রাজা দিবোদাস তপোবলে কাশীলাভ করেছেন।

মায়া।—কাশীর ঈশ্বর—একমাত্র বিশ্বেশ্বর,—একথা জেনেও কাশীলাভের জন্য রাজা তপস্যায় ব্রতী হন; পিতামহ রাজার কঠোর তপে তুষ্ট হলে, রাজা তাঁর কাছে কাশী-প্রার্থনা করেন; চতুরানন তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করেন; ব্রহ্মার সম্মান রক্ষা করবার জন্য বিশ্বেশ্বর কাশী হতে অন্তর্হিত হন; পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী আজ শিবশূন্য! কাশী থেকে রাজা দিবোদাস নির্ব্বাসিত না হলে—কাশীধামে বিশ্বনাথের আসবার উপায় নেই;—তাই আমি বিক্ষেপ-শক্তি বিকাশ ক'রে রাজাকে কাশীচ্যুত করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

ভক্তি।—রাজা বরপ্রার্থী হলে, বিরিঞ্চি তাঁকে অম্লানবদনে বর দিয়েছিলেন; সেই বরের প্রভাবেই রাজা দিবোদাস আজ কাশীনাথ! এতে অপরাধ কার? ভক্তের-না-ভগবানের?

মায়া।—লুব্ধ ভক্ত তোমাকে আশ্রয় করে ভগবানের নিকট অসম্ভব আবদার করে, মুগ্ধ ভগবান তার তখনকার বাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু পরিণামের জন্য দায়ী থাকেন না; পরিণামে

ভগবানের এই বরই ভক্তের পতনের কারণ হয়! জাননা কি—দেবতাদের ওপর স্পর্দ্ধা করে, অনেক দৈত্য দানব তপোলব্ধ বরের প্রভাবে তুর্লভশক্তির অধিকারী হয়েছিল, কিন্তু পরিণামে আমার প্রপঞ্চে আবদ্ধ হয়ে তারা সর্ব্বস্ব হারিয়েছিল। রাজা দিবোদাসেরও সেই অবস্থা হবে।

ভক্তি।—যতক্ষণ রাজা দিবোদাস আমাকে আশ্রয় ক'রে থাকবে, রাজার প্রতি আমার স্নেহদৃষ্টি থাকবে, ততক্ষণ সহস্র চেষ্টা করেও তুমি তাকে কাশীচ্যুত করতে পারবে না।

মায়া।—বেশ,—আমি আমার কাজ আরম্ভ করেছি,—তুমিও তোমার কাজ আরম্ভ করো ; রাজার ওপর আমি আমার প্রভাব বিকাশ করেছি,—তুমি এবার রাজাকে রক্ষা করতে প্রস্তুত হও!—রাজা দিবোদাসকে মধ্যে রেখে—মায়া ও ভক্তিতে যুদ্ধ,—দেখা যাক্ মাটীর মেদিনীতে এ যুদ্ধে কে হারে—কে জেতে! [মায়ার প্রস্থান।

(ভক্তির গীত)

জাগ জাগ মহাভাগ—ঘুমায়োনা আর।
ওঠো ওঠো ত্বরা করি—চাও একবার॥
বেলা বয়ে যায়—দিন যে ফুরায়,
মোহ-ঘুমে তুমি ঘুমাইছ হায়,
মায়া-সন্ধ্যা গ্রাসে তাই—সুদিন তোমার॥

দিবো।—য়্যাঁ একি! এ আমি কোথায় এসেছি?

(ভক্তির গীত)

আপনারে বুঝেনাও এইবেলা,
ভাব মনে মনে (এ ঘোর বিপিনে)
কার এই খেলা ;
হয়োনা খেলনা যেন তাহার আবার ॥

দিবো।—মনে পড়েছে, সব কথা মনে পড়েছে, সব কথা মনে পড়েছে; এই সর্ব্বনাশী কুহকিনী—দেবতাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে আমাকে ধ্বংস করতে এসেছিল—কুহকজালে এতক্ষণ আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল! কুহকিনী! আর তোর নিস্তার নাই—রাক্ষসী-বধে আর আমার দ্বিধা নাই; আমি এখনই—(ভূতল হইতে ধনু গ্রহণ)

(ভক্তির গীত)

হও ক্ষ্যান্ত নরকান্ত শোন (মম) বাণী,
নহি কুহকিনী আমি মায়াবিনী,
চির মঙ্গলাকাঙ্খিনী আমিহে তোমার।
এসেছি নাশিতে তব মোহ-অন্ধকার ॥

দিবো।—আর তোর মায়ার প্রভাবে মুগ্ধ হ'চ্ছিনা মায়াবিনী,—আর তোর নিস্তার নেই কুহকিণী;—আমি তোকে বধ করবো।

(ভক্তির গীত)

নারীর নিধনে পাতক বিষম,
পাপ আচরণ কর কি কারণ,
পাপ বারণ তুমি হে রাজন ধরার ॥

দিবো।—পাপ! আমি রাজা, আমার পাপ! পাপ পুণ্যের

বিচারকর্ত্তা আমি—আমার আবার পাপ কি! আমি রাজা—আমি সর্ব্বশক্তিমান—আমিই ভগবান;—আমার আবার পাপ? হাঃ হাঃ হাঃ—আমার পাপ! রাক্ষসী! রাক্ষসীমায়া পরিহার করে স্থির হয়ে দাঁড়া—রাজা দিবোদাসের দণ্ড গ্রহণ কর্।

ভক্তি।—(স্বগতঃ)—দেখ্ছি—মায়ার প্রভাবে, রাজা দিবোদাসের তত্ত্বজ্ঞান অপসৃত হয়েছে! এখন মায়ামুগ্ধ রাজাকে প্রকৃতিস্থ করা অসম্ভব;—অন্যদিকে আমার প্রভাব বিকাশ করে রাজা দিবোদাসকে বিপদমুক্ত করব—তাহলেই মায়ার অহঙ্কার চূর্ণ হবে! [অন্তর্দ্ধান।

দিবো।—একি—আশ্চর্য্য! দেখতে দেখতে—সম্মুখ থেকে সে মায়াবিনী কোথায় অন্তর্হিত হল! রাজা দিবোদাসের চক্ষুকে প্রতারিত করে কোথায় সে অপসৃত হল! তাকে শাস্তি দিতে পারলেম না—বধ করতে পারলেম না;—ছি-ছি—কি লজ্জা! কি লজ্জা! কি লজ্জা!

(অগ্নিবিন্দুর প্রবেশ।)

অগ্নি।—এই যে—এই যে মহারাজ! আমরা সকলে চারদিকে খুঁজে খুঁজে নাকাল,—আর আপনি এখানে!

দিবো।—ওঃ—এই যে! মায়াবিনী এবার নারীমূর্ত্তি পরিত্যাগ করে নরবেশে আমার চক্ষুকে বঞ্চনা করতে এসেছে! এইবার—মায়াবিনী—

অগ্নি।—(স্বগতঃ) আরে একি! রাজা দিবোদাসের মুখে

এসব কি শুনছি! এ রকম-ফের কেন বাবা! ব্যাপার খানা কি?—(প্রকাশ্যে)—মহারাজ!—

দিবো।—চুপ্—কোনো কথা শুনবো না;—শাস্তি দোব, বধ করবো—

অগ্নি।—(স্বগতঃ) ওরে বাবা—আওয়াজ তো বড় সোজা নয়! রাজা দিবোদাসের মুখে তো এ রকম কথা কখনো শুনিনি! ইনি এখন আমাকে নারী ঠাওরালেন নাকি! রহস্য মন্দ নয়; কিন্তু সম্ভাষণ তো প্রেমের নয়,—এ যে প্রেমের খোঁয়ারী দেখছি!—(প্রকাশ্যে)—মহারাজ! জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—কোন্ অপরাধে আপনার চিরপরিচিত এই পার্শ্বচরটিকে আজ নারী আখ্যা দিয়ে আপ্যায়িত করছেন?

দিবো।—সর্ব্বনাশী! ছদ্মবেশে তোর নিস্তার নাই,—তুই মায়াবিনী কুহকিনী,—এইবার রাজদণ্ড গ্রহণ কর্—

অগ্নি।—রাজাধিরাজ! আমি তো নারী নই—প্রকৃতই নর, তার উপর আপনার পার্শ্বচর! আজ বয়স্য অগ্নিবিন্দুর উদ্দেশে মহারাজের এ রকম উদ্ঘট রকমের প্রেম বিন্দু নিক্ষেপের কারণ তো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না! মহারাজ জিতেন্দ্রিয়—মৃগয়ায় এসে যে মৃগনয়নার জন্য পাগল হয়েছেন তা মনে হয় না; আর পার্শ্বচর অগ্নিবিন্দুর বদনে এখন এমন কমনীয়তা নেই—যে দর্শনেই কামিনীজ্ঞানে আলিঙ্গনের কামনা হবে;—বিশেষতঃ এ স্থানও প্রেম

করবার উপযুক্ত নয়,—গভীর অরণ্য, চারধারেই বট, অশ্বত্থ, শাল্মলির সারি,—প্রেমদানকারী চাঁপা, করবী, অশোক, মাধবীর চিহ্নমাত্র নেই ;—না আছে ফুরফুরে মলয় পবন, কোকিলও অদর্শন, ভ্রমর গুঞ্জনও কাণে বাজছে না ;—কালও এখন প্রখর মধ্যাহ্ন ; মদন তৃষ্ণা হয়ে কণ্ঠে এসে বসেছে—শর হাঁকবারও তার সামর্থ নেই ! এই তো স্থান-কাল, আর পাত্র হচ্ছি আমি ! এ চন্দ্রবদন দেখলে কামী কামভুলে ভয়ে কামধেনু হয় !—তবে তত্ত্বজ্ঞানী রাজার তত্ত্বজ্ঞানময় হৃদয়-ক্ষেত্রে এ আবার কি অদ্ভুত প্রেমের ফল্গু নদী ফুটে উঠল মহারাজ ?

দিবো।—তাইতো এ কে ! এ কে ! এ তো সে মায়াবিনী নয়—এ যে দেখছি বয়স্য অগ্নিবিন্দু ! তাইতো আমি কাকে কি বলছি ! বয়স্য ! বয়স্য ! তুমি এসেছ—বেশ করেছ ; তোমাকে দেখে আমি বড়ই তুষ্ট হলেম !—তুমি তো জান, তোমার সঙ্গে শাস্ত্র বিচার না করলে আমার দিন যায় না। দেখো আজ সহসা আমার মনে এক সমস্যার উদয় হয়েছে ; তা আমি সে সমস্যাটা নিজেই ঠিক ক'রে নিয়েছি,—এখন কেবল তোমার মত কি, তাই জানতে চাচ্ছি।

অগ্নি।—মহারাজের তখনকার হুমকিতে আমার প্রাণপাখী খাঁচা ভাঙ্গবার যোগাড় করছিল,—এখন মহারাজ আবার তত্ত্বকথা কইবেন শুনে—প্রাণপাখী খাঁচার ভেতর স্থির

হয়ে বসেছে। মহারাজ যে বয়স্য অগ্নিবিন্দুকে প্রেমের সিন্ধু জ্ঞানে অবগাহন না ক'রে—সমস্যা ভঞ্জন করতে বললেন, এতেই আমি আপ্যায়িত। মহারাজ পরম তত্ত্বজ্ঞানী, তত্ত্ব কথায় মহারাজের বিশ্রাম কাল অতীত হয়; এখন কি আদেশ হয়—শুনতে ইচ্ছা করি।

দিবো।—বল দেখি অগ্নিবিন্দু,—এই যে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড—এর একমাত্র অধীশ্বর কে?

অগ্নি।—আজ এ সমস্যা কেন মহারাজ? আপনারই মুখে শুনেছি—পূর্ণব্রহ্ম ওঁঙ্কারময় নারায়ণ এই বিশালব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর; সেই পরম ব্রহ্মই সত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন শক্তির সমাহারে—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে বিশ্বসংসার শাসন করছেন।

দিবো।—মিথ্যা কথা,—ঘোরতর মিথ্যা কথা; আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এ রকম মিথ্যা কথা বলতে তোমার লজ্জা করলে না বর্ব্বর!

অগ্নি।—তত্ত্বজ্ঞানী মহারাজ কি আজ সংজ্ঞা হারিয়েছেন! এ কথাকে মিথ্যা বলছেন? শাস্ত্রের সার কথা—মিথ্যা! এ তো আপনারই কথা—

দিবো।—না,—এ কথা আমার নয়; আমার কথা এই—রাজা দিবোদাসই এই সংসারের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা।

অগ্নি।—ওঃ—তাহলে এটা হচ্ছে আপনার কথা, কিন্তু—

দিবো।—আবার কিন্তু কি! আমি রাজা—ত্রিসংসারের

বিধাতা; আমার যা কথা—তা তোমার কথা—তোমার অন্তরের কথা।

অগ্নি।—হাঁ—বুঝিছি মহারাজ, এও বুঝিছি—আপনার যে কথা—তা সংসারবাসী সকলের কথা।

দিবো।—হাঁ—এই হচ্ছে কথার মত কথা।

অগ্নি।—আর ভুল হবে না মহারাজ,—এতদিন বিবেক-মত কথা কহিতে আপনার আদেশ ছিল;—আজ থেকে মহারাজের মনের মতন কথা কহিতে আদেশ হ'লো।

দিবো।—এখন আমার কথা শোনো—

অগ্নি।—কাণ খাড়া ক'রে আছি মহারাজ—আদেশ করুন।

দিবো।—দেখ, রাজাই হচ্ছে প্রজার সর্ব্বস্ব; রাজাই প্রজার দেবতা, রাজপূজাই প্রজার ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত। দেবতাদের ক্ষমতা কিছুই নাই—দেবতা এখন আমার ভয়ে কম্পমান—আমার অধীন; তবে আমার প্রজারা দেবতা শিবের পূজা করে কেন?

অগ্নি।—যে আজ্ঞে—আমি চল্লেম—

দিবো।—আরে, যাও কোথায়?

অগ্নি।—যাচ্ছি—মহারাজের আদেশ পালন করতে!

দিবো।—আরে—আদেশ আগে শোনো—

অগ্নি।—আদেশ পাবার আগেই পালন ক'রে আসা ভাল!

দিবো।—ভাল—কি করবে শুনি!

অগ্নি।—সব বেটা প্রজাদের এখানে বেঁধে আনবো,—বেটারা কার হুকুমে শিবের পূজা করে—তার উত্তর নোব।

দিবো।—তাদের অপরাধ নাই,—আমিই তাদের সে কার্য্যে উৎসাহ দিয়েছিলেম! কিন্তু আজ আমার মত ফিরে গেছে। আজ আমি বুঝতে পেরেছি—দেবতা শিবকে বঞ্চিত করে আমি রাজ-রাজেশ্বর হয়েছি; তবে আমার রাজ্যের প্রজাগণ—আমার সেই পরম শত্রুর পূজা করবে কেন?

অগ্নি।—আজ থেকে প্রজারা কি তবে উপদেবতার পূজা করবে মহারাজ?

দিবো।—আমিই প্রজার দেবতা; আজ থেকে প্রজারা আমার পূজা করবে।—আজই রাজ্যমধ্যে ঘোষণা ক'রে দাও,—আমার আদেশে—আমার রাজ্যমধ্যে দেবপূজা নিষিদ্ধ—দেবপূজার পরিবর্ত্তে রাজপূজা করতে সমস্ত প্রজা অবশ্য বাধ্য; এ আদেশ লঙ্ঘন করলে কঠোর দণ্ড অনিবার্য্য।

অগ্নি।—জয় হোক মহারাজ! এই তো কাশীরাজের যোগ্য কার্য্য।

দিবো।—আমার রক্ষীদল কোথায়?

অগ্নি।—বরুণা-তীরে মহারাজের প্রতীক্ষা করছে।

দিবো।—তবে চল—সেই স্থানে আমি স্বয়ং এ কথা ঘোষণা করবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অবিমুক্তেশ্বরের পীঠ স্থান।

বিল্ববৃক্ষমূলে লিঙ্গমূর্ত্তি।

(মায়ার প্রবেশ)

মায়া।—এই অবিমুক্তেশ্বর; কাশী পরিত্যাগকালে মহেশ্বর এই স্থানে এই মূর্ত্তি স্থাপন ক'রে গিয়েছেন; শিবলিঙ্গ এখানে অনাদৃত উপেক্ষিত ভাবে পতিত,—আর লিঙ্গেশ্বর কাশীর কথা বিস্মৃত হয়ে হিমালয়ে শ্বশুরভবনে অম্লানবদনে পড়ে আছেন! আশুতোষের মনে এখন আর ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই,—পরমসুখে নির্ব্বিকারচিত্তে সেখানে বাস করছেন! গিরিরাজ গিরিরাণী আদর আপ্যায়নে জামাতাকে মুগ্ধ করেছেন,—ভোলানাথ সমস্ত ভুলে তাই সেইখানেই ব্যাপ্ত রয়েছেন! এদিকে শিবের অভাবে জগত অশিবময়, মেঘ বারিদানে অক্ষম, ক্ষেত্র শস্য-উৎপাদনে বিরত, জগদ্ব্যাপী অন্নকষ্ট, জগৎযুড়ে হা অন্ন হা অন্ন ধ্বনি!—এখন শিব যাতে শুধু হিমালয়ে ব্যাপ্ত না থাকেন—সমগ্র জগৎ যাতে শিবময় হয়—নিখিল জগতে ক্ষুধার্ত্ত জীবের প্রতি জীবপতি শিবের করুণাদৃষ্টি পতিত হয়—তার উপায় করতে হবে! সর্ব্বশক্তিমান শিবের শক্তিময় নাম-স্মরণ ক'রে—আত্মবিস্মৃত শিবের সংজ্ঞাসঞ্চারে—মহামায়াকে আশ্রয় ক'রে—আমি এ কার্য্যে

প্রবৃত্ত হয়েছি ; শিব-শক্তি আমার সহায় হোন !—ওকি !—শিবসঙ্গহারা শিবভক্ত ভূতগণ ভীষণ মূর্ত্তিধারণ ক'রে তাণ্ডব নর্ত্তন করতে করতে এদিকে ছুটে আসছে। কারণ কি ? আমি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত,—তাতে এদের সাহায্য—(চিন্তা) ভাল, আগে দেখি এদের উদ্দেশ্য কি !

[অন্তরালে অবস্থান

(ভূতগণের প্রবেশ)

সকলে।—ব্যোম্—ব্যোম্—ব্যোম্ ভোলা !

১ম।—বুকে বল দাও ভোলা—চোখে আগুনের তেজ দাও—

২য়।—আর নোখগুলোতে শূলের ধার দাও—নোখ দিয়ে যেন আমরা এই কাশীটাকে চ'ষে ফেলতে পারি—

৩য়।—আর রাজা দিবোদাসের ভুঁড়ি ছিঁড়ে—নাড়ী নিয়ে পৈতে পরতে পারি—

সকলে।—ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্ ভোলা !

(মায়ার প্রবেশ)

মায়া।—একি ভূতগণ ! তোমরা আজ এমন ভীষণ মূর্ত্তি ধরেছ কেন ? তোমাদের কি হয়েছে ?

১ম ভূত।—আমাদের কি হয়েছে ?—কেন, তুই কি তার খবর রাখিস্ না ?

২য় ভূত।—তুই আবার এখানে কি করতে এলি ? বাবাকে সংসারী ক'রে দিয়ে—আমাদেরও সংসারে জড়াতে এলি নাকি ?—যা—যা—সরে যা—আমাদের তোর ধাঁধায়

ফেলতে পারবি নি! আমাদের স্ত্রী নেই—ছেলে নেই—সংসারের ধার ধারিনা,—যা—যা—সরে পড়্—পাতলা—হ’—

মায়া।—তোরা আমাকে ঠাওরেছিস কি? ভেবেছিস বুঝি—আমি শুধু প্রহেলিকা নিয়েই বিশ্বময় ঘুরে বেড়াই? তোরা কি জানিস না—আমিই জগতের কারণ; এই যে পরিবর্ত্তনশীল ব্রহ্মাণ্ড—এ আমারই ছলনা, আবার আমিই সাধকের সাধনা, সাধকের কাছে তাই আমি ভগবৎ-শক্তি! আসক্তিতে জড়াতে আমি, অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধতে আমি,—আবার ত্যাগের আদর্শ ধরে সন্ন্যাসী করতেও আমি। আমি গড়তে পারি—ভাঙ্গতেও জানি! তোদের মত শুধু সংহার কার্য্যেই পটু নই! তোরা শিববিরহে অধীর হয়ে বারাণসী লণ্ডভণ্ড করতে—বারাণসীর অস্তিত্ব মুছে ফেলতে উদ্যত হয়েছিস্;—আর আমি এই আনন্দভূমির সর্ব্বসম্পদ অক্ষুণ্ণ রেখে আনন্দময়কে এখানে পুনরানয়নে প্রবৃত্ত হয়েছি।

ভূতগণ।—য়্যাঁ—তাই নাকি? সত্যি নাকি?

১ম ভূত।—তুই বলছিস্ কি? বাবাকে ফিরিয়ে আনতে চলেছিস্? ওরে—বাবা কি আর এখানে ফিরে আসবে? আর কি বাবা এখানে এসে আমাদের সঙ্গে তেমনি ক’রে নৃত্য করবে? ওই দেখ্—বাবা লিঙ্গদেহ রেখে গেছে; আমরা ঐ নিয়েই এখানে আছি; ওই মূর্ত্তি ঘিরে নিত্য নাচি আর বাবার নাম ক’রে কাঁদি। কিন্তু এ লিঙ্গের

মর্য্যাদা বুঝি আর থাকে না ; রাজা দিবোদাস কাশী নিয়েই তুষ্ট নয়—বাবাকে কাশীত্যাগী ক'রেও সে তৃপ্ত হয়নি,—তাই যাতে কেউ বাবার নাম না করে—বাবার পূজা না করে, সে তারই চেষ্টা করছে,—নিজেই দেব হয়ে প্রজাদের পূজা চাচ্ছে ! আমরা এখানে আর কি ক'রে থাকি !

২য় ভূত।—তাই স্থির করেছি,—যাবার আগে কাশীকে রসাতলে দিয়ে যাবো—রাজার মুণ্ড ছিঁড়ে—ভুঁড়ি ফাঁক ক'রে চলে যাবো—

মায়া।—এখন ওসব গোঁয়ারতুমি ভুলে যা,—ও সব করলে এখন কিছু হবে না ; বাহুবলে তোরা তপোবলে-বলী রাজাকে নষ্ট করতে পারবি নি ; রাজার তপোবল নষ্ট না করলে রাজাকে কেউ কাশীচ্যুত করতে পারবে না। এখন আমার কথা শোন্—তোরা সকলে এই মূর্ত্তিতেই এখনই হিমালয়ে বাবার কাছে যা—বাবাকে তোদের দুঃখের কথা জানা—কাশীর খবর দে ! আর হিমালয়ে বাবার কাছে যেতে—বাবার অভাবে জগতের যে অবস্থা—জগদ্বাসীর যে দুর্দ্দশা দেখবি,—তাও বাবাকে জানাবি। তাহলেই বাবার টনক নড়বে ; তার পর যা করতে হবে—সে আমি করবো ;—এখন তোরা এখানে আর একদণ্ড থাকিস্ নি—এখনি হিমালয়ে চলে যা—

৩য় ভূত।—বেশ বলেছিস্—বেশ বলেছিস্ ; সেই ভালো—সেই ভালো,—আর কিছু না হোক্—হিমালয়ে গিয়ে

আবার তো বাবাকে দেখতে পাবো,—মাও সেখানে আছেন ; তাঁকেও দেখে চক্ষু সার্থক করবো ! চল্ ভাই—চল্—কাশীত্যাগী শিবের সন্ধানে কাশীত্যাগ ক'রে আমরাও হিমালয়ে যাই।

ভূতগণ।—চল্—চল্—ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্ মহাদেব।

[ভূতগণের প্রস্থান।

মায়া।—এদের সাহায্যে আমার অভিপ্রায় আরও সহজে সিদ্ধ হবে ;—এদের পূর্ব্বেই আমাকে হিমালয়ে গিরিরাজভবনে উপস্থিত হয়ে আমার উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে !

[প্রস্থান।

(লীলাবতীর প্রবেশ)

লীলাবতী।—এই আমার স্বপ্নদৃষ্ট স্থান !—ওই সেই মনোরম বিল্ববৃক্ষ—সারি সারি শ্বেত করবীর কুঞ্জ ;—কি স্থন্দর শান্তিস্নিগ্ধ স্থান ! দেখে মনে হচ্ছে—প্রকৃতি দেবী বুঝি মূর্ত্তিমতী হয়ে এই স্থানেই বিরাজমান ! স্বপ্নে আমি এই স্থানই দেখেছি, স্বপ্নের দেবী আমাকে এই স্থানে আসতেই বলে দিয়েছেন ! মহারাজের দুর্ম্মতি দেখে, ভয়ঙ্কর দেব-বিদ্বেষ দেখে, মিনতি ক'রে তাঁকে নির্ব্বৃত্ত করতে অক্ষম হয়ে, মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তার পর সেই অদ্ভুত স্বপ্ন-দর্শন ; এক দেবী সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আমাকে অভয় দিলেন—এই স্থানে আসতে বলে দিলেন। তাই এসেছি বড় আশা করে এসেছি ; ওই

না কার কণ্ঠস্বর বাঁশীর মত ঝঙ্কার দিয়ে উঠল! ওই-ওই! ওহ ওযে রোদনের ধ্বনি! এত রাত্রে এই নির্জ্জন স্থানে কাঁদে কে? ওই যে স্বর ক্রমেই নিকটে আসছে, বেশ স্পষ্ট শোনা যাছে; ওই কাঁদতে কাঁদতে কি ব'লছে!

(নেপথ্যে ভক্তির গীত)

ওগো, আমি অভাগিনী—সুখহারা অনাথিনী, দুঃখভরা আমার জীবন।
হয়ে সর্ব্বে সর্ব্বময়ী—গুণে গুণময়ী, এবে ভিখারিণী সম আচরণ॥

লীলাবতী।—তাইত! কে এমন ক'রে কাঁদে! এ রাজ্যে আমার মতন অভাগিনী আর কে আছে? আমারি মত সর্ব্বে সর্ব্বময়ী হয়ে—কে আবার ভিখারিণী হয়েছে! ওই আবার কাঁদছে! য়্যা—একি, ওই যে তাকে দেখতে পাচ্ছি, অভাগিনী কাঁদতে কাঁদতে এই খানেই আসছে!

(গীত করিতে করিতে ভক্তির প্রবেশ)

রাজরাণী সম আমি ছিলাম আদরে, বাঁধা থাকিতাম তাই রাজার আগারে,
রাজার মঙ্গল এই অঞ্চল আধারে—আবরিয়া রেখেছিনু সন্তান মতন॥
বিপদের বিভীষিকা কখনো ওঠেনি—হতাশের হা- হা- ধ্বনি শ্রবণে বাজেনি,
(ওরে) জননী সমান ছিনু মঙ্গলদায়িনী—নরমণি আজি মোরে করিল বর্জ্জন॥
প্রাণ কাঁদে চলে যেতে, বাজে ব্যথা হৃদয়েতে, করি তাই কাতর রোদন॥

লীলা।—(ছুটীয়া ভক্তির পদতলে বসিয়া) মা! মা! আমি তোমাকে চিনিছি, তুমিই সেই স্বপ্নের দেবী; তুমিই আমায় অভয় দিয়েছো, তুমিই আমাকে এখানে এনেছ; অভাগিনী নন্দিনীকে ডেকে এনে, নিজে অভাগিনী হয়ে একি বিষাদের গান গাইছ মা? দেবী তুমি—তুমি কেন

কাঁদবে! মা, হাস—হাস, যখন অভয় দিতে এসেছ, তখন হাসি মুখে অভয় দাও মা!

ভক্তি।—রাজরাণী! আমায় হাঁসতে বলছ! কেমন ক'রে আমি হাসবো মা! তোমার স্বামী আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, মনের দুঃখে তোমার স্বামীর অধিকার ছেড়ে আমি পালিয়ে যাচ্ছি! মুখে কি এখন হাসি আসে মা?

লীলা।—কেন মা, মেয়ে তো তোমার পা জড়িয়ে বসে আছে! আমার জ্ঞানময় স্বামী নিয়তির নির্ব্বন্ধে সংজ্ঞা-হারা হয়ে তোমায় ত্যাগ করলেও, স্বামীর সহধর্ম্মিনী আমি—তোমার কন্যা আমি—কখনো তো তোমায় যেতে দোবনা মা! কোথায় তুমি পালাবে?

ভক্তি।—স্বামীর অনিচ্ছায় তুমি কি আমায় রাখতে পারবে মা?

লীলা।—মা, সংসারে স্বামীই আমার সর্ব্বস্ব! স্বামীই আমার স্বর্গ, স্বামীই মোক্ষ, স্বামীই আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রত সব; স্বামী ছাড়া আমি আর কিছু জানি না! তুমি কে, তা জানি না; তোমায় যখন মা বলেছি, আর কি ছাড়তে পারি? মা, তোমাকে আমার স্বামীভক্তি স্বরূপ আমার সংসারে ধরে রাখবো; তাতেও কি তোমায় রাখতে পারবো না মা?

ভক্তি।—এর চেয়ে শক্ত আকর্ষণ রমণীর তো আর নেই মা! এ আকর্ষণে চিরদিন আমাকে তোমার কাছে থাকতে হবে! তবে শোনো মা—আমি ভক্তি!

লীলা।—আমার চক্ষে তুমি আমার স্বামীভক্তি! পতির পত্নী হয়ে অবধি আমি তো তোমাকেই আশ্রয় ক'রে আছি, তবে কেন মা আমার সংসার ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছিলে?

ভক্তি।—কই মা, চলে তো যেতে পারলুম না; তোমার পতি আমাকে তাড়িয়ে দিলেও তুমি যে নিগড় হয়ে আমাকে বেঁধে রেখেছ মা!

লীলা।—মেয়ের ওপর যখন তোমার এত করুণা মা, তখন একবার করুণানয়নে আমার স্বামীর দিকে চাও মা, তাঁকে সুমতি দাও মা!

ভক্তি।—মা! সেই জন্যই তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি। তোমার স্বামী আজ মায়ার আশ্রিত; মায়ার প্রভাবেই আজ সে এমন ভীষণ হয়ে উঠেছে। মা, তুমি তার সহধর্ম্মিনী, তুমিই এখন তোমার স্বামীর কল্যাণের কারণ হও।

লীলা।—আমি কি করিলে আমার স্বামীর কল্যাণ হয় তা বলো মা!

ভক্তি।—মা, তুমি বোধ হয় জান, কাশীর ঈশ্বর একমাত্র বিশ্বেশ্বর; তোমার স্বামী তপোবলে কাশীশ্বর হয়েছেন; মায়া তাঁকে কাশীচ্যুত করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। তারই প্রভাবে তোমার স্বামীর আদেশে কাশীধামে শিবপূজা নিষিদ্ধ হয়েছে; তার ফলে জগৎ আজ অশিবময়! ওই দেখো মা, মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি এই নির্জ্জন স্থানে

অনাদৃতভাবে পড়ে রয়েছে। তুমি মা এখন প্রত্যহ তোমার স্বামীর অজ্ঞাতে এই লিঙ্গমূর্ত্তির পূজা করো, তোমার স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা কর; তা হলেই তোমার স্বামীর মঙ্গল হবে; তা হলে মায়া সহস্র চেষ্টা করেও তোমার স্বামীকে কাশীচ্যুত করতে পারবে না,—তোমার পূজার জন্য স্বয়ং লিঙ্গেশ্বর তোমার স্বামীর সহায় হবেন।

লীলা।—মা, বিশ্বেশ্বর কাশীর ঈশ্বর, আমার স্বামীরও ঈশ্বর; কিন্তু মা, আমার ঈশ্বর শুধু আমার স্বামী! তিনি আজ শিবদ্বেষী, আমি তাতে সুখী নই; তিনি শিবপূজা করলে আমি আনন্দ পাই, কিন্তু আমার শিব আমার দেবতা আমার বিধাতা আমার কাম্য-কামনা একমাত্র আমার স্বামী! তুমি আমাকে শিবলিঙ্গ পূজা করতে বলছ, তা আমি করবো, কিন্তু পূজার সময় ওই লিঙ্গমূর্ত্তিকে আমি আমার স্বামীর মূর্ত্তি জ্ঞানে পূজা করবো; ধ্যানে আমি রজতগিরিসন্নিভ ত্রিনেত্র মহাদেবকে দেখবো না, আমি দেখবো—আমার অনিন্দসুন্দর নিখিল সৌন্দর্য্যের আকর রাজরাজেশ্বর স্বামী দিব্যমূর্ত্তি ধারণ ক'রে ঐ লিঙ্গমূর্ত্তিতে বিরাজ করছেন! আগেই তো বলেছি মা—আমার স্বামীর নামেই আমি তোমাকে আশ্রয় ক'রে আছি।

ভক্তি।—হাঁ—মা, আমি তোমার সতীমাহাত্ম্য বুঝেছি,—তুমিই আদর্শ সতী—প্রকৃত পতিব্রতা;—বেশ, তোমার স্বামী জ্ঞানেই তুমি এই লিঙ্গমূর্ত্তির পূজা ক'রো, তাহলেই

তোমার স্বামীর কল্যাণ হবে; আর মা—এই যাতে তোমার স্বামী কর্ত্তৃক নষ্ট না হয়—সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। যাও মা—এখন প্রাসাদে যাও,—আমার প্রভাবে কেউ তোমাকে লক্ষ্য করবে না।

লীলা।—আসি মা; স্মরণ করলেই যেন দর্শন পাই—এই শুধু মিনতি। [প্রস্থান।

ভক্তি।—পতিব্রতা নারী! এর পাতিব্রত্যের প্রভাবে মায়া রাজসংসারে সহসা প্রবেশ করতে পারবে না!—ভেবে-ছিলেম, রাণীকে শিব পূজায় প্রবৃত্ত ক'রে—শিবকে প্রসন্ন করবো, মায়ার কৌশল ব্যর্থ করবো; কিন্তু রাণী স্বামীকেই শিবজ্ঞানে পূজা ক'রে—স্বামীভক্তি-রূপে আমাকে আশ্রয় ক'রে—আমার এ কৌশল ব্যর্থ করলে!—এখন রাজসংসার-ভুক্ত একজন আদর্শ ভক্তের প্রয়োজন—যে ভক্ত কায়মনো-প্রাণে শিবের অর্চ্চনা করতে সক্ষম!—ঐ আমার আর একজন ভক্ত আসছে! এ রাজ বয়স্য,—এ যদি শিবভক্ত হয়—নিত্য যদি এই লিঙ্গমূর্ত্তির পূজা করে—তাহলেও এর সাহায্যে আমার কৌশল সফল হতে পারে! দেখি—এর কি অভিপ্রায়। (অন্তরালে অবস্থান)

(পুষ্প হস্তে অগ্নিবিন্দুর প্রবেশ)

অগ্নি।—বাবা,—পূজা করতে আসা তো নয়—চুরী করতে আসা! তবে মনকে এইটুকু প্রবোধ দেওয়া যায়—যে, লোকে চুরী করে নিজের জন্য; কিন্তু আমি যে চুরী ক'রে

পূজা করতে এসেছি—সে কেবল পরের জন্য! রাজার আদেশে রাজ্যে পূজা বন্ধ; অথচ শুনছি—পূজা অর্চ্চনা বিহনে রাজ্য শ্মশান হয়ে যায়! তাই আমার রাজার মঙ্গলের জন্য—রাজ্যবাসীর হিতের জন্য—নিত্য গভীর রাত্রে এইখানে এসে পূজা করে যাই!—স্বপ্নে জানতে পারি—মহাদেব কাশীত্যাগ করবার সময় এই লিঙ্গ রেখে গিয়েছেন—কিন্তু এ কথা এ রাজ্যের আর কেউ জানে না—রাজাও না; জানলে—এ মূর্ত্তি থাকত কি না সন্দেহ!—পুণ্যবলে আমি এ মুর্ত্তির সন্ধান পেয়েছি।—কিন্তু রাজার আদেশ—কেউ যেন শিবপূজা না করে; আমি রাজার পার্শ্বচর—রাজার আদেশ লঙ্ঘন করলেও আমার পাপ! তাই এক কৌশল ক'রে—এই মূর্ত্তির পূজা করছি! কাশী-বাসী দেবের মধ্যে মহাদেবকেই জানে—কাশীতে শুধু তাঁরই পূজা হতো,—তাই রাজা মহাদেবের পূজা করতেই নিষেধ করেছেন! আমি এখন এই মূর্ত্তিকে বিষ্ণুরূপেই পূজা করছি; এতে আমার দু কার্য্যই সিদ্ধ হবে;—রাজার আদেশ মান্য করাও হচ্ছে, আর পূজাশূন্য রাজ্যে পূজা অর্চ্চনাও চলছে। শুনেছি—যিনি শিব, তিনিই বিষ্ণু; বিষ্ণুরূপে এ মুর্ত্তির পূজা করলে—শিবেরই পূজা করা হবে।—যাই—তাড়াতাড়ি ফুলকটা দেবতার মাথায় ফেলে দিয়ে পালাই।—(মুর্ত্তির নিকটে গিয়া) দেবতা! তোমার লীলা বোঝা কি আমার কাজ? তুমি কখনো শিলা হও—

আবার কখনো শূল হয়ে দাঁড়াও! একবার শালগ্রাম শিলা হয়ে ভূতলে গড়াগড়ি দিয়েছিলে, আর আজ শূল হয়ে ফুলে উঠেছ! যাক্—এখন আমার কথা শোনো ;—হরি হে! শুনেছি তুমি হরেরই অভেদাত্মা,—তোমার পূজা করলেই শিবের পূজা করা হয়—তুমি তুষ্ট হলেই মহাদেব তুষ্ট হন!—তোমাদের এই যেমন অভেদ ভাব,—এখানে আমাদেরও অনেকটা এই রকম! আমার রাজার দুর্দ্দিনে আমি আমার রাজার অভেদাত্মা ; সুতরাং আমার পূজা—রাজার পূজা বলে গ্রহণ করো দেবতা—এই আমার মিনতি! মনে করো হরি—ব্রাহ্মণ অগ্নিবিন্দুর হাতের ফুল—রাজা দিবোদাসের হাত হতেই তোমার মস্তকে পড়ছে! এই নাও—

এতৎ পুষ্পং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে
পরমাত্মনে স্বাহা—ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। (ফুল অর্পণ)

(ভক্তির প্রবেশ।)

ভক্তি।—কে তুমি!—কি করছ ওখানে?

অগ্নিবিন্দু।—য়্যাঁ-য়্যাঁ-য়্যাঁ-কে-কে-কে—

ভক্তি।—উত্তর দাও ;—এত রাত্রে কে তুমি ওখানে?

অগ্নি।—য়্যাঁ-য়্যাঁ-আ-আ-আ-আমি-আমি—

ভক্তি।—কে তুমি?

অগ্নি।—এবার সেরেছে। যাক্-এখন ভয় করলে চলছে না ; দেবতার মূর্ত্তি দেখতে দেওয়া হবে না ; আড়াল ক'রে দাঁড়াই।

ভক্তি।—চুপ ক'রে রইলে যে—(অগ্রসর হওন)

অগ্নি।—হাঁ-হাঁ-হাঁ-এসোনা—এসোনা—আর এক পা এগিয়ো না—

ভক্তি।—কেন—কি হয়েছে? তুমি পথরোধ ক'রে দাঁড়ালে কেন? তুমি পথরোধ ক'রে দাঁড়ালে কেন? ওখানে কি আছে?

অগ্নি।—ওখানে স্বয়ং যম সশরীরে বিরাজ করছে!—পালাও—

ভক্তি।—তবে তুমি ওখানে কোন্ সাহসে দাঁড়িয়ে আছ?

অগ্নি।—আমি তো গেছি—যম আমার কাছা ধরে টানছে—দেখছো না পেছনে কি ভাবে গড়েন খাচ্ছি!—এখন তোমায় সাবধান করছি, পলাও—

ভক্তি।—ব্রাহ্মণ! দেবতার স্থানে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা ব'ল না!

অগ্নি।—দেবতার স্থান! কি বলছ তুমি? কাশীতে কি আর দেবতার স্থান আছে?

ভক্তি।—আছে,—যতক্ষণ তুমি আছ—তোমার মত ভক্ত ব্রাহ্মণ আছে—ততক্ষণ দেবতার কাশী দেবতারই আছে।

অগ্নি।—তুমি যে দেখছি ক্রমেই ঘেঁসে আসছ! আমার প্রতি তোমার এত অনুগ্রহ কেন? পালাও—পলাও—এ দেবতার স্থান নয়—শ্মশান,—আর আমি একজন মূর্ত্তিমান পিশাচ।

ভক্তি।—না—না—তুমি আমার ভক্ত সন্তান!—বৎস! আমাকে লুকিয়ো না, আমি সব জানি,—আমিই তোমাকে স্বপ্নে এই

দেবস্থান দেখিয়েছি! আমা হতে এ স্থানের অনিষ্ট হবে না; আমার দিকে একবার চাও দেখি—

অগ্নি।—তাইতো-তাইতো—এ যে সেই মূর্ত্তি! তোমাকেই স্বপ্নে দেখেছি! মা! মা!—তুমি কে?

ভক্তি।—আমি ভক্তি।

অগ্নি।—জননী! তুমি যখন এখনো এ রাজ্যে বিরাজ করছ—তবে রাজ্যেশ্বর আজ তোমার স্নেহচ্যুত হয়েছে কেন মা?

ভক্তি।—বৎস! সে নিয়তির নির্ব্বন্ধ!—এখন তুমিই এ রাজ্যের কল্যাণ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছ! পূজাশূন্য রাজ্যে—তুমিই পূজার অস্তিত্ব রক্ষা করেছ; কিন্তু বৎস—যিনি কাশীর ঈশ্বর, সেই বিশ্বশ্বরের লিঙ্গ মূর্ত্তিকে তুমি বিষ্ণুরূপে কেন পূজা করছ? আমার ইচ্ছা—তুমি মহেশ্বর-রূপেই তাঁর পূজা করো।

অগ্নি।—মা সন্তানকে কেন এ আদেশ করছ? সন্তানের অন্তর তো তুমি দেখতে পাচ্ছ,—রাজভক্তিতে এ অন্তর পূর্ণ; শিবপূজা করতে রাজা যখন বারণ করেছেন. তখন আমি তা কেমন ক'রে করব মা?—রাজার কল্যাণের জন্য—রাজার আদেশ বজায় রেখে—আমি এই লিঙ্গ মুর্ত্তিকে বিষ্ণুরূপে পূজা করছি;—যিনি বিষ্ণু—তিনিই শম্ভু,—বিষ্ণুকে পূজা করলে—প্রকারন্তরে শিবেরই তো পূজা করা হ'ল মা!

ভক্তি।—হাঁ—ভক্ত, আমি তোমার ভক্তি মাহাত্ম্য বুঝতে

পেরেছি ;—তুমিই পরম ভক্ত ; বিষ্ণুরূপেই তুমি এই লিঙ্গ মূর্ত্তির পূজা করো,—প্রকারন্তরে তাতেই রাজার মোক্ষলাভ হবে।—যাও বৎস, স্বচ্ছন্দে তোমার আলয়ে যাও।

অগ্নি।—শুধু এই আশীর্ব্বাদ কর মা—এই রাজভক্তিকে আশ্রয় করেই অন্তিমে সন্তান যেন ভগবান বিষ্ণুর পদাশ্রয় পায়।

ভক্তি।—যাও,—তোমার কামনা পূর্ণ হবে। [অগ্নিবিন্দুর প্রস্থান রাজভক্ত ব্রাহ্মণ !—রাজার কল্যাণের জন্য—শিবকে বিষ্ণু-জ্ঞানেই সাধনা করছে ! এর সাধনা বিফল হবে না—এই ব্রাহ্মণের মহাসাধনাই রাজাকে পাপমুক্ত করবে ; পরিণামে রাজা মোক্ষলাভ করবে !—কিন্তু বর্ত্তমানে মায়ার অহঙ্কার চূর্ণ করবার আর কি উপায় অবলম্বন করি ! দুই উপায় দুই প্রকার যুক্তি দেখিয়ে আমায় মুগ্ধ করলে আর কি উপায় আছে ? আর আমার কে এমন ভক্ত আছে—যে কাশীকামী মহাদেবকে আমার সাহায্যে তার আগারে আবদ্ধ ক'রে রেখে, দীর্ঘকাল তাঁকে আত্মবিস্মৃত ক'রে রাখতে পারে ! এমন ভক্ত কি আমার কেউ নেই ! হাঁ—মনে পড়েছে,—আছে—আছে—আর এক পরম ভক্ত আছে,—শিবকে সে পতিরূপে কামনা ক'রে, জন্মজন্মান্তর ধরে সাধনা ক'রে আসছে !—আমার সাহায্যে সেই ভক্তের ভবনেই ভগবান আবদ্ধ হবেন কাশীর সাধ বিলুপ্ত হবে ভক্তির আশা সফল হবে,—মায়া তখন ভক্তের প্রভাব দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাবে। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

হিমালয়,—গিরিরাজের প্রাসাদ

শ্মসানচারিণী উদাসিনীর পরিচ্ছদে

(মায়ার প্রবেশ।)

মায়া।—অতি অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত হয়েছি! রুক্ষ কেশ, উদাসিনীর বেশ, পরণে গৈরিক বসন, বদনে ভস্ম-প্রলেপন, অঙ্গে, অস্থি-আভরণ, হস্তে রামসিঙ্গা আর ভিক্ষার ডালা!—এবেশে কেন?—গিরিরাণী মেনকাকে মুগ্ধ করবার জন্য! কিরিট ধারিণী জ্যোতির্ম্ময়ী যোগিনীমূর্ত্তিতে রাজা দিবোদাসকে বিমুগ্ধ করেছি,—আর আজ শ্মশান-চারিণী—সর্ব্বত্যাগিনী উদাসিনী সেজে, শ্মশানচারী সিদ্ধেশ্বরের স্বশ্রুদেবী মেনাকারাণীকে মুগ্ধ করতে এসেছি। আমার প্রভাবে আজ হতে গিরি-মহিষী গৌরী-শঙ্করকে সাধারণ মানব-মানবী ব'লে মনে করবে,—গৌরীনাথকে বিকৃতমস্তিষ্ক উন্মাদ ব'লে ঘৃণা করবে—সর্ব্বসমক্ষে শিবনিন্দা করবে,—তাহ্লেই শিবের পর্ব্বত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। ওই গিরি-রাণী মেনকা এদিকে আসছেন; এখনই আমাকে বিক্ষেপ-শক্তির বিকাশ ক'রে স্বকার্য্য সাধন করতে হবে। [প্রস্থান।

(মেনকার প্রবেশ)

মেনকা।—হেরি দুস্বপন—মন আজি অতি উচাটন।

করিলাম স্বপনে দর্শন—

ত্রিলোচন, গণেশ-জননী-পাণি করিয়া ধারণ
স্বজন সংহতি—
ম্লানমুখে দেশান্তরে করিছে গমন !
স্বপনের ছবি—
কোনো মতে না পারি ভুলিতে,
চিত্তে মম চিত্রসম রয়েছে অঙ্কিত !
তাই বিচলিত অন্তর এমন,
অবিরত কম্পিত শরীর,
ভবিষ্যৎ বিপদের সূচনা ভাবিয়া।
না—না—কিসের বিপদ !
আমি কেন করি বিপদের ভয় ?
বিপদবারণ শমনদমন ভুবনভাবন ভগবান
আমার আলয়ে বাঁধা,
বিশ্বপাতা—আমার জামাতা,
আমার দুহিতা উমা—
প্রাণাধিকা পত্নী তার—নয়নের মণি !
ক্ষণেক না হেরিলে তাহারে—
ভোলানাথ ত্রিভুবন অন্ধকার হেরে ;
আমারে কি বিপদ স্পর্শিতে পারে কভু ?
তবে কেন শঙ্কার সঞ্চার !
ভাবনার কিবা প্রয়োজন !
কেন মন হও উচাটন ?

হেরিয়াছ কুস্বপন—কিন্তু কি কারণ ?
কর ধন বিতরণ,
স্বপনের ছবি মুছে যাবে অন্তর হইতে,
দানে—মন হইবে নির্ম্মল পুনরায়।
হব কল্পতরু আজি,
যাহা বাঞ্ছা করিবে যে জন—
অকাতরে করিব অর্পণ ;
এসো প্রার্থী—কে আছ কোথায়,
এসো গো ত্বরায়—বাঞ্ছ যাহা—অর্পিব এখনি।

(মায়ার প্রবেশ।)

মায়া।—জয় হোক্—জয় হোক্—মহারাণী !
আসিয়াছি আমি,
দাও—দাও—ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও—
ভিক্ষা পাত্র মম—পূর্ণ কর রাণী !

মেনকা।—এস সাথে, দিব ধন,
পার যত করিতে বহন।

মায়া।—ধন ! অর্থ ! তুচ্ছ গণি রাণী।
ধন নাহি চাই—
ধন হেতু আসিনি হেথায় ;
চিতাভস্ম ! চিতাভস্ম !—চিতাভস্ম চাই !
রাণী ! রাণী ! এনে দাও—শ্মশানের ছাই—
পাত্র ভ'রে নিয়ে চ'লে যাই।

মেনকা।—একি ভয়ঙ্কর বাণী—কহ ভিখারিণী!
শুনিয়া আতঙ্কে মরি!
হের অঙ্গ উঠিছে শিহরি!
একি রঙ্গ—ভীষণা রঙ্গিণী!

মায়া।—রঙ্গ নয়—রঙ্গ নয় রাণী—
শ্মশানচারিণী আমি—
পশেছি শ্মশানে।
শ্মশানের ছাই কেননা মিলিবে হেথা?

মেনকা।—আরেরে পাষাণী!
শ্মশান কাহারে বল?
উন্মাদিনী সম একি রে আচার তোর?
গৃহীর ভবনে ভস্ম কর অন্বেষণ!

মায়া।—গৃহীর ভবন! নহে—নহে—শ্মশান ভীষণ!
এই তো শ্মশান!
শ্মশানের ছবি হেরি চারিধারে,
শ্মশানবিহারী বিরাজে যথায়—
শ্মশান তথায়!
হের হের শ্মশানের দৃশ্য সমুদায়,
শোভা পায়—চিতার অঙ্গার চারিধারে;
চত্বরে চত্বরে হের ভস্ম শ্মশানসম্ভূত,
অস্থিখণ্ড কর নিরীক্ষণ,
অহিগণ বিরাজে শ্মশানে,—

হের ফণী-ফণা পদ্ম সম শোভিছে সহস্র ;
হের ছায়া—বিকাশিয়া প্রেতকায়া—
শূন্যে শূন্যে করিছে ভ্রমণ,
হের পুনঃ ভীমমূর্ত্তি ভূতপ্রেতগণ—
বীভৎস বদন—অট্টনাদে কাঁপায়ে গগন—
আগমন করিছে হেথায় !
শ্মশান আবার কোথায়—
এই তো শ্মশান !
ওই—ওই—আসে প্রেতগণ,
শোনো শোনো তর্জ্জন গর্জ্জন,—
দিব্য নেত্রে কর নিরীক্ষণ।
তবু বল গৃহীর ভবন !
নয়ন কি খুলিল এবার !
হের—হের—শ্মশান—শ্মশান চারিধার।　[প্রস্থান।

মেনকা।—য়ঁ্যা—একি ! একি !

(ভূতগণের প্রবেশ।)

ভূতগণ।—হর হর বোম্ বোম্ ! শিব শিব শম্ভু মহাদেব !

১ম ভূত।—ওরে—এই হচ্ছে আমাদের বাবার শ্বশুরবাড়ী !—চল্ এবার বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

২য় ভূত।—বাবা আমাদের এই বেশে দেখলে ভারী খুসী হবে—কত আদর করবে।

৩য় ভূত।—শুধু আদর ! বাবা অমনি দুহাত তুলে—আমাদের

সঙ্গে ধেই ধেই নাচ জুড়ে দেবে।—শ্মশানে বাবাকে ঘিরে সেই নাচের ঘটা মনে আছে তো?

৪র্থ ভূত।—তা আর মনে নেই! কিন্তু অনেকদিন আর তেমন নাচ নাচা হয়নি, আজ নাচতে হবে। বাবা আমাদের ছেড়ে শ্বশুরবাড়ীতে এসে বাস করছেন,—আর আমরা কি না এতদিন বাবাকে ছেড়ে ছিলুম!

১ম ভূত।—তারজন্য আর দুঃখ কি! সে আপশোষ এবার সুদে আসলে পুষিয়ে নোব!—বাবা যেখানে থাকে, আমরাও সেইখানে উড়ে এসে জুড়ে বসি,—একদিনেই সেখানকে শ্মশান ক'রে ফেলি!—চল্—এখন বাবাকে খুঁজে নিই চল্—

সকলে।—চল্—চল্—আর মুখে বল্—বোম্ বোম্ বোম্ ভোলা! [প্রস্থান।

মেনকা।—য়্যাঁ! একি দৃশ্য হেরিনু নয়নে!

ভবনে কি আছি আমি—
অথবা শ্মশানে!
নহে মিথ্যা—সত্য কথা কহিল রমণী;
শ্মশানে রয়েছি আমি,
শ্মশানের ছবি করি নিরীক্ষণ;
এই চক্ষে করিনু দর্শন—
শ্মশানের ভূত প্রেতগণ
আগমন করিল আলয়ে!
উঃ কি ভীষণ নৃত্যলীলা—

নরমুণ্ড লয়ে করে খেলা,
ভোলানাথ সনে নৃত্যসাধ করে পুনরায়!
এই নিচাশয় প্রমথনিচয়—শিব সহচর!
ইহা কি সম্ভব হয়?
অসম্ভব কেমনে বা বলি!
শিব পাশে ছুটিল সকলে,
শিবের সজন এরা মম মনে লয়!
যদি তাই হয়—
যদি দেখি পিশাচ নিচয়
আদরে আশ্রয় পায় শিব সন্নিধানে,
বুঝিব তাহলে—
দৈব বলে শিব কভু নহে বলীয়ান,
কুহকের বলে—পিশাচের ছলে
অবহেলে ছলিয়া রাজায়—
উমায় করেছে লাভ!
সেই দণ্ডে অনর্থ বাধাব,
দণ্ড দিব কুহকীরে,
তাড়াইব আলয় হইতে;
কোন মতে ভবন আমার
করিব না ভীষণ শ্মশান—
শ্মশানের ভূতগণে দানিয়া আশ্রয়। [প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

হিমালয়,—প্রাসাদ কক্ষ।

উমা।

উমা।—আবার আমি একি কঠিন সমস্যায় পড়লুম! পিত্রালয়ে আবার যে আমার জগৎপূজ্য পতির নিন্দার সূচনা হচ্ছে! মনে পড়ে—জন্মান্তরে সতী-রূপে পতিনিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেছিলুম,—তার ফলে ঘোর অঘটনের নিমিত্ত ভাগিনী হয়েছিলুম! আবার কি হিমালয়ে পতিনিন্দা শুনে সেই অঘটন ঘটাব! না না—এবার আর প্রলয়ের সে ভীম বিষাণ বাজতে দোব না; পতি পরমগুরু, মাও যে আমার মহাগুরু; পতিগুরুর নিন্দার জন্য মাতৃ-গুরুর মনে ব্যাথা দোব কেমন ক'রে! তার চেয়ে আর যাতে আমাকে নিন্দা শুনতে না হয়, তারই উপায় করবো। পিত্রালয়ে থাকায় আমার দোষ হয়েছে; আজই আমি এ আলয় পরিত্যাগ করবো,—একদণ্ডও আর এখানে থাকবো না। তখন না বুঝে—শ্মশানবাসী স্বামীকে নিয়ে পিত্রালয়ে এসে—আমি বড় অন্যায় করেছি; এখন তারই ফলভোগ করতে হচ্ছে। পিত্রালয় কন্যার বড় সুখের—বড় আনন্দের আলয়, কিন্তু চিরদিন থাকবার নয়; দীর্ঘকাল এখানে বাস করলে, মহা-সুখেও গরল ওঠে! এখন থেকে কন্যা যেন পিত্রালয়ে না থাকে,—থাকলেই আমার মতন নিন্দাভাজন হবে; পিতা ভাল, পিত্রালয় ভাল, কিন্তু বাস করবে না,—পতির

আশ্রয়ে থেকে পিত্রালয়ের সংবাদ শুনেই তুষ্ট থাকবে ;— তীর্থের মত কখনো কখনো পিত্রালয় দর্শন করতে আসবে। এই তুদিনের দেখা শুনায় যে আনন্দ পাওয়া যায়, চির অবস্থানে তেমন আনন্দ কোথায় ? না—আর নয় ; তাহলে আবার কাঁদব—আবার হারাব—আবার নিমিত্তভাগিনী হব !—ওই বাবা আসছেন,—আমাকে দেখলেই বাবা আমার মর্ম্মব্যথা বুঝতে পারবেন।

(গিরিরাজের প্রবেশ।)

গিরি।—উমা, তোমাকে আজ এমন বিষন্ন দেখছি কেন মা, সদানন্দ-ময়ী তুমি, আনন্দ আর হাসি নিয়েই তুমি এই অন্ধকারময় হিমালয়ভূমি আলো ক'রে রেখেছো ; আজ তোমার মুখে সে হাসি নেই—সে আনন্দ নেই ;—কেন মা, এর কারণ কি ?

উমা।—বাবা, শৈশব থেকে হাসি আর আনন্দ নিয়েই আছি, ভাগ্যফলে সদানন্দ স্বামীর সহধর্ম্মিণী হয়েছি ,—পিত্রালয়েই অবস্থান করছি ; তুঃখের কোনো কারণ ছিল না ;—কিন্তু—

গিরি।—চুপ করলে কেন, বল ; কিছু হয়েছে নিশ্চয় ;— বল মা—সব প্রকাশ ক'রে বল ; তোমাকে কন্যারূপে পেয়ে আমরা পুণ্যলাভ করেছি, নানা লক্ষণে—নানা সাধকের বচনে জেনেছি যে জননী—আদ্যাশক্তি তুমি ; কিন্তু সংসারীর ভবনে অবতীর্ণ হয়ে তুমি তোমার দৈবীশক্তি ভুলে আছ ! বল মা—কি হয়েছে বল।

উমা।—বাবা, আর কি বলব ! বলতে কষ্ট হয়—মাথা নীচু

হয়ে যায়!—পিত্রালয়ে বসে মেয়ে যে কথা শুনলে, মৃত্যু কামনা করে—আমি তাই শুনেছি। বাবা! আমি স্বকর্ণে পতিনিন্দা শুনেছি! এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আমার আর কি হতে পারে!

গিরি।—কি বললে—পতিনিন্দা শুনেছ! তোমার পতিনিন্দা! দেবাদিদেব মহাদেবের নিন্দা! আমার আলয়ে! আমার আলয়ে! একি সম্ভব! একি সম্ভব!

উমা।—অসম্ভব নহে পিতা,

মিথ্যা কথা নাহি কহে দুহিতা তোমার!
হের—জননী আসিছে হেথা,
সব কথা স্বকর্ণে শুনিবে,
প্রত্যয় মানিবে,
স্তব্ধ হবে জামাতার নিন্দা শুনি!
যে কাহিনী একবার শুনেছি শ্রবণে—
যদি পরক্ষণে পুনঃ তাহা শুনি,
সতীসম মরিব তখনি;—যাই আমি;
কিন্তু পিতা, জানিয়ো নিশ্চয়—
আর নাহি রহিব হেথায়,
চলে যাবো স্থানান্তরে—
রব অনাহারে—অন্নজল তবু না লইব হেথা;
ওই আসে মাতা—সুধাও তাঁহারে,
আমারে ক'রনা নিবারণ। [প্রস্থান।

গিরি।—একি প্রহেলিকা।

কন্যা ধায়,—উন্মাদিনীপ্রায় আসে রাণী ;

না জানি কি সর্ব্বনাশ হইল আমার!

(মেনকার প্রবেশ।)

কহ রাণী, কি সংবাদ? কি হয়েছে?

মেনকা।—গিরিরাজ!

প্রমাদ পড়েছে রাজপুরে,

জামাতারে এখনি তাড়াও!

গিরি।—হা—দুর্ভাগ্য!

গিরিরাণী—উন্মাদিনী আজ!

উমা—উমা—ফিরে আয়—

দেখে যা হেথায়—

উন্মাদিনী মাতা তোর!

মেনকা।—উন্মাদিনী কাহারে কহিছ রাজা।

উন্মাদিনী নহে তব রাণী,

শোনো রাজা—

জামাতা তোমার—

নহে দেবতার অবতার,

অতি হেয় পিশাচ আকার,

সঙ্গী তার—প্রেতদল—পিশাচ সকল,

লয়ে সে ভীষণ দল বল—

করিছে তাণ্ডব নৃত্য আমার সোণার পুরে

তাড়াও এখনি তারে—
দূর করে দাও,
সদর্পে জানাও—
এ নয় শ্মশানভূমি—রাজার ভবন।

গিরি।—হায় রাণী,—
নহ তুমি শুধু পাগলিনী—
অভাগিনী—পাপিনী ভীষণা!
নহে বলনা-বলনা,
হেন ছন্নমতি তব হবে কি কারণ!
নিন্দার অতীত যিনি—
আশুতোষ, স্বয়ম্ভু, ঈষাণ—
নটনাথ, নটেশ, নর্ত্তক,
যাঁর নৃত্যে—নৃত্যের বিকাশ বিশ্বে,
তাঁর নৃত্যলীলা হেরি,
নাহি ধন্য মানি আপনারে—
ঘৃণার উদয় হল অন্তরে তোমার!
ভূত প্রেত ভৈরব নিচয়—
যাঁরে করিয়া আশ্রয়,
ধ্বংস অভিনয় করে চরাচরে,
ভূতভাবন ভূতনাথ পরমেশ যিনি—
পিশাচ আকার রাণী বলিছ তাঁহারে!
বার করে কার কন্যাদান,

মোরা ভাগ্যবান,
দেবতুল্য সম্মান লভেছি ভূমণ্ডলে,
সর্ব্বদেব পদধূলি পড়েছে আলয়ে,
সেই সর্ব্বদেবময় বিশ্বনাথ মহেশ্বরে
তাড়াইতে চাও রাণী আলয় হইতে!
হায় রাণী, তব মুখে শিবনিন্দা শুনি,
উমা আর রবে না হেথায়,
চলে যাবে স্থানান্তরে
জানিয়ো নিশ্চয়।

মেনকা।—থাক্! থাক্!
জানা আছে জামাতার যোগ্যতা কেমন!
স্থানান্তরে যাবে! স্থান কোথা পাবে!
শ্মশান আলয় যার,
ভুজঙ্গ সম্বল, প্রেতদল সহচর,—
হেন যোগ্য বর—ভাগ্যবলে ঘটেছে উমার
কোথা তার স্বামীর সংসার!
অভিমান সাজে না তাহার।

গিরি।—হায় অভাগিনী,
পারনি চিনিতে তুমি—
কন্যা-জামাতায়!
কন্যা তব জগন্ময়ী জগজ্জননী—
শিববলয়িতা আদ্যাশক্তি কুণ্ডলিনী,

শিব-শক্তি মিলিতাঙ্গ বিধির বিধানে।
শিব কভু নহে নিরাশ্রয়,
সর্ব্ব বৈচিত্র্যের পরিণাম
যথায় সাধিত হয়,
সৃষ্টি যথা হয় একাকার—
জেনো সেথা শিবের আলয় ;
মৃত্যুরূপ নাগকুল করি অঙ্গ-আভরণ—
শিব ত্রিলোচন—
করেছেন মরণে বিজয়,
তাই তিনি মৃত্যুঞ্জয় রাণী!

মেনকা।—বুঝিয়াছি আমি,
মুগ্ধ তুমি পিশাচ-মায়ায়—
তাই আজ হিমালয়—
ভূতপ্রেত পিশাচ আশ্রয়!
সৃষ্টি যথা হয় একাকার—
যাক তথা জামাতা তোমার,
ভূত লয়ে আমার আলয়ে
কভু তারে দিব না থাকিতে,
কশাঘাতে তাড়াইব সবাকারে। [প্রস্থান।

গিরি।—হায়! হায়! এ কুমতি—
কে দিল উহারে!
শিবনিন্দা শুনি—স্তব্ধ আমি,

মনে পড়ে প্রজাপতি দক্ষের
নিগ্রহ কথা!
উমা মোরে ত্যজিবে নিশ্চয়,
হিমালয়ে হর-গৌরী কভু না রহিবে,
মনোদুঃখে গিরিবাসী
করিবে রোদন,
অদৃষ্ট-লিখন—নাহি জানি
আরো কি ভীষণ আছে!
দেখি—রাণীরে বুঝায়ে
পারি যদি ফিরাতে উমায়। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক!

প্রাসাদ বহির্ভাগে—বিল্ব-মঞ্চ।
বিল্বতলে বেদীর উপর মহাদেব আসীন,
সম্মুখে ভূতগণ দণ্ডায়মান।
(ভূতগণের গীত ও নৃত্য)

শুধু বাবা ভালবাসে।
যা সবাই ফেলে দেয় বাবা তাই তুলে নেয়,
নিয়ে কত হাসে॥
সোণাদানা মুক্তো মণি পরে তো সবাই,
বাবার গলায় হাড়ের মালা—গায়ে মাখা ছাই,
আমরা যদি কারুর কাছে যাই, গিয়ে অমনি তাড়া খাই,
স্থান দিতে কেউ নাই,-
আবার বাবার কাছে এলে—বাবা পাশে নিয়ে বসে,
শুয়ে বাহু তুলে নাচে, বাবা মোদের এমনি ভালবাসে॥

মহাদেব।—মুগ্ধ আমি বৎসগণ, তোদের নর্ত্তনে ;
নৃত্য হেরি—নৃত্যসাধ জাগে পুনরায়,
মনে পড়ে—নটনাথরূপে
সেই তাণ্ডবনৃত্যের কথা ;
যে নর্ত্তনে—নৃত্যলীলা
প্রচার হইল ভূমণ্ডলে,
নৃত্যকালে উর্দ্ধমুখে জটাজুট মধ্যহতে
চারিদিকে বহুধারে ছুটিল জাহ্নবি,
নৃত্যবেগে ধক্ ধক্ অগ্নিশিখা
উঠিল জ্বলিয়া—উত্তাপ বিকীর্ণ হল
জগতের জীবনী-শক্তির মূলে !
আজি হিমালয়ে—
সেই নৃত্যের বিকাশ করিব পুনরায়,
হিমালয় বিমুগ্ধ হইবে,
জীবচয় পুলকে মাতিবে,
শিবের তাণ্ডবে তৃপ্ত হবে ত্রিভুবন।

(উমার প্রবেশ)

উমা।—ক্ষ্যান্ত হও ত্রিলোচন ;
রাখ প্রভু, আমার বচন—
নৃত্য-আকিঞ্চন কর পরিহার !
হের পদতলে—
উমা তব আদরিনী !

মহাদেব।—শিব-সাধে আজি,
বাদ কেন সাধিলে শিবানী।
বহুদিন পরে ভক্ত সব
আসিয়াছে আমারে ভেটিতে,
নৃত্যদানে তুষিতে তাদের
করিয়াছি আকিঞ্চন;
নিবারণ কেন তাহে করিলে ঈশানী!

উমা।—হে ঈশান!
কি না জান তুমি!
তব ভক্ত যারা—পুত্র মম তারা,
পতি পুত্র সম্মুখে আমার,
পতি পুত্র-পাশে প্রকাশিব মর্ম্মব্যথা;
প্রভু, পিত্রালয়ে আর না রহিব,
পিতৃঅন্ন আর স্পর্শ না করিব,
অনাহারে রব—বৃক্ষতল আশ্রয় করিব,-
কি আর বলিব—
সর্ব্বজ্ঞ তো তুমি,
পতিনিন্দাস্থলে—
সতী কি তিষ্ঠিতে পারে আর?

মহাদেব।—(শিহরিয়া—স্বগতঃ)
সেই! সেই! আবার অতীত স্মৃতি
জাগে হৃদি মাঝে।

নিন্দাসনে শিবভাগ্য গাঁথা,—
মহাসুখে প্রমাদ ঘটে বা বুঝি!

১ম ভূত।—নিরুত্তর কেন পিতা!
শুনে মার কথা—প্রাণে বাজে ব্যথা;
তব নিন্দা মাতা না শুনিবে,
পুত্রগণ সহ্য না করিবে!
নিন্দুকেরে দণ্ডিব এখনি,
দক্ষ-যজ্ঞ-পণ্ড-কথা—
এখনো ভুলিনি!
বল মা, নিন্দুক কেবা?

অন্যান্য ভূতগণ।—বল মা—বল মা—নিন্দুক কেবা!

মহাদেব।—স্থির হও ভক্তগণ,
নাহি কর বৃথা আস্ফালন!
গৌরী! বুঝিয়াছি—
বুঝিয়াছি সংঘটিত যাহা!
বল তুমি—
এখন কর্ত্তব্য কিবা।

উমা।—প্রভু!
পিতার আলয় ত্যজি এসেছি হেথায়,
পিত্রালয়ে ফিরিব না আর।
যাব প্রভু, তোমার আলয়ে,
সঙ্গে লয়ে চল মোরে;

এই স্থানে তিলেক রহিতে
নাহি মন !

মহাদেব।—হে শঙ্করী !
আমি যে শ্মশানচারী,
নির্দ্ধারিত বাসভূমি
নাহি তো আমার !
কোথা যাব—কোথায় আশ্রয় পাব ?
রাজকন্যা তুমি—
আমি তব হতভাগ্য স্বামী !

উমা।—এ কি কথা কহ শূলপাণি !
তুমি ত্রিভুবনস্বামী—
দেবগণ তোমার আদেশবাহী ;
তুমি নিরাশ্রয়—ইহা কি সম্ভব হয় ?

শিব।—শোনো শিবসিমন্তিনী,
কৈলাসে আমার, ছিল সাধের আগার,
সতীরে হারায়ে
ছাড়িয়াছি সে সুখভবন,
কাঁদে অভিমানে কৈলাস এখন,
প্রাণ কাঁদে পদার্পণ করিতে তথায় ;—
সতীহারা হয়ে—হয়েছিনু শ্মশানবিহারী,
তারপর তোমারে শঙ্করী,
করি হৃদয়-ঈশ্বরী—

হিমালয়ে করিতেছি অবস্থান!
অবিমুক্তপুরী বারাণসী ধাম—
মমতরে সৃষ্টিধর করিল নির্ম্মাণ;
ভক্ত তথা করে অধিষ্ঠান
তপের প্রভাবে!
ত্রিজগতে আর কোথা আছে মম বাসস্থান!
হের ফণী মম অঙ্গের ভূষণ,
বাঘাম্বর করে লজ্জানিবারণ,
স্বজন—প্রমথগণ,
আমি তব হতভাগ্য স্বামী!
রহ প্রিয়ে পিত্রালয়ে,
আমি যাই স্থানান্তরে,
পতিনিন্দা আর না শুনিতে হবে।

উমা।—এ আদেশ ক'রনা দাসীরে,
দীনতার পরিচয় কেন দাও প্রভু?
ওই বাঘাম্বর—ভুজঙ্গভূষণ—করি দরশন,
পতিরূপে নির্ব্বাচন করেছি তোমায়;
চাহি শুধু করুণা তোমার,
নাহি চাই ঐশ্বর্য্য পিতার;
তব সনে শ্মশানে ভ্রমিব,
তরুতল আশ্রয় করিব,
পিত্রালয়ে তবু না পশিব পুনরায়।

মহাদেব।—থাক থাক সেই ভাল ;
শিবের সর্ব্বস্ব তুমি—নয়নপুতলি,
কাজ নাই প্রাণেশ্বরী
পিত্রালয়ে করি অবস্থান।
রহ এইস্থানে—
শঙ্করের সাধনা-মন্দির ইহা ;
এই স্থানে—দহিল মদন,
শিব-শক্তি-সম্মিলন
হয় এই স্থানে ;
সিদ্ধ স্থান, পুণ্য স্থান,
প্রেম ভক্তি স্নেহ প্রীতি—
হেথা মূর্ত্তিমান।
যাওহে প্রমথগণ !
নিসম্বল শঙ্কর এখন,
অন্নহীন, গৃহ হীন, উপায় বিহীন ;
যাওহে শ্মশানে,
আমি এবে নিরাশ্রয়—
অক্ষম আশ্রয় দানে !
ছিলাম শ্মশানচারী,
পরে শ্বশুরের ভবন বিহারী,
এইবার সাজিব ভিখারী—
পতি-পত্নীর উদর পূরণ তরে।

গৌরী! গৌরী! ভিক্ষাঝুলি দাও—
ভিক্ষায় যাইব—ভিক্ষা মাগি
এখনি ফিরিব,—দাও গৌরী—
ভিক্ষা ঝুলি বেঁধে দাও!

উমা।—হায় প্রভু!
কেমনে ভিক্ষায় যাবে তুমি!
প্রাণ কাঁদে—

মহাদেব।—কেঁদনা কেঁদনা গৌরী—
বিধিলিপি ইহাই শিবের।
নিগুর্ণ অক্ষম আমি—
ভিক্ষায় সক্ষম শুধু!
নিন্দায় আমার বড় ভয়!
পিতৃ অন্ন ক'র না গ্রহণ,
ফিরায়োনা সেদিকে নয়ন,
ভিক্ষা উপার্জ্জন—
করিব নগর হতে,—
শ্রেয়ঃ তাহা—সুখ তাতে,
নিন্দা তো হবে না তায়;—
দাও গৌরী—ভিক্ষা ঝুলি দাও মোর হাতে

উমা।—প্রভু! ভিক্ষা হেয় অতি,
ঘৃণা করে ভিক্ষুকে সকলে;
প্রাণ কাঁদে—ভিক্ষা-সাধ শুনি।

মহাদেব।—ভিক্ষা হেয় অতিশয়,
কে বলিল প্রিয়ে এ কথা তোমায় ?
ভিক্ষা হেয় নয়—বড় উচ্চ বাণী,
ভিক্ষা শব্দ পবিত্র ভূতলে ।
নিজের কামনা হেতু,
কিম্বা সিঞ্চিত রাখিতে কিছু—
হয় নাই ভিক্ষার সৃজন,
প্রাত্যহিক অন্নের সংস্থান—
করিবে ভিখারীজন
প্রত্যহ ভিক্ষায় ;
হয় তাহে জগতের কল্যাণ সাধন !

উমা।—করি ভিক্ষা-উপার্জ্জন,
হবে কিবা—
জগতের কল্যাণসাধন প্রভু ?
না পারি বুঝিতে কিছু !

মহাদেব।—সে কথা বুঝিবে ভবিষ্যতে ;
হইল সময়—
বুঝাব তোমায় প্রিয়ে,
ভিক্ষা হেয় নয়,
জীবের কল্যাণতরে ভিক্ষার সৃজন ;
ইহারি কারণ—
যাব আমি ভিক্ষা আহরণে ;

দিওনা—দিওনা বাধা,
ভিক্ষা—ঝুলি দেহ মোরে।
১ম ভূত।—সেজোনা—ভিখারী পিতা,
জাননাকি জীবের দুর্দ্দশা কিবা
জগতে এখন ?
ক্ষুধাতুর জীবগণ—
করে অনাহারে কাতর রোদন,
অন্নদাও—অন্নদাতা, বলে সর্ব্বজন,
জগতের পিতা তুমি,
জীবগণ সন্তান তোমার—
অন্নতরে করে হাহাকার ;
পিতা হয়ে তুমি যদি—
সাজহে ভিখারী,
তবে অনাহারী সন্তানে তোমার,
কে দেবে আহার পিতা ?
প্রাণ তারা ধরিবে কেমনে ?
মহাদেব।—আহা-হা—অনাহারী তারাও এখন !
অন্ন তরে করিছে রোদন !
আমারে করিছে আবাহন !
যাওহে প্রমথগণ,
জীবগণে দাও আশ্বাসবচন—
ত্রিলোচন করি ভিক্ষা আহরণ,

অন্নকষ্ট নিবারণ করিবে সবার!
গৌরী! গৌরী! এনে দাও
ভিক্ষার আধার—

২য় ভূত।—প্রভু!
ভিক্ষার আধার,
কোন্ প্রাণে দিবে মাতা তোমার শ্রীকরে!
হয়ে বিশ্বপতি—ভিক্ষার বাসনা যদি,
লহ হে আধার—স্কন্ধে বাঁধ এই ঝুলি,
ওহহ—প্রাণ ফাটে—হেরি ভিখারীর সাজে
বিশ্বঅধিকারী!

মহাদেব।—সাধু! সাধু! বেঁধে দাও—স্কন্ধে ঝুলি!
হের গৌরী! ভিক্ষা ঝুলি ধরি—
সেজেছে কেমন আজি ভিখারী শঙ্কর!
এই বেশে যাব দ্বারে দ্বারে—
সকাতরে বলিব চীৎকার করি—
ভিক্ষাং দেহি—ভিক্ষাং দেহি!
রহ গৌরী—সাবধানে,
ভিখারী শঙ্কর চলে ভিক্ষা-আহরণে;
শঙ্কর সর্ব্বস্ব তুমি—
ভিখারীর প্রধান সম্বল,
অন্তর চঞ্চল হয় তোমা ছাড়া হ'তে!—
চক্ষুপ্রান্তে ফুটে ওঠে—থাক্—

যাওহে প্রমথগণ !
জীবগণে দাও আশ্বাস বচন,
ক'রনা বিলম্ব হেথা ;
গৌরী ! গৌরী ! মন যে বোঝেনা—
তোমার সুসঙ্গ ছাড়া হইনি কখনো,
তাই বুঝি হয় মন কাতর এখন,
প্রাণ বুঝি তাই হয় এত উচাটন,
শত বাধা—তাই বুঝি প্রিয়ে—বাদী হয় পদে !
কেঁদোনা কেঁদোনা গৌরী—
কাঁদনি তো কখনো শঙ্করী,
কেঁদে কেন কাঁদাও আমায় !—
যাও হে প্রমথগণ !
নেত্র কেন করিয়াছ আচ্ছাদন !
কেন এ রোদন !
একি ভবিতব্য ! কিম্বা বিধিলিপি !
দূর হোক আকর্ষণ—
গৌরী ! গৌরী ! এইবার বাঁধিয়াছি মন,
থেকো সাবধানে প্রিয়তমে,
ভিখারী শঙ্কর চলে ভিক্ষার সন্ধানে !

উমা।—হায় প্রভু ! কে তোমারে সাজালে ভিখারী !

(চক্ষে হস্ত দিয়া উপবেশন)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অবিমুক্তেশ্বরের পীঠস্থান।

লীলাবতী।

লীলাবতী।—ভাবতুম—এই স্থান এখনো প্রচ্ছন্ন আছে ; কিন্তু তা তো নয় ; রাজবয়স্য অগ্নিবিন্দু এস্থানের সন্ধান পেয়েছে ; ব্রাহ্মণ নিত্য এইখানে আসে ! সে কি তবে অবিমুক্তেশ্বরের সন্ধান পেয়েছে ? তা যদি পায়—তাহলে এ মূর্ত্তির অস্তিত্ব রাখা অসম্ভব হবে ; রাজবয়স্য অগ্নিবিন্দু রাজার চেয়েও শিবদ্বেষী।—প্রতি রাত্রেই ঠিক এই সময় সে এখানে আসে ; কিন্তু যাতে আর না আসে—আজ তারই উপায় করেছি। শুনেছি—অগ্নিবিন্দু বড়ই ভীরু,—তাকে ভয় দেখান কঠিন নয় ! তাই আমার সহচরীদের প্রেতিনী সাজিয়ে আজ ব্রাহ্মণকে ভয় দেখাবার আয়োজন করেছি ! একবার ভয় দেখাতে পারলে—এখানে প্রেতিনীরা ঘুরে বেড়ায়—জানতে পারলে, ব্রাহ্মণ আর কখনো এখানে আসবে না ; আমারও আতঙ্কের আর কোনো কারণ থাকবে না।—ওই সহচরীরা সজ্জিত হয়ে আসছে, ওদের এখন অন্তরালে ব্রাহ্মণের প্রতীক্ষা করতে বলিগে। [প্রস্থান।

(অগ্নিবিন্দুর প্রবেশ)

অগ্নিবিন্দু।—না—এ সুন্দর জায়গাটা আর লুকানো থাকছে না দেখছি! রাণী বেটী এর সন্ধান পেয়েছে,—রোজ রাত্রেই এখানে চরা করতে আসে! রাজার যখন অমন দুর্ম্মতি, তখন রাণীর যে খুবই সুমতি, তা তো মনে হয় না! যদি রাণী এই পীঠস্থানের কথা জানতে পারে—তাহলে কখনই তা গোপন রাখবে না; মেয়ে মানুষের জিব্‌গুলো লুকানো কথা বলবার জন্য লগ্‌লগ্‌ করে বেড়ায়!—কাজেই রাণীও কথাটা গোপন রাখতে পারবে না—বলে ফেলবেই! তার ফলে সখার কৃপায় এই পীঠস্থান একদিনেই তাঁর আরামের বাসস্থান হবে—পীঠের চিহ্নও থাকবে না! তা ছাড়া—রাণী যখন রোজ রাত্রেই এখানে আসতে আরম্ভ করেছে,—তখন আমার পক্ষেও একটু আশঙ্কার কারণ হয়েছে! এখন, রাণীর এদিকে আসা বন্ধ করতে হবে। আজ রাণীকে ভয় দেখাব মনে করেছি; রাণী এখানে এলেই—কাপড় মুড়ি দিয়ে—তফাত থেকে মাথা নাড়তে আরম্ভ করবো,—তাহলে ব্রহ্মদত্যি মনে করে রাণী চোঁচা দৌড় দেবে, ভুলেও কখনো আর এপথ মাড়াবে না! ওই না খুস্‌ খুস্‌ শব্দ হচ্ছে! রাণী বুঝি আসছে, দেখি;—ওরে বাবা! রাণীর বদলে ওরা কারারে! য়্যা-য়্যা-ওকি দেখছি রে!—ভয় দেখাতে এসে আমাকেই বুঝি ভবধাম ছাড়তে হয়!

(প্রেতিনী সজ্জায় রাণীর সহচরীগণের প্রবেশ।)

অগ্নি।—বিষ্ণু! বিষ্ণু! বিষ্ণু!

সহচরী।—হুঁম্ হুঁম্ হুঁম্—

অগ্নি।—আরে বাপ্! আবার যে হুম্ হুম্ করে!—জানতুম—বিষ্ণুর নামে ভূত দেশ ছেড়ে পালোয়,—এরা যে আরো এগোয় দেখছি!—ওরে বাবা—এখন করি কি—

সহচরীগণ।—হুঁম্—হুঁম্—হুঁম্—

অগ্নি।—হুঁ—আমিও গেলুম! প্রাণ কণ্ঠায় এসে উঠেছে,—জিব্‌টাও পেটের ভেতর নেমে চলেছে! ওরে বাবা—ক্রমেই যে এগিয়ে আসছে!—জয় বিষ্ণু! জয় বিষ্ণু! জয় বিষ্ণু!

সহচরীগণ।—হুঁম্—হুঁম্—হুঁম্—

অগ্নি।—দোহাই বাবা—পাতলা হও—আর এগিয়ো না;—পুরুষ ভূত বিষ্ণুর নাম শুনে পালায়,—মেয়ে ভূত নাম শুনে ক্রমেই এগোয়।

সহচরীগণ।—হুঁ—হুঁ—হুঁম্—হুঁম্ হাঁম্ হুঁম্—(নৃত্যাভিনয়)

অগ্নি।—ওরে বাবা, আবার নাচে যে!—ওঃ—এগিয়ে আসছে—আরো কাছে আসছে—আমায় ঘিরতে আসছে!—ওরে বাবা—গেলুম—গেলুম—

সহচরীগণ।—হুঁম্ হাঁম্ হুঁম্—হুঁম্ হাঁম্ হুম্—হুঁম্ হাঁম্ হুঁম্—

(অগ্নিবিন্দুকে বেষ্টন পূর্ব্বক নৃত্য)

অগ্নি।—গেলুম—গেলুম—মরলুম—কে আছ বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও—

নেপথ্যে দিবোদাস।—ভয় নাই! ভয় নাই! রক্ষাকর্ত্তা রাজা আছে!

সহচরীগণ।—ওরে—রাজা—রাজা—পালিয়ে চল্—পালিয়ে চল্—পালিয়ে চল্— [প্রস্থান।

অগ্নি।—য়্যাঁ—গেছে—গেছে—পালিয়ে গেছে! দেখি চোখ চেয়ে—হাঁ গেছে বটে—সত্যই গেছে! কিন্তু প্রাণে যে একটু ধোঁকা দিয়ে গেল! কইছিল নাকি সুরে কথা,—কিন্তু যাবার সময় তো বেশ সোজা কথা ব'লে পালিয়ে গেলো! বিষ্ণুর নামে ভয় পেলে না—রাজার হাঁক শুনে পালিয়ে গেল!—থাক্, এ ভাবনা পরে ভাববো, এখন আমাকেও পাতলা হতে হবে,—ওই যে রাজা ছুটে আসছে—রাজার সঙ্গে কিছুতেই এখন সাক্ষাৎ করা হচ্ছে না; ঐ ঝোপের আড়ালেই এখন গা ঢাকা দেওয়া যাক্!

(দিবোদাসের প্রবেশ)

দিবো।—কে আর্ত্তনাদ করছিলে! উত্তর দাও,—কে তুমি ভয়ার্ত্ত—আত্মপ্রকাশ করো,—রক্ষাকর্ত্তা কাশীপতি স্বয়ং উপস্থিত; নিগ্রহকারী—বিধাতা হলেও তার নিস্তার নাই;—নীরব কেন—উত্তর দাও!—নিরুত্তর! কেউ তো উত্তর দিলে না,—আর্ত্তনাদকারী তো আত্মপ্রকাশ করলে না? এর কারণ কি! একি ভৌতিক কাণ্ড!—রাণী লীলাবতীর গতিবিধি লক্ষ্য করতে এসে ভয়ার্ত্তের আর্ত্তনাদ শুনলেম,—রাজা আমি—অভয় দিতে বাধ্য

হলেম ;—কিন্তু তার পর সব স্থির! রাণীও হয়তো এই অবসরে অন্তর্দ্ধান করেছে! কিন্তু কোথায় যাবে? কোথায় পালাবে? কোথায় সে আত্মগোপন করবে? রাজা দিবোদাসের শ্যেনদৃষ্টি অতিক্রম করে কার সাধ্য! এখনই আমি এ রহস্যের মূল উদ্‌ঘাটন করবো—এ প্রহেলিকা চূর্ণ করবো। [প্রস্থান।

(লীলাবতীর প্রবেশ)

লীলা।—মহাবিপদে পড়েছি! ব্রাহ্মণকে ভয় দেখাতে এসে নিজেই ভয়ে অধীরা হয়েছি! কি করি! রাজা চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করছে,—এখনি আমাকে দেখতে পাবে,—দেখে স্তম্ভিত হবে! রাজাকে কি বলবো—কি বলে বোঝাব! ওই রাজা আসছে!—অদূরে আমার ইহপরকাল স্বামী, অন্তরে আমার স্বামীভক্তি ; আমি এখন পুত্তলিকা মাত্র ; ভক্তি আমার সহায় হও—আমার সঙ্কট মোচন করো!

(দিবোদাসের প্রবেশ)

দিবো।—এই যে—এই যে, কে তুই এখানে! উত্তর দে—কে তুই! এ কি! রাণী! রাণী!—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! কাশীপতির সহধর্ম্মিনী—রাজবংশের শুদ্ধান্তশোভিনী রাণী লীলাবতী—এই গভীর রাত্রে—এই জনহীন উদ্যানে প্রেতিনীর মত বিরাজ করছে! কঠিন সমস্যা! অদ্ভুত প্রহেলিকা!

লীলা।—প্রভু! শুধু আজ রাত্রেই আমি এখানে আসিনি,—নিত্য এখানে আসি—

দিবো।—আমি তা জানি,—সে সংবাদও আমি রাখি; প্রথমে বিশ্বাস করিনি—সম্ভব বলে, মনে করি নি;—এখন তার জন্য অনুতাপ করছি! এখন বুঝতে পারছি—জগতে সবই সম্ভব! যাক্—এখন জিজ্ঞাসা করি, কাশীর মহারাণী কি উদ্দেশ্য সাধনে—এই জনহীন উদ্যানে সংগোপনে একাকিনী এসে উপস্থিত হয়েছে!—কিসের প্রলোভনে নিত্যই এখানে আসে!

লীলা।—মহারাজ! রাজ্য আর রাজসংসারের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নিত্য রাত্রে আমি একাকিনী এইখানে এসে পূজা করি।

দিবো।—পূজা করো! পূজা করো! কার-কার—কার পূজা কর রাণী?

লীলা।—আমার স্বামীর!

দিবো।—তোমার স্বামীর! হাঃ হাঃ হাঃ—হাসালে রাণী, হাসালে! গভীর রাত্রে স্বামী কি তোমার রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ ক'রে—এই উদ্যানে বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করে? মিথ্যা কথা বলতে তোমার লজ্জা করলে না রাণী? আমি কি বুঝতে পারিনি—আমি শিবের পূজা বন্ধ করেছি বলে, তুমি গোপনে এইখানে এসে শিবের পূজা করো! শিব একদিন কাশীপতি ছিল, আজ আমি কাশীপতি; তুমি বুদ্ধিমতী কিনা—তাই ভূতপূর্ব্ব কাশীপতি শিবের পূজা করে জানাতে চাও, বর্ত্তমান কাশীপতি পতির পূজা করছ! কেমন, এই তো! কি বল রাণী—এই তো তোমার পতিপূজা?

লীলা।—মহারাজ! তুমিই আমার শিব, তুমিই আমার স্বামী, তুমিই আমার ইহপরকাল সব; তোমার আদেশ লঙ্ঘন ক'রে গোপনে শিবপূজার কথা কি বলছ প্রভু, তোমাকে পেয়ে অবধি—তোমা ছাড়া আর কোনো দেবতার পূজা কখনো করি নি; তুমিই যে আমার সর্ব্বদেবময় স্বামী! তোমার চেয়ে উচ্চ দেবতা আমার আর কেউ নেই!—প্রভু, আমি আমার স্বামীভক্তিকে আশ্রয় ক'রে এক ব্রত গ্রহণ করেছি; সে ব্রত এ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য; গভীর রাত্রে এইখানেই সে ব্রত পালন করতে আসি; সে ব্রতের দেবতা—তুমি, পূজা—তোমার।

দিবো।—তাই নাকি! এইখানে এসে আমারই ব্রত করো বটে! বেস্—তবে আমাকে তোমার ব্রত-পীঠ দেখাও;—যদি সেখানে আমারই প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করে—তাহলেই বুঝবো তোমার কথা সত্য! কই কোথায় তোমার ব্রত-পীঠ,—আমাকে দেখাও রাণী—আমি দেখতে চাই।

লীলা।—(স্বগত) স্বামীভক্তিকে আশ্রয় ক'রে আমি এখানে স্বামীর পূজা করি,—যখন পূজা করতে বসি—কখনো আমি অবিমুক্তেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি দেখিনি;—দেখেছি—আমার স্বামীর মূর্ত্তি সেখানে বিরাজ করছে! আজ স্বামী আমার ব্রত-পীঠে উপস্থিত, স্বামীর সমক্ষে সাধ্বীর আজ মহাপরীক্ষা, সতীর সতীত্ব—পত্নীর পাতিব্রত্য—সাধ্বীর স্বামীভক্তি—আমার সহায় হও! ধ্যানে আমি যে মূর্ত্তী দর্শন করি—যে

মূর্ত্তি চক্ষুর উপর স্থাপন করে নিত্য পূজা করি—সেই মূর্ত্তিই যেন এখানে পতি-পত্নী দুজনের নয়নে প্রকাশ পায়।

দিবো।—কেন চুপ করে আছ! কি ভাবছ! ভোলবার পাত্র নই আমি—শুধু মুখের কথায় প্রত্যয় করবো না; প্রমান চাই—প্রত্যক্ষ প্রমান চাই! কার পূজা করো—স্বচক্ষে তা দেখিতে চাই।

লীলা।—তবে দেখ স্বামী—পত্নী তোমার কোন শ্রেষ্ঠ দেবতার প্রতিমূর্ত্তি অন্তরে বাহিরে প্রতিষ্ঠা ক'রে কায়মনোপ্রাণে তার পূজা করে!—(অগ্রসর হইয়া) এই আমার ব্রতপীঠ; এই পীঠে আমার ব্রতের দেবতা—আমার ইহপরকাল—আমার সর্ব্বস্ব—স্বামীর মূর্ত্তি বিরাজ করছে; এই দেখো—

(আবরণ উন্মোচন,—রাজা দিবোদাসের প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ)

দিবো।—য়্যাঁ! তাইতো! তাইতো! এ কি দেখছি! সত্যই তো—এ আমারই প্রতিমূর্ত্তি!—রাণী—রাণী! আমি তোমার উন্মাদ স্বামী,—সত্যই আমি উন্মাদ হয়েছি—সত্যই আমি সংজ্ঞা হারিয়েছি! তাই তোমার মত সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিনীর আচরণে সন্দেহ প্রকাশ করেছি! রাণী, রাণী! আমার আচরণে আমি নিজেই লজ্জা পাচ্ছি—আমায় মার্জ্জোনা করো—আমি মার্জ্জনপ্রার্থী।

লীলা।—এ কি কথা বলছ প্রভু! ভক্তকে পরীক্ষা করতে এসে—পরিতৃপ্ত দেবতা ভক্তের কাছে মার্জ্জনা চায় না—বর দিতে চায়।

দিবো।—আমিও তবে বর দেবো,—তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই;—রাণী—রাণী! বর প্রার্থনা করো। তোমাকে পরীক্ষা ক'রে দেবতা তোমার পরিতৃপ্ত—পরীক্ষায় তুমি জয়যুক্ত হয়েছ রাণী;—এবার বর প্রর্থনা করো, আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করবো, আমার রাজ্যে শিবপূজার পুনঃপ্রবর্ত্তন ব্যতীত তুমি যা প্রার্থনা করবে, তাই আমি পূর্ণ করবো।

লীলা।—আমার এই প্রর্থনা প্রভু, আমি যেন নিত্য এখানে এসে পূজা করতে পারি, আর কেউ যেন এখানে না আসে।

দিবো।—তথাস্তু; আমার আদেশে আর কেউ এখানে আসতে পাবে না, যে আসবে সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবে; কালই কাশীধামে এই ঘোষনা ঘোষিত হবে;—তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার ব্রত পালন কর রাণী। [প্রস্থান।

লীলা।—আমার উদ্দেশ্য আজ সহজেই সিদ্ধ হল;—স্বামীর সংশয় দূর হল;—রাজবয়স্য আর এখানে আসতে পাবে না, সেই পুণ্য-পীঠ নষ্ট হবার আর কোনো আশঙ্কা থাকবে না; আমার বাসনা আজ পূর্ণ হলো।

[আবরণ ক্ষেপন পূর্ব্বক প্রস্থান।

(বৃক্ষান্তরাল হইতে সন্তর্পণে অগ্নিবিন্দুর প্রকাশ)

অগ্নি।—হুঁ—তোমার আশা আজ পূর্ণ হ'লো, আর আমার পালা আজ সাঙ্গ হ'ল! খুব চাল—চেলে গেলি বেটী।—রাণী বেটী তো তাহলে কেওকেটা নয় দেখছি! সতীত্বের জোরে

মূর্ত্তিটাকে একবারে বদলে দিলে! ঝোপের আড়ালে বসে—আমি তো ভাবছিলুম, রাণীর শির বুঝি গেলো!—কিন্তু—ওরে বাবা—মুখে যা বল্লে, কাজেও তাই দেখালে! হুবহু—রাজার মূর্ত্তি! ঝোঁপের ফাঁক দিয়ে আমিও তো নিজে দেখলুম!—সন্দেহ করবার কিছু নেই। ওঃ—রাণী বেটি তবে আমারই মতন ডুবে ডুবে জল খেয়ে যেতো;—আমি বিষ্ণু পূজা করতে আসি,—আর রাণী এখানে এসে স্বামী পূজা করে!—ভগবানকে, যে যে ভাবে ডাকে, সে তাঁকে সেই ভাবেই পায়; স্বামী-পূজা করে রাণীর কামনা পূর্ণ হয়েছে—আমার কামনা কি পূর্ণ হবে না!—রাণী—এখানে নিত্য আসবে, এসে তার ব্রত পালন করবে; কিন্তু আমি তো আর এখানে আসতে পারবো না.—আমার ব্রত কি তবে পূর্ণ হবে না? না-না-ব্রত আমাকে পূর্ণ করতেই হবে,—আমার ব্রতের অধিকারী বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীহরিকে কাশীধামে আনতেই হবে—আমার রাজার দুর্দ্দিনে সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী মধুকৈটভনিধনকারী পাপতাপহারী শ্রীহরি যাতে তাঁকে রক্ষা করেন, তার উপায় আমাকে করতেই হবে! ভক্তের ডাকই যথেষ্ট, তবে আমি অজ্ঞান মূর্খ, তাই শুধু ডেকে তুষ্ট হ'তে পারি না, কল্পনায় সেই পূর্ণব্রহ্ম ভগবানকে ভেবে পাই না, তাই একটা কিছু মূর্ত্তিকে আশ্রয় করে তাঁকে ডাকতে চাই,—মূর্ত্তি এখন কোথায় পাই? এ পথে কাঁটা পড়লো, এখন কোন্ পথে

যাই! আমি তো এখন নিরূপায়, তবে ভরসা এই—আমার মূর্ত্তিময় স্বামী—যিনি নিরূপায়ের উপায়—তিনিই আমায় উপায় বলে দেবেন। তবে আর ভাবনা কেন? মন—চলো—ত্বয়া হৃষীকেশহৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ-অলিন্দ।

(কোচরাজ ও রাণী)

রাজা।—শোনো রাণী,

বড়ই ব্যাকুল আমি কন্যার কারণে;
কুক্ষণে করিল পণ তনয়া তোমার,
শিব বিনা পতিত্বে না বরিবে কাহারে!
পুরদ্বারে নির্ম্মাণ করিয়া শিবালয়,
শিব-প্রতীক্ষায় রয়েছে নন্দিনী;
নাহি জানি—
বাসনাপূরণ কেমনে হইবে তার!
বিশ্বমূলাধার শিব মহেশ্বর—
চরাচর প্রণত যাঁহার পদে,
জিতেন্দ্রিয় যোগীবর সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর যিনি—
হিরাবতী তাঁহারে কামনা করে!
ক্ষুদ্র কোচপতি আমি,

আমার আলয়ে হবে শিবের উদয়!
অসম্ভব মনে হয়;
কি হবে কি হবে রাণী, কন্যারে লইয়া?

রাণী।—কন্যার লাগিয়া—
কি হেতু চিন্তিত নরমণি?
সুলক্ষণা ধর্ম্মশীলা দুহিতা আমার—
পণ তার অবশ্য পূরণ হবে;
যবে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী সন্ন্যাসিনী—
রাজপুরে হইয়া উদয়,
হিরাবতী ভাগ্যকথা করিল কীর্ত্তন,
কহিল যখন—
হবে হিরা শিব-প্রণয়িনী,
শিবময় হবে রাজ্য—শিবের প্রভাবে,
ভুলেছ কি সে কথা রাজন?
ভেবনা কন্যার তরে,
ভাগ্যবতী কন্যা মোর—
ভাগ্যবলে পাবে প্রভু, শিব-পদ-তরী,
খ্যাতি তার রটিবে জগতে।

রাজা—ধারণায় না পাই যাঁহারে,
সেই কারণ-ত্রয়-হেতু-ভূত মহেশ্বরে—
অনায়াস-লভ্য বলি ভাবিব কেমনে?
এ ভবনে আবির্ভাব জগৎপাতার—

কল্পনায় না আসে আমার!
অসম্ভবে কেমনে সম্ভব বলি?
(ভক্তির প্রবেশ)

ভক্তি।—এ সংসারে—ভক্তির আশ্রয়ে
অসম্ভব সম্ভব সকলি নরমণি!
ভক্তি করে যাহারে আশ্রয়—
হয় যদি কদাচারী পাপাশয়,
তবু সে—হেলায় ঈশ্বরে পায়!
দুর্ব্বৃত্ত দুর্জ্জনে ভক্তি যদি করেহে আশ্রয়দান,
ভগবান তাহারে সদয় হন,
ভক্তজন বলি গণ্য হয় ভূমিতলে!
ভক্তির আশ্রয়ে রাজা দুহিতা তোমার—
মন প্রাণ সর্ব্বস্ব তাহার—
শিবময় শম্ভুপদে করেছে অর্পণ;
কামনা পূরণ অবশ্য হইবে তার।

রাণী।—মা! মা! চিনেছি তোমারে,
বহুদিন পরে—
মম পুরে করিয়াছ পদার্পণ,
প্রণিপাত করি ও চরণে!

রাজা।—লহ মাতা পুত্রের প্রণাম;
দেবী! একদিন তুমি—
অকস্মাৎ আসিয়া হেথায়,

কহেছিলে হিরার ভাগ্যের কথা ;
তদবধি বিশ্বাস সবার—
হিরার তপস্যা হবে সার্থক সফল,
পতিরূপে পাবে মহেশ্বর !
তব বাক্য বেদবাক্য সম মানি,
দেবী তুমি মম মনে লয়,
পরিচয় যদিও অজ্ঞাত—
কিন্তু মাতঃ নেহারি তোমারে
ভক্তিভরে শির অবনত হয়,
তর্কসাধ দূরে চলে যায়,
বিভুপাশে ধায় মন প্রাণ !
ভক্তির উচ্ছ্বাসে—
মনে শুধু ওঠে এ সংশয়—
চরাচরাশ্রয় যিনি বিশ্বেশ্বর বিশ্বপতি—
হিরাবতী পতিরূপে কেমনে পাইবে তায় ?

ভক্তি।—কেন রাজা—কেন এ সংশয় ?
শিবময় শিবশম্ভু—ভক্ত-সাধনায় ;
ভক্ত তাঁরে যেইভাবে চায়,
ইচ্ছাময় সেই ভাবে তারে দেন পদাশ্রয় ;
পতিরূপে—পিতারূপে—
মাতা কিম্বা পুত্ররূপে—
নানা রূপে—নানা ভাবে

ভগবানে ভাবে ভক্তগণ,
কামনাপূরণ নিরঞ্জন করেন সবার।

রাজা।—কন্যা মম পতিরূপে
পূজিছে শঙ্করে ;
শঙ্কর কি তাহারে সদয় হবে ?
পতিরূপে তারে দর্শন কি দিবে ত্রিলোচন,
সংশয় ভঞ্জন কর গো জননী !

ভক্তি।—শোনো নৃপমণি,
ভাগ্যবতী তনয়া তোমার,
পতিরূপে মহেশ্বরে করেছে সাধনা ;
তার আরাধনা অবশ্য সফল হবে,
পতিরূপে পাবে বিশ্বেশ্বরে।

রাজা।—কিন্তু মাতা,
মহাজন-মুখে করেছি শ্রবণ,
শিবের অলঙ্ঘ্য পণ—
শক্তি ভিন্ন অন্য পত্নী
করিবে না কখনো গ্রহণ ;
শিব-বাক্য কভু—না হবে লঙ্ঘন ;
কন্যা মম শিব পতি পাইবে কেমনে ?

ভক্তি।—সত্য হে রাজন,
শিব-বাক্য কভু না হবে লঙ্ঘন ;
যুগ্ম আত্মা ধরি—শঙ্কর-শঙ্করী—

পুরুষ প্রকৃতি রূপে বিরাজে সংসারে ;
সৃষ্টি-স্রোত অব্যাহত রাখিতে ধরায়,
বিভুর ইচ্ছায়—
হিরণ্যগর্ভ হন দ্বিধা বিভক্ত তথায় ;
একভাগে তার—পতি,
অন্যভাগে পত্নীর প্রকাশ ;
হ'ল তাহে জগতে বিকাশ—
পবিত্র দাম্পত্য-ধর্ম্ম
এ দুয়ের সম্মিলনে ;
শিব-শক্তি হইয়া সংযুক্ত
এই ধর্ম্ম সংস্থাপিত করেন জগতে :
তাই শুধু শক্তিসনে
বদ্ধ শিব আত্মিক-বন্ধনে,
অন্যজনে পতিভাবে
সাধনা করিলে তাঁরে,
বিশ্বপতি করিবেন কামনা-পূরণ ;
কিন্তু জেনো হে রাজন—
নহে তাহা দাম্পত্য-বন্ধন !
ভোগশূন্য সে মিলন,
নাহি তাহে প্রেম-আলাপন ;
কুৎসিৎ কামনা পরিহরি,
মদনে অনঙ্গ করি,

ভক্তিসনে ভাবাসক্তি করিলে উন্মেষ,
তবে হন ব্যোমকেশ—প্রাণেশ তাহার।

রাজা।—হে জননী,
একান্ত অক্ষম আমি—
বুঝিতে এ মিলন-রহস্য !
দাম্পত্য-বন্ধন যদি নাহি এ মিলনে,
তবে ত্রিলোচন,
মম দুহিতার পানি—
করিবেন কেমনে গ্রহণ ?

ভক্তি।—জেনো হে রাজন,
দাম্পত্য-বন্ধন হ'তে—
এ বন্ধন আরো মহত্তর ;
এ মিলন—ত্যাগের ইন্ধন,
নিষ্কাম নিগূঢ় ধর্ম্ম—আদর্শ সংসারে।
পতিরূপে লভি মহেশ্বরে,
সেবা-ব্রতে ব্রতী হবে নন্দিনী তোমার,
সেবা-অধিকার—শুধু কামনা তাহার,
শিব-পদ-সেবি,
তৃপ্ত হবে হিরাবতী,
সেবাধর্ম্মে হবে সদা ব্রতী ;
পতিরূপী শিব হবে আচার্য্য তাহার
অনাসক্ত উদাসীন ;

অনাবৃত্তিভাবে কন্যা তব ভাগ্যবতী—
তুষ্ট করি বিশ্বপতি,
দিব্যগতি পাইবে তখন।

রাজা।—মাগো, বুঝিনু এখন—
এ মিলন পুণ্যময় অপূর্ব্ব উজ্জ্বল!
কিন্তু মাতা,
হেন একনিষ্ঠা—অদ্ভুত সংযম,
তুচ্ছ কোচ-কন্যায় কেমনে সম্ভবে?

ভক্তি।—কহ রাজা,
নররাজ্যে শিবের উদয়—
সম্ভবে কোথায়?
নারী হয়ে—
শিব পতি কে বল কোথায় পায়?
ঐহিক কামনা হেলায় ত্যজিয়া,
রূপ-যৌবন-বিলাস-বিভ্রম,
ইহ পরকাল—
মহাকাল উদ্দেশে সঁপিয়া,
তোমার দুহিতা—
একনিষ্ঠা প্রমত্তা শিবের প্রতি;
তার সাধনায় সিদ্ধেশ্বর আসিছে হেথায়,
তারি মহিমায়—
শিবময় হবে রাজা সাম্রাজ্য তোমার,

শিব-বরে—
শিব-তুল্য বীর্য্যবান—সুকৃতি সন্তান
রাজবংশে জন্মিবে নিশ্চয়,
কোচরাজ্য সমুন্নত হবে ধরাতলে।

রাণী।—মা-জননী,
কহ তবে শুনি—
কতদিনে মহেশ্বর আসিবে হেথায়,
হিরার বাসনা, পূর্ণ হবে কতদিনে ?

ভক্তি।—রাজরাণী,
সিদ্ধি আসে সাধনার ফলে ;
ভক্তির আশ্রয়ে ভক্ত যদি রয়,
ভক্ত-আকর্ষণে—ঐকান্তিক আবাহনে
আবির্ভূত হন ভগবান।
ভবনাথ শুধু নন তোমার কন্যার,
সবার উপাস্য তিনি ভক্তের ঈশ্বর ;
সবে মিলি ডাক তাঁরে নরবর,
আশুলভ্য আশুতোষ হবেন নিশ্চয়।

রাজা।—আজ্ঞা তব পালিব এখনি,
রাজ্যময় করিব ঘোষণা—
রাজ্যবাসী সমস্বরে—ডাক বিশ্বেশ্বরে,
শিব হবেন জামাতা আমার,
কর, সবে তাঁর গুণগান,

তুষ্ট হবেন ভগবান,
কামনা পূরিবে সবাকার,
কন্যা তরে বংশ মম হইবে উজ্জ্বল।

[রাজা ও রাণীর প্রস্থান

ভক্তি।—ভক্তির আশ্রয়ে—ভক্ত আবাহনে—
ভিক্ষাভুলি ভগবান আসিবে নিশ্চয়,
বিশ্ববাসী সমস্বরে গাহিবে ভক্তির জয়। [প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পার্ব্বত্য-পথ।

মহাদেব।

মহাদেব।—গৌরীকে ভিক্ষার সার্থকতা বুঝিয়ে দিয়ে আমি তো ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করলেম—ভিক্ষা-আহরণে হিমালয়ের সীমান্তে এসে উপস্থিত হলেম; কিন্তু কই, এ পর্য্যন্ত কোথাও তো ভিক্ষা সংগ্রহ করতে পারলেম না! ভিক্ষার বাসনায় বহির্গত হলেম—কিন্তু বাসনা তো চরিতার্থ হ'ল না! এ আমি কি করছি—ভিক্ষা-কামী ভিক্ষু আমি—উদ্দেশ্য ভুলে কোথায় এসেছি! কার অন্বেষণে আকুল-অন্তরে কোথায় ছুটে চলেছি! কার আকর্ষণে ভিখারী শঙ্করের অন্তর এমন চঞ্চল হয়ে উঠছে! ওহো—কে সে! কে আমায় আহ্বান করছে! কার আবাহনে ভিক্ষাব্রতধারী শ্মশানবিহারী শিবের অঙ্গ আবার কণ্টকিত হয়ে উঠছে!

জটাজুট স্ফীত বিস্ফারিত হচ্ছে—ফণীগণ ফণা বিস্তার করে উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শুনছে! কেন এমন হচ্ছে,—কেন এ চাঞ্চল্য! নির্ব্বিকার শিবের অন্তরে কেন এ বিকার! ওই—ওই—যেন অনেকদূর—অনেকদূর থেকে সে অন্তরভেদী ধ্বনি ছুটে আসছে! শুনে যেন হৃদয় তন্ময় হয়ে উঠছে! আহা—কেরে! কে তুই!—ব্রতধারী—জীবের কল্যাণকামী শঙ্করের এ মহাব্রত ভঙ্গ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিস—কে রে তুই! ওই—ওই—আবার—আবার—

(নেপথ্যে—ভক্তির গীত)

আমি এসেছি তোমারে খুঁজিতে।
রোদন তাহার, ওহে সারাৎসার,
পারিনা যে আর হেরিতে ॥

মহাদেব।—আহাহা—কে রে! ভক্ত-দুঃখ-দর্শন-কাতর—ভক্তের হিতার্থী—কে তুই রে! আত্মবিস্মৃত ভোলানাথকে ভক্তের ভবনে আকর্ষণ করতে এসেছিস্—তুই কে রে! কেন আর অন্তরাল থেকে আমার সঙ্গে চাতুরী করছিস্? আয়—কাছে আয়; বলরে আমায়—কারজন্য তুই আমায় খুঁজিস্! কার রোদন দেখতে না পেরে আমার কাছে ছুটে এসেছিস্! ওরে—আমিও যে তার জন্য কাতর হয়েছি; আয়—কাছে আয়,—আমায় তার কথা বল্—আবার বল্—

(গীত করিতে করিতে ভক্তির প্রবেশ)

গীত।

সে যে ডাকিছে তোমারে কত কাল ধরে,
কেঁদে কেঁদে সারা তোমারি তরে,
ধ্রুবতারা তুমি তাহারি মহীতে ॥
তোমারি কারণে সে যে পাগলিনী,
সেজেছে সোহাগে যৌবনে যোগিনী,
যোগীরাজ তুমি জান তো কাহিনী,
রহেছ কেমনে নীরবেতে ॥

তুমি শুনিতে তো পাও—সাড়া নাহি দাও,
বারেক ফিরিয়ে কভু নাহি চাও,
সে যে রয়েছে—তোমারি ধ্যানেতে।
ভোলানাথ ব'লে, হয় কি হে ভোলা,
ভুলিতে তোমার ভকতে ॥

মহাদেব।—আহাহা—আমায় কি শুনালি? শুনে অন্তর কাতর হয়ে উঠছে—তোর মধুর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার সঙ্গে সঙ্গে যেন কার করুণ প্রার্থনা—যেন কত যুগ-যুগান্তের—জন্ম-জন্মান্তরের—কোনো ভক্তের হৃদয়ভেদী আবাহন আমার কর্ণকুহরে আঘাত করছে! কে সে! কে আমায় ডাকে রে! কি চায় সে!

ভক্তি।—কে সে জানতে চাও? কি চায় সে জিজ্ঞাসা করছ? কিন্তু বল—তার কামনা পূর্ণ করবে?

মহাদেব।—আহাহা—ক্ষুদ্র বালিকা তুই—অন্যের কি কামনা বহন করে কোথা থেকে কোথায় এসেছিস্! তোকে দেখে

মনে হচ্ছে—যেন তুই আমার বড় আপনার—তুই যেন আমার চিরপরিচিত ;—আমি এখন আত্মবিস্মৃত,—যার তত্ত্ব আমায় দিচ্ছিস্—যার জন্য কাঁদছিস্, তার জন্য আমি তন্ময়! আহাহা—পরের কামনা পূর্ণ করতে—পরের চখের জল মুছাতে—আমাকে আকর্ষণ করতে এসেছিস্—তুই কে! আহা—তুই—কে-রে!

ভক্তি।—প্রভু! আমি তোমারি ভক্তের ; সংসারে আর আমার আপনার বলতে কেউ নেই,—তোমার যারা ভক্ত, তাদের নিয়েই আমার সংসার ; ছেলেবেলা থেকে তাদেরই বেগার খেটেই চলেছি! আজ এই দিকে আসতে আসতে একজনকে দেখতে পেলুম,—সে বুঝি কার আশাপথ চেয়ে আছে, আর মনের দুঃখে কাঁদছে! আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—'হাঁ গা তুমি কাঁদছ কেন?' সে বললে—'আমি যাকে চাই, তার জন্য কাঁদছি!'—সে নাকি অনেক দিন ধরে কাঁদছে ; খায় না—ঘুমোয় না,—অনাহারে অনিদ্রায় আছে, আর কাঁদতে কাঁদতে কেবল বলছে—'হে আমার উপাস্য—তুমি এস! হে আমার জন্ম জন্মান্তরের বাঞ্ছিত—আমার ইহকাল পরকাল—আমার সর্ব্বস্ব! তুমি এস!' তুমি বলতে পার, সে কি চায়—কাকে চায়? কেনই বা কাঁদে—তার সেই বাঞ্ছিতই বা কে?

মহাদেব।—কি সে চায়—কেন সে কাঁদে!—যেন মনে আসছে—অথচ বুঝতে পারছি না! আহাহা—কাঁদছে! অনাহারে

অনিদ্রায় আছে—তার উপাস্যকে ডাকছে। চল—চল—কে সে দেখবো, কি চায় সে শুনবো, আমি পরমেশ—প্রার্থনা তার অবশ্য পূর্ণ করবো। [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কোচ-রাজ্য,—রাজপথ।

(কোচ পুরুষ ও কোচ রমণীগণ)

(গীত)

জয় দেও জয় দেও—হর হর মহাদেও—হো হো হো হো—হাঁক্‌রে।
বাজা দামামা দগড়া—কাড়া নাগড়া—দুড়্ দুড়্ দুড়্ রে॥
পালে পালে পালে মিলিয়ে মরদ মাগী,
আও আও আও ওরে আও নাচে লাগি,
ধাকিটি ধিকিটি ধুমকিটি তাক্—তুড়্ তুড়্ তুড়্ রে॥
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে—পিনাকি বাজায় হো গালে,
চখ চখ লুপুচুপু—লুপুচুপু চখ চখ—তালধ্বনি করতালে,
শিব শিব হর হর বলিয়ে সকলে—গুড়্ গুড়্ সুড়্ সুড়্—আও আও রে॥

১ম রমণী।—হাঁরে ঝুণ্টু—দেখলি, হামাদের রাজার লেড়কীর বরাত দেখলি,—বিশ্বনাথজি তাহারে সাদী করবে,—দেওতা শিব হামাদের রাজার জামাই হবে!

১ম পুরুষ।—হাঁ-হাঁ-হবে-হবে,—আরে হামাদের মুলুক সববি মুলুকের ওপর টেক্কা দিবে,—বাবা বিশ্বনাথজি হামাদের মুলুকে রহিয়ে যাবে।

২য় রমণী।—হাঁ রে ঝুণ্টু, বিশ্বনাথজি তো দেওতা আছে,—

দেওতা মানষের লেড়কীকে সাদি কেন করবে রে? দেওতার মুলুকে লেড়কী বুঝি বড়া আক্কারা আছেরে?

১ম পুরুষ।—আরে লিলিয়া, তু কি কইতেছিস্? আরে—রাজাবি হামাদের দেওতা আছে,—রাজার লেড়কীবি দেওতার লেড়কী আছে।

ম রমণী।—হাঁ রে—বিশ্বনাথজি দেখতে কিমনটি আছেক রে? তার কয়টা শির আছেরে—কয়টা আঁখ আছেরে?

২য় পুরুষ।—আরে তা বুঝ—তুহারা শুনিস্ নি! বিশ্বনাথজি দেওতাদের রাজা আছে; হামাদের যিমন রাজা আছে—ও বি তিমনটি আছে। আরে—তাহার পাঁচটা শির আর পনেরটা আঁখ আছে,—আর একটা যে ষাঁড় আছে রে—তাহার মাথা পাহাড়ে গিয়ে ঠেস্ দিবে। বিশ্বনাথ সেই ষাঁড়ে চাপিয়ে রাজার লেড়কীকে সাদি করতে আসবেক রে!

১ম রমণী।—আরে-আরে-দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্—একটা কি আসতেছে রে—কিমন চিহারা দেখরে—চিহারা দেখ্—

সকলে।—আরে—বাঃ বাঃ বাঃ রে।

১ম রমণী।—আরে—দেখ্ দেখ্ দেখ্—মাথায় কিমন সাপ রেখেছে রে সাপ রেখেছে।

২য় রমণী।—আরে ও সাপুড়ে আছেরে সাপুড়ে আছে, সাপ খিলাবে রে সাপ খিলাবে।

১ম পুরুষ।—চুপ্—চুপ্—চুপ দে—ইধার পানে আসতে দে।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব।—কই, কোথা গেল সঙ্গিনী আমার!
কি এক বারতা দানে—
প্রাণ মোর করিয়া কাতর,
কোথা গেল ভক্ত-দুঃখ-কাতরা বালিকা!
কেন প্রাণ ব্যাকুল এমন,
মন কেন এত উচাটন,
কোথা হতে কোথায় এসেছি—
কোথায় চলেছি—না পারি বুঝিতে কিছু!
কোথা সে অজ্ঞাত স্থান,
কে আছে তথায়—
মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় মন মম ধায় কার পাশে?
একি হেথা করি দরশন—
বিচিত্র ভূষণধারী মানব মানবী;
কোন্ স্থান—কোথা আমি?
ওহোহো—বুঝিয়াছি—
ভিক্ষা আশে পশেছি নগরে,
ভিখারী শঙ্কর আমি!
ভিক্ষাং দেহি—ভিক্ষাং দেহি।

সকলে।—(করতালি দিয়া)—বাঃ বাঃ—বাঃ—বেশ-বেশ-বেশ!

১ম রমণী।—হাঁ-রে—হাঁ-রে—এ কিটারে কিটা—কি চায়রে কি চায়?

১ম পুরুষ।—হাঁরে—তু কোথাকার মানুষ রে ?

২য় পুরুষ।—হাঁরে—তু ইথানে কি মনে করিয়ে এসেছিস্ রে ?

১ম রমণী।—হাঁরে—তুহার শিরে ইত লম্বা লম্বা জটা কিন রে ?

২য় রমণী।—হাঁরে—তুহার শিরে সাপ কিন রে ?

৩য় রমণী।—হাঁরে—তু গায়ে ছাই মাখিয়েছিস্ কিন রে ?

১ম রমণী।—হাঁরে-হাঁরে—তুহার কপালে ওটা কি আছে রে ?

১ম পুরুষ।—হাঁরে-হাঁরে-তু কি সাপুড়িয়া আছিস্—হামাদের সাপের খিলা দেখলাবি রে ?

মহাদেব।—ভিক্ষাং দেহি ! ভিক্ষাং দেহি !

সকলে।—হো হো হো—কি কয়রে কি কয় !

মহাদেব।—আহাহা ! বড় রম্য স্থান—

রমণীয় ইহারা সকলে ;
নৃত্য-গীত-রত,—প্রমোদে প্রমত্ত,
সরল উদার অনুপম ;
পরিতুষ্ট—পরিতৃপ্ত আমি।
মাগ বর ভক্তগণ !
কহ—কিবা কর আকিঞ্চন,
মনোবাঞ্ছা পূরণ করিব সবাকার।

সকলে।—আরে-আরে-এ ক্ষেপা কি কয়রে কি কয় ?

১ম রমণী।—আরে-আরে—তু হামাদের কি দিবি ? হামরা বিশ্বনাথজিকে ডাকতেছি, সে বি হামাদের সব দিবে। তু হামাদের কি দিবিরে ?

১ম পুরুষ।—আরে—তু হাঁ করিয়ে রইলি কেন? হামাদের কথা শুনতে পাচ্ছিস্ নি? বিশ্বনাথজির নাম শুনিস্‌নি?

মহাদেব।—না ভাই—কে তোমাদের বিশ্বনাথ—আমি তো তা জানি না।

২য় পুরুষ।—হোঃ হোঃ—তু ক্ষেপা আছিস রে—ক্ষেপা আছিস্ শিব শম্ভু বিশ্বনাথজির নাম তু শুনিস নি!

মহাদেব।—তোমরা বুঝি সেই পাগলের কথা বলছ! শিব শম্ভু বিশ্বনাথজি—ওঃ. তার আবার যোগ্যতা কি? সে তো পাগল, ভাঙড়, ভিখারী, শ্মশানবাসী; তোমরা তার গুণ গাইছে কেন ভাই? তোমাদের তুষ্ট করতে তার তো কিছু নাই!

১ম পুরুষ।—আরে আরে এ বিশ্বনাথজির তুষমন আছেরে তুষমন আছে, এর দিন ফুরায়ে এসেছেরে দিন ফুরায়ে এসেছে।

২য় পুরুষ।—আরে আরে তু কিমনধারা মোহন্ত আছিস্ রে? তু কি ভাবিয়েছিস্—বিশ্বনাথজি তুহার মত মনিষ্যি আছে! আরে সে দেওতা আছে—দেওতা আছে; সে হামাদের মাথায় আছে—হামাদের রাজার মাথায় আছে—হামাদের এ মুলুক তাহার গোড় মাথায় ধরবার লাগিয়ে হাঁ করিয়ে আছে; বিশ্বনাথজির নিন্দা করলে হামাদের রাজা তুহার শির নামাইয়ে দিবে।

মহাদেব।—কেন ভাই, কি অপরাধে তোমাদের রাজা আমার শির নামিয়ে দেবে! আমি কি এমন অন্যায় বলেছি! তোমাদের

বিশ্বনাথকে পাগল বলেছি, ভাঙ্গড় বলেছি, ভিখারী বলেছি, শ্মশানবাসী বলেছি; অন্যায় তো কিছু বলি নি।

১ম পুরুষ।—আরে পাগল—তু কাহারে পাগল কইছিস? আরে ভাঙ্গড়—তু কাহারে ভাঙ্গড় কইছিস্? আরে ভিখারী তু কাহারে ভিখারী—কইছিস্? আরে শ্মশানের ভূত তু কাহারে শ্মশানবাসী কইছিস? যে বিশ্বনাথ আছে—সব বি মুলুকের মালিক আছে—মুলুকের মনিষ্যি যার সন্তান আছে—সন্তানের লাগিয়ে যে সন্ন্যাসী, সন্তানকে সব দিয়ে থুইয়ে যে শ্মশানবাসী—তু তাহারে কিমন কথা কইতেছিস্! আরে ছো! ছো! ছো!

১ম রমণী।—আরে আরে শোন্ শোন্—হামার এক কথা শোন্; ঐ একটা মন্দির দেখতে পাচ্ছিস্? ওই মন্দিরে বিশ্বানাথ-জির লাগিয়ে রাজার লেড়কী হরদম পূজা করতেছে,—তু ওইখানে চলিয়ে যা—রাজার লেড়কীর কাছে গিয়ে বিশ্বনাথজির নিন্দা করতে থাক্—রাজার লেড়কী তুহারে খুব খুসী করবেক; বুঝিছিস্।

সকলে।—হাঁ-হাঁ—বেশ বলেছিস্—বেশ বলেছিস্!

মহাদেব।—কি বললে—ওই মন্দিরে রাজকন্যা থাকেন—বিশ্বনাথের পূজা অর্চ্চনা করেন!

২য় রমণী।—হাঁ—হাঁ—পূজা করে—পূজা করে, হরদম পূজা করে—আর বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ ক'রে কাঁদে! তু যা-যা চলিয়ে যা, চলিয়ে যা—

মহাদেব।—(স্বগতঃ)—আহাহা—কে রে! বিশ্বনাথের জন্ম কাঁদে কেন রে!

১ম পুরুষ।—আরে—বিশ্বনাথজির নিন্দা শুনিয়ে হামারা পাপ করেছে,—আয় তার গান গাহিয়ে পাপকে খেদারে দিই।

[জয় দেও জয় দেও ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

মহাদেব।—আহাহা!

শিব-গুণ-মুগ্ধ কি হেতু ইহারা;
ফুল্ল মনে নিষ্কাম অন্তরে
কেন করে শিব-গুণ-গান!
নির্গুণ শঙ্করে—
এ সংসারে নিন্দে সর্ব্বজন,
গুণকীর্ত্তন—কি কারণ করে হেথা?

(ভক্তির প্রবেশ)

ভক্তি।—ভক্ত রহে যথা,
নাহি তথা নিন্দা শঙ্করের;
ভব-গুণ-গাথা—
গায় তথা ভক্ত অনুক্ষণ।
ভক্ত বিরাজে হেথায়,
ভক্ত সনে ভক্তি যদি রয়,
কহ তবে দয়াময়—
ভগবান কেন না উদয় হবে হেথা!
শোনো পুনঃ সুমধুর গাথা।

(নেপথ্যে—শিব-মন্দিরে হিরাবতীর গীত)

জয় শিব শঙ্কর—শশাঙ্ক শেখর, বৃষভবাহন—গঙ্গাধর হর,
জয় শমনপূজিত, দানববন্দিত, ত্রিলোকমর্দ্দিত শূলধর;—
বম্ বম্ হর হর।

মহাদেব।—মুগ্ধ মনপ্রাণ—
কেন আজি এ গান শ্রবনে!
হে কল্যাণী—
কোথায় এনেছ মোরে?

ভক্তি।—ভক্ত বিরাজে মন্দিরে,
ডাকে সকাতরে—
কোথা তুমি ভগবান!
ওই শোনো—আবাহন তার।

(গীত)

জয় পর্ব্বত শোভন, পার্ব্বতীমোহন, সয়ম্ভূরঞ্জন—বিঘ্নবিনাশন,
জয় ত্রিতাপবারণ—ত্রিপুর-ঘাতন,শিব ত্রিলোচন বানেশ্বর ;—
বম্ বম্ হর হর।

মহাদেব।—কিবা ধাম! কোন্ স্থান ইহা!
এই কি কৈলাস,—
আনন্দপ্রকাশ অহরহ করিত যথায়
ভূতগণ—চিরানন্দপরায়ণ ;
সিদ্ধগণ করিত কীর্ত্তন,
নাচিত কিন্নর,
গন্ধর্ব্ব গাহিত গান,

সুখময় ধাম—
আনন্দ বিরাজমান ছিল সর্ব্বক্ষণ;
হায়, কোথা মোর সে ধাম এখন?
কোথা সেই কৈলাসভুবন—
ভুবনের সার নিকেতন!
ওহো,—সতীসনে পরিত্যক্ত সে ধাম আমার,
এবে তাহা গহন কানন,
শিবশূন্য বীভৎস ভীষণ!

ভক্তি।—ত্রিলোচন!
শোক কি কারণ?
তুমি দেব জগত-পাবন;
নূতন কৈলাস হেথা—
করহ সৃজন পুনঃ হে সৃজনকারী।

মহাদেব।—হে কল্যাণী!
আমি যে সংহারকারী!
সৃজনের সামর্থ্য কোথায়?
সৃষ্টিধর কৈলাস সৃজিল,—
শ্মশান হইল তাহা মম কর্ম্মফলে!
তারপর হিমালয়ে—
ওহোহো—কি কথা জাগিল মনে!
কোথা আমি—কেন বা হেথায়!
হিমালয়—

ভক্তি।—স্থির হও দয়াময়,

শোনো পুনঃ ভকতের আকুল আহ্বান!

(স্বগতঃ)

মুগ্ধ আজি ভগবান—ভক্ত-আবাহনে;

ভক্তের কারণে—

ভোলানাথ ভুলেছে উমায়;

এ সময় স্মৃতির উদয়—

কদাচ উচিত নয়!

গীত-মূর্চ্ছনায় মুগ্ধ মহেশ্বর!

(প্রকাশ্যে)

শোন দেব! কি সুন্দর স্বর!

(গীত)

তুমি জগত-পাবন—জগত-জীবন, জগ-বিমোহন জগত-ঈশ্বর;

তুমি চরাচরাশ্রয় অরূপ অদ্বয় বরাভয়—বাঘাম্বর;—

বম্ বম্ হর হর॥

মহাদেব।—কহ মোরে হে কল্যাণী,

কোন্ ভক্ত শিরোমণি—

করে হেথা শিবগুণগান!

কোন্ স্থান ইহা ভবে?

ভক্তি।—প্রভু! এই সেইস্থান—

ভকত তোমার—বিরাজে হেথায়;

কাঁদে শুধু ব্যাকুল হইয়া—

বাঞ্ছিত উপাস্য হেতু !
চল প্রভু দেখিবে তাহারে।

মহাদেব।—ভকত আমার বিরাজে হেথায় !
ইহারি কারণে—
মন কিহে—কাতর এমন !
নহে কভু সামান্য এজন—
যাহার রোদন—
আকর্ষণ করে ধূর্জ্জটিরে !

(গীত)

তুমি সুখদ শুভদ—বরদ ফলদ, মোক্ষজ্ঞানপ্রদ—দয়ার আকর ;
তবে কেন হে নিদয়—ওহে করুণাময়,
প্রণমি চরণে এসহে হেথায়—প্রেম-সাগর শঙ্কর ;
বম্ বম্ হর হর ।

মহাদেব।—সত্যই নিদয় আমি,
দয়াময় কে কয় আমারে !
কাঁদে ভক্ত সকাতরে—
নির্ব্বিকার আমি সংজ্ঞাহীন !
জান কি কল্যাণী,
ভক্ত শিরোমণি—
কি বা করে আকিঞ্চণ ?

ভক্তি।—আত্মবিস্মৃত আজি—কেন মহেশ্বর,
মনে কিহে নাহি বাঘাম্বর,—

কৈলাসভূধরে—তুষ্ট হয়ে কিন্নর কন্যার তপে,
চেয়েছিলে—দিতে তারে বর ;
কিন্নর-দুহিতা করেছিল প্রার্থনা তখন—
'এই বর দেহ ত্রিলোচন,
হয় যেন কামনাপূরণ ;
তব প্রণয়িণী হব কামনা আমার।'
তপে তুষ্ট তুমি দেব কহিলে তখন—
কামনাপূরণ হবে জন্মান্তরে।
সেই কিন্নরকুমারী।
শিবভক্ত কোচরাজনন্দিনী হেথায় ;
শৈশব হইতে
মনপ্রাণ সঁপি তব পায়,
কাতরে তোমারে চায় !
হের প্রভু—তোমার আশায়—
রচি রম্য শিবালয়,
লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিয়া তথায়,
তব পদ বাঞ্ছে অনুক্ষণ
কুমারীর প্রার্থনা পূরণ কর ত্রিলোচন।
শোনো দেব,—
মূর্ত্তিমতী ভক্তি আমি ;
ভক্তের কারণ—
আকর্ষণ করিয়া তোমায়,

এনেছি হেথায় দিগম্বর ;
ভক্ত প্রতি হও হে সদয়,
ভক্ত তরে ছলেছি তোমায়,
কর প্রভু আমারে মার্জ্জনা—
স্মরণ লইনু আমি চরণে তোমার।

মহাদেব।—ওঠ ভক্তি—ভক্তের জীবন ;
ভ্রমে অন্ধ ছিল ভোলানাথ,
ভুলে ছিল ভক্তের প্রার্থনাবাণী ;
ত্রিলোচন নহে আর সংজ্ঞাহীন,
ভক্তের দুর্দ্দিন—রবেনা রবেনা আর,
কামনা তাহার এখনি পূরণ হবে। [প্রস্থান।

ভক্তি।—মম বাঞ্ছা পূর্ণ এতক্ষণে ;
ধন্য হবে রাজার নন্দিনী,
চূর্ণ হবে তার ফলে—মায়ার ক্ষমতা যত। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শিবমন্দির।

শিবলিঙ্গ সম্মুখে—পূজারত হিরাবতী,
দূরে সঙ্গিনীগণ দণ্ডায়মান।

হিরাবতী।—মহেশ্বর! কতকাল আর দাসীর ওপর নিদয় হয়ে থাকবে,—জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তোমার পূজা করছি—কত দিনে দাসীর প্রতি সদয় হবে প্রভু! আমি অজ্ঞান

নারী;—তোমার মহিমা বুঝিনা, পূজার স্তুতি স্তব কিছুই জানি না,—ভরসা কেবল তোমার করুণা; নিজগুণে দাসীর প্রতি প্রসন্ন হও, করুণাময়! এস আমার চিরকাম্য চির-উপাস্য হৃদয়দেবতা! এস আমার জীবনের ঈশ্বর বিশ্বেশ্বর! এস আমার জনম-মরণের বিধাতা—এস আমার মানব-জীবনের দেবতা!—এস তুমি প্রভু, এস তুমি নাথ, এস তুমি স্বামী,—একবার এসে দেখা দাও।

(গীত)

ওহে প্রেমময়—ডাকিহে তোমায়—এস তুমি এস হে।
যেভাবে তোমায় ভাবে যেইজন, সেভাবে তাহারে দাও দরশন,
তোমায় পতি-ভাবে ভক্ত ভাবে—অভাবে অভাব হও হে॥
আমি দাসী হয়ে রব—চরণ সেবিব,
সেবা-অধিকার শুধু মেনে লব, সেবাদাসী হয়ে নাথ জীবন যাপিব হে॥
সর্ সর্ সর্ ওলো সখিগণ, ছাড়ি পথ সবে দাঁড়ালো এখন,
হৃদয় রতন মম—চুপি চুপি ওই বুঝি—আসে ওলো হৃদয়ে॥

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব।—রাজকুমারী! আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছি।

হিরাবতী।—ঠাকুর! প্রণাম করি। দাসীকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

মহাদেব।—সুন্দরী! তোমার মনোবাঞ্ছা কি, তা আমি জানি; তুমি শিবকে পতিরূপে প্রার্থনা করছ! কিন্তু শোভনে, আমার কথা শোনো—ও কামনা পরিত্যাগ করো; তুমি

অনুপমা সুন্দরী, এই রাজ্যের রাজার কুমারী, সর্ব্বগুণে তুমি গুণময়ী ;—ভিখারী শিব তোমার যোগ্য পতি নন ; তুমি শিবকে পতিত্বে পাবার কামনা ত্যাগ করো।

হিরাবতী।—ব্রাহ্মণ! তুমি অজ্ঞান,—শিবকে তুমি জান না, শিব-মহিমা তুমি কল্পনায়ও আনতে পার না, তাই এমন কথা বলছ ; তোমার আশীর্ব্বাদে প্রয়োজন নেই,—তুমি এখান থেকে যাও।

মহাদেব।—সুন্দরী! আমি অজ্ঞান নই? তোমার শিবের কাহিনী আমি বিলক্ষণ জানি? তিনি গৃহহীন—ভিখারী ; তাঁর বাহন—বৃষ, পরিধেয়—বাঘের ছাল, উত্তরীয় হাতীর চর্ম্ম, পান ও ভোজনপাত্র মানুষের মাথার খুলি! তাঁর মাথায় জটা, গলায় হাড়ের মালা, অঙ্গভূষণ শ্মশানের ছাই আর বিষধর সাপ! তাঁর জন্মের নিশ্চয়তা নাই, খাবার সংস্থান নাই, সংসারে মাথা রাখবার স্থান নাই ; শ্মশান—বাসস্থান, ভূত-প্রেত—সঙ্গী, সম্বল—ভিক্ষা! তার কোন্ গুণ দেখে, তুমি তাকে পতিত্বে বরণ করতে চাচ্ছ রাজকুমারী।

হিরাবতী।—তুমি ঘোর অজ্ঞান, তুমি মহাপাপী ; শিব-তত্ত্ব তুমি কিছুমাত্র জান না, তাই নিন্দার অতীত যিনি—তুমি তাঁর নিন্দা করছ! জন্মান্ধ কি কখনো কল্পনায় বিশ্বের সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারে? নারিকেল ফলের বাহিরের আবরণ মাত্র দেখে অজ্ঞান কি কখনো বুঝতে পারে—তার মধ্যে তৃষ্ণাবারক বারি আর ক্ষুন্নিবারক শস্য

আছে ! শিবের বাহ্যিক বিবরণ শুনে—তোমার মত নরাধম কি কখনো তাঁর মহিমাময় মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে !

মহাদেব।—রাজকুমারী ! তুমি শিবকে পতিত্বে পাবার জন্য অধীরা হয়ে উঠেছ, তাই তার দোষ—গুণ বলে গ্রহণ করছ ; কিন্তু মনে রেখো—শিবকে বিবাহ করে কখনো তুমি সংসার-সুখ ভোগ করতে পারবে না !

হিরাবতী।—অবোধ ব্রাহ্মণ ! ভোগের আকাঙ্খা নিয়েই তুমি সংসারে এসেছ ; ভেবেছ—ভোগেই সুখ ; তাই আমাকে শিবের পত্নী হতে নিবারণ করছ ! মনে করেছ—শিবকে বিবাহ ক'রে সংসার-সুখ ভোগ করবার জন্যই আমি তাঁকে কামনা করছি ! হায় অল্পবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ! তোমার জ্ঞানের পরিধি যখন এইটুকু,—তখন তুমি যে অম্লানবদন জগদগুরু শিবের নিন্দা করবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ! তুমি অজ্ঞান, তুমি উন্মাদ, তুমি ক্ষমার পাত্র।

মহাদেব।—সুন্দরী ! তুমি আমার কথা বুঝতে পারছনা, তাই ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছ ; এখনো আমার কথা শোন, শিবের আশা ত্যাগ করো ; তুমি অনিন্দ্য সুন্দরী, রাজকুমারী; স্বর্গের দেবতারাও তোমার পাণিপ্রার্থী ; তুমি শিব-চিন্তা ত্যাগ ক'রে—স্বর্গের যে কোনও দেবতাকে কামনা কর,— তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

হিরাবতী।—দুষ্টভাষী বর্ব্বর ! তুমি দূর হও ;—তুমি আমাকে কি প্রলোভন দেখাচ্ছ ! তুচ্ছ দেবতাদের কথা কি বলছ !

শিব ত্যাগ করে—আমি ব্রহ্মপদও কামনা করিনা,—শিব আমার পতি—শিব আমার উপাস্য—শিব আমার কাম্য; তুমি এখনই দূর হও—নতুবা শিবের নাম নিয়ে আমি তোমাকে অভিসম্পাৎ করবো—

মহাদেব।—স্থির হও সুন্দরী! স্থির হয়ে শোনো—তুমি আমায় শাপ দিতে উদ্যত হয়েছ—আমি তোমাকে বর দিচ্ছি গ্রহণ করো; ওই দেখো—

[লিঙ্গমূর্ত্তির দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত ও অন্তর্দ্ধান।

(লিঙ্গমূর্ত্তি ভেদ করিয়া মহাদেবের আবির্ভাব)

মহাদেব।—দেখ বরাননে,

নহি আর কপট ব্রাহ্মণ আমি;
হের লিঙ্গমূর্ত্তি ভেদ করি—
প্রত্যক্ষ মূরতিধারী—
বাঘাম্বর সন্ন্যাসী শঙ্কর!
পরীক্ষায় জয়যুক্ত তুমি;
মাগ বর হে কল্যাণী,
কল্পতরু আজি আমি তোমারে তুষিতে।

হিরাবতী।—য়্যাঁ-য়্যাঁ—অকস্মাৎ এ কি হেরি!

রাজতগিরিসন্নিভ—জটাজুটধারী,
বাঘাম্বর মহেশ্বর বিরাজে সম্মুখে!
নমো নমো মহেশ্বর,
সৃষ্টিস্থিতি লয়কর,

নমো নমো বিশ্বেশ্বর—প্রাণেশ আমার !
নমো পশুপতি পরমেশ,
আশুতোষ ব্যোমকেশ,
নমো নমো হে মহেন্দ্র—
উপাস্য আমার !

মহাদেব।—তব তপে তৃপ্ত মহেশ্বর,
মনোমত বর—মাগ বরাননে ;
নাহি কিছু অদেয় তোমারে আর।

হিরাবতী।—বর দিতে অধিনীরে করিয়াছ আকিঞ্চন,
কিবা বর প্রার্থে মম মন,
কি আর কহিব ত্রিলোচন,
অন্তরের বাণী—জান তো সকলি শূলপাণি ;
তুমি যে অন্তরযামী ওহে দয়াময় !
হও হে সদয়—দাও পদাশ্রয়,
ইচ্ছাময়—ইচ্ছা মম করহ পূরণ,
পতিত চরণে আমি—আশ্রিত তোমার।

মহাদেব।—হে কল্যাণী, ওঠ—ওঠ তুমি ;
শূলপাণি—তব পাণি করিছে গ্রহণ ;
কামনা পূরণ তব হইবে নিশ্চয় ;
ভক্তির আশ্রয়ে—মহেশ্বরে করেছ বিজয়,
শিবময় আজি শুভে তোমার আলয়,
সদাশিব নিত্য স্থাণু—সুস্থির তোমার দ্বারে।

হিরাবতী।—এতদিনে পূর্ণ হ'ল কামনা ভক্তের !
ভক্তির আশ্রয়ে,
পতিরূপে পেয়েছি তোমায়,
পদাশ্রয় দিয়েছ দাসীরে ;
ভক্তিভরে তোমার কারণে—
রচিয়াছি ধুতুরার মালা,
কৃপা করি পর পরমেশ,
রাখ প্রভু দাসীর মিনতি।

মহাদেব।—দেহ সতি,
তব দান করিব গ্রহণ ;
ছিল ফণিগণ অঙ্গের ভূষণ,
আজি হতে পুষ্প-আভরণ
ধারণ করিবে মহেশ্বর ;
হব অতঃপর ধুতুরার বশ—
তোমার কারণে বরাননে ;
বিল্বদল সনে ত্রিলোচনে
যে করিবে ধুতুরা অর্পণ,
কামনা পূরণ—
অবশ্য করিব তার।

(মহাদেবের কণ্ঠে ধুতুরামাল্য অর্পণ)

সখিগণ।—ধন্য আজি কোচরাজ্য—ধন্য পুরজন,
হ'ল আজি হরসনে—হিরার মিলন।

(কোচরাজ, রাণী ও পুরবাসিগণের প্রবেশ)

রাজা।—হের রাণী—হের পুরবাসিগণ,
হের দেবদেব মহাদেব আলয়ে আমার!
শিব-পাশে হের সবে—
বিরাজে দুহিতা মোর!
নমো নমো দেব বাঘাম্বর,
নমো নমো বিশ্বপতি মহেশ্বর!
ধন্য আজি কোচরাজ্য তব করুণায়—
শিবময় সমুদয় হেরি!
কোচগণে দিয়ে পদাশ্রয়—
অক্ষয় করিলে দেব মহিমা তাদের!
এস এস পুরবাসিগণ,
এস মম আত্মীয় স্বজন,
ভক্ত বন্ধু প্রজাগণ,—
কোচরাজ্য আজি আনন্দ-কানন,
প্রেমানন্দে পূর্ণ প্রাণ-মন,
সম্মুখে বিরাজে ত্রিলোচন,
হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ বল সর্ব্বজনে।

সকলে।—হর হর ব্যোম্ ব্যোম্!!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(হিমালয়—বিশ্বমঞ্চ)

মায়া।

মায়া।—ভক্তির আকর্ষণে ভিক্ষাভোক্তা ভগবান আজ ভক্ত-ভবনে বন্দী;—আর এখানে ভগবতী ভিক্ষাশী স্বামীর প্রতীক্ষায় অনাহারে অনিদ্রায় অবস্থান করছেন! ভক্তের অর্চ্চনায় ভোলানাথ আজ আত্মহারা,—ভক্তকে তুষ্ট করতে জগদগুরু আজ কল্পতরু! জীবকুলের হিত সাধনে তিনি যে ভিক্ষাব্রতধারী ভিক্ষু—তাও তিনি বিস্মৃত হয়েছেন! এখন আর বিশ্বনাথ জীবের নন, জায়ার নন, পুত্রের নন, বিশ্বের নন—এখন শুধু তিনি ভক্তের! এখন ভগবতীকে কোনো ক্রমে ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত না করলে তাঁর আর উদ্ধারের উপায় নেই! তাই সংসারের মায়া আমি—ত্রিসংসারের অধিশ্বরী আত্মবিস্মৃত পার্ব্বতীকে স্বামীর সংবাদে আত্মহারা করে স্বামী-সকাশে নিয়ে যেতে এসেছি। কিন্তু একবার যদি মহাদেবী প্রকৃতিস্থ হন, তাহলে তখনই ক্ষুদ্র মায়ার প্রভাব চূর্ণ হবে—হয় তো তার ফলে হরকোপানলে মদনের মত মায়াকে মহামায়ার রোষানলে দগ্ধ হতে হবে! কি করব, বিধাতার নির্ব্বন্ধ, আমি মায়া নিমিত্ত মাত্র! [প্রস্থান।

(উমার প্রবেশ)

উমা।—দিনের পর দিন, দেখতে দেখতে কতদিন চলে গেলো,—কিন্তু দীনবন্ধু তো আজও ফিরলেন না! আমার নিবারণ না শুনে—আমাকে ভিক্ষার সার্থকতা বুঝিয়ে দিয়ে, প্রভু আমার ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করেছেন! শুনেছি—ভিক্ষা নাকি অনায়াসলভ্য, তবে তাঁর ফিরতে এত কাল-বিলম্ব কেন? তবে কি হিমালয়ে ভিক্ষাও এখন সুলভ নয়! হিমালয়বাসী কি সন্ন্যাসী আশুতোষকে এক মুষ্টি তণ্ডুলকণা দিয়ে তুষ্ট করতেও অক্ষম! হায়, আমি তাঁর সহযাত্রী না হয়ে কেন তাঁকে একা যেতে দিলুম! বুঝি প্রভু আমার ভিক্ষা-আহরণে অক্ষম হয়ে লজ্জায় এখানে ফিরছেন না, কিম্বা হয় তো হিমালয়ের সীমা পরিত্যাগ ক'রে কোন্ দূর দূরান্তরে ভিক্ষা আহরণ করতে গিয়েছেন! তাঁর অভাবে হিমালয় আজ শূন্যময় দেখছি! ওই বিল্বমঞ্চ আজ শিবশূন্য, মঞ্চের উপর আজ তো আমার সেই অনিন্দ সুন্দর বাঘাম্বর বিশ্বেশ্বর নাই! ডুম্বরুর মধুর ধ্বনি আর তো শুনতে পাইনা,—বোম্ বোম্ রবে আর তো এই পুণ্য আশ্রম মুখরিত হয় না,—অহিকুল আকুল হ'য়ে আর তো এখানে খেলা করে না? সবাই চলে গেছে—প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে সাথী-সহচর সকলেই অন্তর্দ্ধান করেছে,—শুধু তাঁর স্মৃতি স্মরণ করতে স্বামীর পরিত্যক্ত শ্মশানে অভাগিনী আমি একাকিনী পড়ে আছি! পতির জন্য একদিকে

অন্তরের এই চাঞ্চল্য, আবার অন্যদিকে যেন কার আকর্ষণে—যেন কার মর্ম্মভেদী আহ্বানে প্রাণ আমার কাতর হয়ে উঠেছে,—মনে হচ্ছে যেন আমার শত শত পুত্র আমাকে তাদের জননী বলে ব্যাকুল হয়ে ডাকছে,—তাতে প্রাণ আমার মমতায় কেঁদে উঠছে! কেন এমন হচ্ছে—বুঝতে পারছি না,—কিএ রহস্য কে জানে!

(বেগে মায়ার প্রবেশ)

মায়া।—মা! মা! মা!—উহুঃ—মা!

উমা।—কে মা তুমি, এমন করে ছুটে এলে! আহা—খুবই ছুটে এসেছ দেখছি;—বস মা—বস।

মায়া।—মা গো! আমি অনেক দূর থেকে ছুটতে ছুটতে আসছি,—বড় আশা ক'রে তোমার কাছে এসেছি,—আমার একটা কথা রাখবে মা?

উমা।—কি কথা মা—বল!

মায়া।—তোমার কথা কি মিষ্টি! তুমি-মা যথার্থই করুণাময়ী! মা গো, আমি বড় অনাথিনী, আমি ভিখারিনী; ভিক্ষার জন্য লোকের দোরে দোরে ঘুরিছি—কিন্তু কেউ আমাকে কিছু দেয় নি—কোথাও আমি ভিক্ষা পাই নি! মা! তুমি আমাকে কিছু দেবে,—তোমার কাছে ছুটি ভিক্ষা পাব মা?

উমা।—(স্বগত)—প্রভু! তুমি কোথায়? এস,—হে ভিখারী, শীঘ্র এস। তোমার আশ্রমে আজ ভিখারী ভিক্ষার জন্য উপস্থিত! ভিখারীরও ধর্ম্ম আছে? এস প্রভু—ভিক্ষা

নিয়ে সত্বর এস! অনাহারে আমাদের কষ্ট নেই, কিন্তু ভিখারীকে বিমুখ করতে যে কষ্ট—তার যে তুলনা নেই প্রভু!

মায়া।—হ্যাঁ মা, চুপ ক'রে কি ভাবছ? কিছু বলছ না কেন? তবে কি এখানেও আমি ভিক্ষা পাব না,—তুমিও কি আমাকে কিছু দিতে পারবে না মা?

উমা।—মা! তুমি একটু অপেক্ষা করো—একটু বিশ্রাম করো; আমার ভিখারী স্বামী ভিক্ষা আহরণ করতে গেছেন,—তিনি এখনি আসবেন; তুমি একটু অপেক্ষা কর মা—একটু অপেক্ষা করো।

মায়া।—আহাহা! তোমার স্বামী ভিখারী! আমি ভিখারীর দোরে ভিক্ষা চাইতে এসেছি! মা! আমি আমার নিজের পেটের জন্য ভিক্ষা চাইতে আসি নি;—একজন ভিখারীর জন্য ভিক্ষা করতে এসেছি। আহা—তার বড় কষ্ট মা—বড় কষ্ট; সে বুঝি আর কখনো কারুর কাছে হাত পাতে নি; কি করে ভিক্ষা চাইতে হয়—তাও বুঝি সে জানে না; মুখে কেবল 'ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও' বলছে—আর পাগলের মতন পথ বন পাহাড় ভেঙ্গে চলেছে! তার বেসও ঠিক পাগলের মত—পরনে কাপড়ের বদলে বাঘের ছাল, গলায় হাড়ের মালা, গায়ে ছাই ভস্ম মাখা—

উমা।—য়্যাঁ—কি বললে!—না-না বল—তার কথা বল—

মায়া।—তারই কথা তো বলছি মা! আহা তার কথা বলতে আমার কান্না পাচ্ছে। আহা, তার বেশ দেখে কেউ তাকে

দিলে না—সে নাকি অনেক দিন ধরে 'ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও' ব'লে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আহা—তা দেখে দুঃখে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে,—তারই জন্যে আমি ভিক্ষা করতে এসেছি, তারই জন্যে লোকের দোরে দোরে ঘুরিছি, কিন্তু—এখানে কারুর সংসারে সুখ নেই—সোয়াস্তি নেই—তাই ভিক্ষা মেলেনি; আহা, তার জন্য আমার বড় কষ্ট—

উমা।—ভিখারিনী! মা আমার—উঃ—আর ব'লনা—চুপ কর; আমার ভিখারী স্বামী আর এখানে ফিরবে না! মা! আর কি বলবো—তুমি যে ভিখারীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে আমার কাছে ভিক্ষা করতে এসেছ—তিনিই আমার স্বামী!

মায়া।—আহাহা—সে-ই তোমার স্বামী! আ-মরি-মরি!—আমি শেষে তোমারই দোরে ভিক্ষা করতে এসেছি! মা! মা! আমি আর তোমার কাছে কিছু চাইব না; সামনে ঐ রাজবাড়ী দেখছি—আমি ঐখান থেকে ভিক্ষা চেয়ে আনবো, তোমার স্বামীকে দোব।

উমা।—না-না-যেয়ো না, ওদিকে যেয়োনা মা;—ওখানে ভিক্ষা চেয়ো না!

মায়া।—কেন মা,—ওখানে ভিক্ষা চাইতে বারণ করছ কেন? ওখানেও কি ভিক্ষা মিলবে না?

উমা।—ওখানে ভিক্ষা পেলেও স্বামী আমার সে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন না!

মায়া।—তবে মা যাই—আর কোথাও দেখিগে; বাবা আমার

ক্ষুধায় কাতর,—আমি আর থাকতে পারছিনা; যাই মা—যাই!

উমা।—কোথা যাবে তুমি ভিখারিণী!
পতির বারতা মোরে করিয়া প্রদান,
একাকিনী রাখিয়া হেথায়,
কোথা যাবে তুমি?
পতি মম ভিক্ষা তরে
পথে পথে ফেরে,
অনাহারে বলহীন,
ক্ষুধাতুর ব্যাকুল পথশ্রমে;
পত্নী আমি কেমনে রহিব হেথা!
চল মাতা—
লয়ে চল আমারে তথায়,
তুমি তো দুহিতা,
আমি যে জননী তোর!

মায়া।—মা! মা! তুমি কি সেখানে যেতে পারবে? সে যে অনেক দূর,—তোমার তো কষ্ট হবে না? পায়ে তো ব্যথা লাগবে না?

উমা।—যে ব্যথায়—ব্যথিত হৃদয় মম,
পথশ্রমে ততোধিক ব্যথা কিবা পাব!
ক্লেশ ব্যথা তুচ্ছ মানি,
মৃত্যু নাহি গনি—

স্বামীর কারণে !
যাব স্বামীর সন্ধানে,
সর্ব্বস্থানে খুঁজিব তাঁহায়,
ত্রিভুবনে নাহি হেন অন্তরায়—
বাদী হবে সতীর উদ্যমে !
চল তবে—
বিলম্ব কি হেতু আর !

(গিরিরাজ ও মেনকার প্রবেশ)

গিরিরাজ।—কোথা যাও জননী আমার !
শূন্য করি হিমালয়,
চূর্ণ করি পিতার হৃদয়,
যেতে চাও কোথায় জননী ?

উমা।—পিতা ! ভিখারিণী দুহিতা তোমার,
চলিয়াছে ভিখারী স্বামীর পাশে !
পিতা, তব বাক্য করিতেছি প্রত্যহ লঙ্ঘন,
মন তাহে বিষাদে মগন ;
কিন্তু পণ বড় ভয়ঙ্কর !
করহ মার্জ্জনা—
বার বার নিবারণ ক'রনা আমায় !

গিরিরাজ।—মা জননী !
তব কাছে— কিবা অপরাধে
অপরাধী আমি।

পিতৃবক্ষে করি শেলাঘাত—
কি সুখ পাইবি মা!
আয় মা আলয়ে— শিবের সন্ধানে
দূত আমি চারিধারে করিব প্রেরণ,
সসম্মানে আনিব ভবনে তারে,
গিরিরাণী মার্জ্জনা চাহিবে;
দে মা—সম্মতি তায়,
ফিরে আয় গৃহে মোর নয়ন পুতলী

মেনকা।—উমা! কর মা আমারে ক্ষমা;
মোহবশে কহিয়াছি কুবচন,
এবে বিলক্ষণ পাইয়াছি
প্রতিফল তার!
অপরাধ করেছি অজ্ঞানে,
অনুতাপে তপ্ত তাহে মন,
অনুক্ষণ তিতি আঁখিনিরে;—
আয় মা আগারে—
শূন্য গৃহ তোমার কারণে।

উমা।—মাগো, অপরাধ নহে তো তোমার,
অপরাধী কেন ভাব আপনারে?
আমরা হেথায় অপরাধী,
বিধাতার বিধি করিয়া লঙ্ঘন,
স্বামীগৃহে না করি গমন,

এ ভবনে অবস্থান করেছি দুজনে !
বিবাহের পরে—চিরতরে
পিতার আগারে
কন্যা যদি করে অবস্থান,
নিন্দা করে সকলে তাহার,
জেনো ইহা বিধির বিধান !
স্বামীপাশে এখনি যাইব,
পলমাত্র না রব হেথায় ;
পদধূলি দাও গো কন্যায়,
কর শুধু এই আশীর্ব্বাদ—
কন্যার কামনা পূর্ণ হয় ;
অভাগিনী উমা ধায় স্বামীর সন্ধানে !

[উমা ও মায়ার প্রস্থান

মেনকা ।—হায়, হায়, কি হবে উপায় !
উমা মোরে ছেড়ে চলে যায় ;
উমা হারা হয়ে কেমনে রহিব প্রভু,
পাগলিনী হব আমি উমার লাগিয়ে ।

গিরি ।—রাণী !
পাগলিনী আরো কি অধিক হবে ?
শিবনিন্দা করেছ যখন,
পাগলিনী হয়েছ তখন,
এখন আক্ষেপ বৃথা—

শুধু সম্বল রোদন!
কাঁদ—কাঁদ—কাঁদ রাণী,
কেঁদে কেঁদে সারা হও,
ভূমিতে লুটাও,
হাহাকার কর অনুক্ষণ!
হের শূন্য এ ভবন,
আঁধারে মগন সমুদয়,
উমাশশী—লুকাল আঁধার কোলে;
এস রাণী—এস বসিয়ে বিরলে—
কাঁদি দুইজনে—উমা—উমা—উমা—বোলে!

(পর্ব্বত-কামিনীগণের প্রবেশ)

পর্ব্বত-কামিনীগণ।—রক্ষা কর, রক্ষা কর, গিরিরাজ!
সর্ব্বনাশ হ'ল আমাদের!

গিরিরাজ।—আবার কি ঘটিল উৎপাত!
কি প্রমাদ ঘটিল সবার?

১ম কা।—শুন মহারাজ!
দৈত্যরাজ নিকুম্ভ দুর্জ্জন,
অকস্মাৎ পশি হিমালয়ে—
পুত্রগণে লয়েছে হরিয়া;
দুগ্ধপোষ্য বালক তাহারা—
বন্দী এবে দৈত্যের আগারে;
দৈত্যরাজ করেছে ঘোষণা—

পুত্রের জননীগণ,
পশি দৈত্যের ভবনে,
করে যদি আত্মসমর্পণ,
তবেই পাইবে মুক্তি সন্তান সকল!
পুত্রহারা পাগলিনী মোরা—
কাতর চঞ্চল পুত্রশোকে,
রাজপাশে আসিয়াছি প্রতীকার তরে,—
উপায় করহ মহারাজ!

২য় কা।—পুত্রহারা পাগলিনী মোরা,—
রক্ষা কর মহারাজ!

গিরিরাজ।—কি উৎপাত!
যাও—যাও—গৃহে যাও সকলে এখন;
অন্তর চঞ্চল মম;
হের রাণী—পাগলিনী সম
কন্যাতরে করিছে রোদন!
যাও গৃহে—শুনিব সকল কথা পরে,
যথোচিত প্রতীকার করিব তখন।
এস রাণী—এখানে থেকোনা আর,—
হাহাকার চারিধারে শুধু।

মেনকা।—চল—প্রভু!
হায়—উমা মা আমার!

[রাজা ও রাণীর প্রস্থান

পর্ব্বত কামিনীগণ।—হায়! হায়! কি হবে উপায়!

২য়া কা।—রাজা না শুনিল কথা,

যাব কোথা—

পুত্রহারা পাগলিনী মোরা।

১মা কা।—চল—চল—সবে—

দৈত্যপুরে যাই!

মর্ম্মব্যাথা রাজা না বুঝিল,

চলে গেল উন্মাদের প্রায়!

উন্মাদিনী সম, চল ধাই দৈত্যের ভবনে,

পুত্রের কারণে,

নত শিরে অপযশ করিব গ্রহণ!

সকলে।—তাই চল!

পুত্রহারা পাগলিনী আমরা এখন!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

উমা ও মায়া।

মায়া।—হাঁ-মা,—যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালে কেন? কি হল' মা?

উমা।—দাঁড়াও; চুপ করো;—ওই শোনো!

মায়া।—কি শুনবো মা!—কি শুনতে বলছ?

উমা।—কোলাহল শুনতে পাচ্ছ না!—পেছন থেকে কি একটা রোদনের রোল ছুটে আসছে—তা কি তোমার কাণে বাজছে না! শোনো—শোনো,—কাণ পেতে শোনো!

মায়া।—কান্না শুনে কি করব মা? সংসারে কত লোকে কাঁদে,—কে কার কান্না শোনে!

উমা।—কিন্তু আমি যে কারুর কান্না শুনলে স্থির থাকিতে পারি না মা!—কান্না শুনলে আমারও প্রাণ যেন কেঁদে ওঠে! ওই শোনো—কাঁদছে! সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও কে যেন টানছে!

মায়া।—মা! আমরা যেখানে যাচ্ছি—সেই খানে চল, পরের কান্না শুনে কি হবে বল?

উমা।—না—না—কি বলছ! তুমি মা জান না—যার কাছে আমরা যাচ্ছি, পরের কান্না দেখলে সেও বড় কাতর হয়! পর তার বড় আপনার! পর নিয়েই তার সংসার,—পরকে সর্ব্বস্ব দিয়েই সে এখন ফতুর! ওই দেখো—কারা কাঁদছে! আহা—কেন কাঁদছে!

মায়া।—(স্বগতঃ)—মায়ারও সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে! আর নয়—আর নয়—বোধ হয় আত্মবিস্মৃত মহামায়ার স্মৃতি ফিরে এল! আমি আর কি করব,—বিধাতার নির্ব্বন্ধ!

উমা।—আহা কাঁদছে! ছেলের জন্য মা কাঁদছে! ছেলেরা সব দৈত্যের কারাগারে,—তাই মা অধীর হয়ে কাঁদছে!

মায়া।—কি ভাবছ মা!

উমা।—ভাবছি এদের কথা—এদের ছেলেদের কথা; তারা কারাগারে পড়ে কাঁদছে—মাকে ডাকছে! মা কোথায়—মা কোথায়!

মায়া।—ওদের কথা ভেবে কি হবে মা? আমাদের কথা কজন ভাবে? চল মা—আমরা আমাদের কাজে যাই; আহা—আমার ভিখারী বাবা—

উমা।—না—না—এখন আর তাঁকে ভিখারী ব'ল না;—পরের বিপদকালে তিনি ভিখারী নন, তিনি তখন পরমেশ্বর; বিশ্ববাসীর আপদ বিপদ দূর করতে প্রভু আমার বিশ্বেশ্বর; বিশ্ববাসী তাঁর পুত্র—তাই তিনি বিশ্বের জনক!

মায়া।—কেন মা বৃথা বিলম্ব করছ—চল, নিজের কাজে চল; আর এখানে বিলম্ব করে কাজ নেই।

উমা।—না—না—আমি যাব না,—আমার অন্তর বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে; মনে হচ্ছে—দৈত্যের কারাগারে বসে যারা কাঁদছে—তারা বুঝি আমারই সন্তান—তারা সব আমাকেই যেন ডাকছে! দেখ দেখ শরীর আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে—থর থর কাঁপছে! আমি—আমি—

মায়া।—কেন মা মিছে ভেবে নিজে কষ্ট পাচ্ছ—তারা তাদের মাকে ডাকছে!

উমা।—না—না—তারা আমাকে ডাকছে—আমাকে ডাকছে! আমার স্বামী যদি বিশ্বনাথ, তিনি যদি জগতের পিতা, তাহলে—তাহলে আমি কি জগন্মাতা নই! তাহলে ওরা কি

আমার সন্তান নয়! নিশ্চয়—নিশ্চয়—আমিই তাদের মা; পিতা তাদের মহাব্রত পালন করতে গেছে,—তাদের রোদন মায়ের কাণে পশেছে,—মা কি আর স্থির থাকতে পারে!—যাও মা, তুমি তোমার স্থানে যাও,—আমি এখন সন্তপ্ত সন্তানের মা হয়ে—তাদের মুক্ত করতে যাবো।

মায়া।—এ তুমি কি বলছ মা! নিজের কথা আগে ভাবো—

উমা।—ভেবেছি মা ভেবেছি,—নিজের কথা ভেবে এতক্ষণে নিজেকে পেয়েছি।—

মায়া।—এবার তবে তোমার ভিখারী স্বামীর কথা ভাবো,—আহা তার দুঃখের কথা—তার বিপদের কথা ভাবো,—কেন মা এদের দিকে চাইছ? ওরা যদি তোমার সন্তানই হয়, তাহলেও মা—বিপন্ন স্বামীকে ফেলে সন্তানের জন্য ব্যাকুল হওয়া তোমার উচিত নয়!

উমা।—তোমার বোধ হয় সন্তান নেই,—তাই আমাকে এ কথা বলছ; মা কি কখনো সন্তানকে ছেড়ে স্বামীর কাছে গিয়ে স্থির হয়ে থাকতে পারে?—ক্ষেত্রস্বামী ক্ষেত্রকে শস্যরূপী পুত্র দান ক'রে চলে যায়,—ক্ষেত্র তার স্বামীর দান শস্যরূপী সন্তান বুকে ক'রে পড়ে থাকে; সে কি কখনো শস্যদের ফেলে স্বামীর দোরে ছুটে যায়? স্বামী আমার শিবময় মহাদেব; তাঁর শ্রেষ্ঠ দান—সন্তান; সেই সন্তানকে আমায় আগে দেখতে হবে।—আমার স্বামী ভিক্ষা করতে গেছেন—কার জন্যে? তাঁর আবার আহার কি? তিনি

এই সন্তানদের জন্যই তো ভিক্ষা করতে গেছেন! যিনি অনাহারে কত কাল ধরে তপস্যা করেছেন, তাঁর আবার আহার কি?—আর আমার কথা যদি বল, আমিও অনাহারে চিরঅভ্যস্থা; শোনোনি—পর্ণ মাত্র ভোক্ষণ করে আমি পতি-কামনায় তপস্যা করেছিলুম, তাই এখনও আমায় সকলে অপর্ণা বলে!—যাও—আর আমাকে বাধা দিয়োনা,—আমি আমার সন্তানদের কাছে যাবো।

মায়া।—মা আমার কথা শোনো,—সেখানে যেয়ো না,—পরের রোদন কাণে তুল না—

উমা।—স্থির হও,—অনেকদূর এগিয়েছ, আর এগিয়ো না; আমি নিজে ভেবে নিজেকে চিনেছি, তুমি এখনো চেনো নি, তাই বাধা দিচ্ছ! সাবধান! মহামায়াকে আর মায়াপাশে আবদ্ধ করবার প্রয়াস পেয়োনা! যাও—আমার সঙ্গ ত্যাগ করো।

মায়া।—মা! মা! আমাকে রক্ষা করো;—সন্তপ্ত সন্তানগণকে রক্ষা করতে চলেছ, আমিও তোমার সন্তান, আমাকে রক্ষা করো—মার্জ্জনা করো।

উমা।—সন্তান বলেই আগেই তোমাকে মার্জ্জনা করেছি! কিন্তু সাবধান—মার কার্য্যে আর কখনো অন্তরায় হয়ো না!—তুমি আমাকে আমার স্বামীর কাছে নিয়ে যাচ্ছিলে, পথে বিপন্ন পুত্রগণের বিপদ শুনে আমি তাদের কাছে চলেছি,—তুমি এখন তোমার গন্তব্যস্থানে যাও,—আমার সঙ্গে আর থেকো না। [প্রস্থান।

আমি তোমাদের মা! তোমাদেরই মতন পুত্রহারা পাগলিনী আমি! পুত্র হারিয়ে আমি স্থির হয়ে বসেছিলুম, একটা মর্ম্মভেদী রোদন আমি শুনতে পেয়েছিলুম, কিন্তু সে রোদনধ্বনি কোথা থেকে উঠছিল—আমি তা জানতে পারিনি,—তোমরা আমাকে তা জানিয়ে এসেছ, তোমরাই আমাকে পাগলিনী করেছ, তোমরাই আমাকে মায়ের কর্ত্তব্য বলে দিয়েছ! ওগো, তাই আমি এসেছি, তাই আমি এসেছি!

১ম কা।—এসে আর কি করবে মা? এরা তো যেতে দেবে না!

উমা।—সেই জন্যেই তো আমি এখানে এসেছি মা; যাও মা তোমরা সকলে ঘরে ফিরে যাও,—আমি তোমাদের সকলের মাতৃস্নেহ নিয়ে—ছেলেদের উদ্ধার করতে যাব।

২য় কা।—তুমি একা গেলে, দৈত্য তাদের সকলকে ছেড়ে দেবে কেন মা?

উমা।—কেন দেবে না মা,—আমি যে আজ সকলের মা হয়ে যাচ্ছি,—তারা সবাই যে আমার ছেলে, আমি যে সকলেরই মা!—যাও মা, নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরে যাও; তোমাদের শোক দুঃখ, তোমাদের মায়া, তোমাদের মমতা সমস্ত আমাকে দিয়ে তোমরা ঘরে ফিরে যাও! তোমরা ছেলে পাবে—ফিরে পাবে—নিশ্চয় পাবে,—ঘরে ফিরে যাও মা!

১ম কা।—আমাদের বাড়ীতে ফিরে যেতে বলে—তুমি সেখানে একা যাবে?

উমা।—হাঁ মা, আমি সেখানে একাই যাবো,—একা না গেলে আমার উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হবে না ; তোমরা যাও মা,— আর বিলম্ব ক'র না ; বিলম্ব হলে তাদের উদ্ধার হবে না।— বৎসগণ ! আমায় পথ দাও—

১ম বা।—মা ! তুমি কি বলছ ? রমণী হয়ে কোন্ সাহসে তুমি দৈত্যভবনে একাকিনী যেতে চাচ্ছ মা ?

উমা।—বৎস ! যে জলে জীব নিমগ্ন হয়, আবার দারুণ তৃষ্ণায় সেই জল প্রাণ রক্ষার কারণ হয় ! রমণী—অবলা অনাথিনী, একাকিনী, আবার সেই রমণী—জীব-প্রসবিনী জননী ! দৈত্যগণ—বর্ব্বর দুরাচার, কিন্তু রমণীর সন্তান ! জননী আমি—সেই সন্তানের কাছে চলেছি ; ভয় কিসের বৎস ?

২য় বা।—মা ! নিকুম্ভ দৈত্য ভয়ঙ্কর অত্যাচারী ; পর্ব্বতরমণীদের মর্য্যাদা নষ্ট করাই তার উদ্দেশ্য ; তুমি মা আমাদের রাজ কন্যা, আমাদের দেবী তুমি ; তোমার জন্যই এই পর্ব্বত-রাজ্য গৌরবান্বিত ; আমরা তোমাকে কখনই সেখানে যেতে দোব না ; তুমি যদি মা—দৈত্যের নিকট মর্য্যাদা হারাও, তাহলে পর্ব্বতজাতি জগতের কাছে আর কখনো শির তুলতে পারবে না।

উমা।—বৎস ! রমণী পুরুষকে গর্ভে ধারণ করে, তাই রমণী— জগজ্জননী ; পুরুষ কি কখনো জননীর মর্য্যাদাহানি করতে পারে ?

৩য় বা।—যদি পাপীষ্ঠ দৈত্য—তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করতে না চায়! তাহলে মা—

উমা।—তাহলে বৎস, পার্ব্বতী কখনো পর্ব্বতপুত্রদের মস্তক নত করতে দেবে না! বৎসগণ! অন্তরে সন্দেহ পোষণ ক'র না—আশঙ্কাকে স্থান দিয়ো না :—তোমরা কি জান না—একদিন এই পর্ব্বত-প্রদেশে আমারই মতন এক রমণী মাতৃশক্তির মহিমা বিকাশ করেছিল,—দর্পোন্মত্ত দৈত্যকুল সে মহিমা চূর্ণ করতে এসে—তার কমললোচনের কটাক্ষে সবংশে ধ্বংস হয়েছিল!—এ জেনেও কেন আবার জননীর ওপর সন্দেহ করছ!

৪র্থ বা।—না—মা, আর সন্দেহ করব না,—আর তোমাকে বাধা দোব না, বুঝেছি মা—বিপন্নকে রক্ষা করতে—দেবী তুমি—অভয়পানি বিস্তার করে ছুটে চলেছ! যাও মা—জননী, যাও; সন্তানকে রক্ষা কর; দুষ্টকে দমন কর,—জগজ্জননী তুমি—জগতের কল্যাণ বিধান করো!—চল মা সকল—ঘরে ফিরে চল।

[পর্ব্বতকামিনীগণকে লইয়া বালকগণের প্রস্থান

উমা।—ওই—ওই দূরে ওঠে কোলাহল,

পুত্রগণ করিছে রোদন—

কোথায় জননী বলি!

অস্থির অন্তর মম পুত্রের কারণে,

মর্ম্মভেদী আবাহনে,

ধাইব সেখানে—
পুত্রহারা আমি উন্মাদিনী।
ভয় নাই—ভয় নাই—তোদের বাছনি,
মাতা আমি—শুনেছি রোদন,
অঞ্চলে মুছাব আঁখিজল,
কোলে তুলে লইব এখনি। [প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পুরুষপুর,—প্রাসাদ-কক্ষ।

নিকুম্ভ।

নিকুম্ভ।—অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা আমার ;
লালসার পারাবার করিয়া সৃজন,
কিবা করি আকিঞ্চন—
বার বার সুধাই অন্তরে !
মন বলে—
কামনা পূরিবে তোর।
বিশ্বাস আমার—
মন ভগবান ;
মন যাহা বলে,
সিদ্ধ তাহা হয় ভূমণ্ডলে।
মনের আজ্ঞায়—
দুরাশায় হৃদয়ে দিয়েছি স্থান ;

ধন, বল, গৌরব, বিক্রম—
প্রজাপূর্ণ রাজ্য অনুপম্,
করিয়াছি আয়ত্ত হেলায়।
কিন্তু তৃপ্তি নাহি তায়,
এ হৃদয়—মত্ত প্রায়
অসাধ্য সাধনে।
এ ভবনে করি নিত্য সাকার প্রতিমা পূজা,
চতুর্ভূজা প্রতিষ্ঠিতা আলয়ে আমার,
লয়ে নানা উপচার—
পূজা করি প্রত্যহ মাতার,
কিন্তু প্রতিমায়—প্রাণের সঞ্চার
কভু না হইল!
নিত্য পূজাকালে—
বসি মাতৃমূর্ত্তি পদতলে,
করযোড়ে করেছি প্রার্থনা—
হে জননী, পুরাও বাসনা,
তব প্রতিমায়—একবার কর প্রাণময়,
সংশয় ঘুচাও মাতা—
বারেক দর্শন দাও সন্তানে তোমার!
পুত্রকথা কভু না রাখিল মাতা,
তাই ক্রোধে করিলাম পণ—
টলাইব মায়ের আসন,

এ ভবনে আনিব মাতায়,
প্রতিমায় শক্তিময়ী ভক্তিতে করিব ;
সেই সাধনায় তন্ময় দানবপতি আজি।
শুনিয়াছি—
মার কাণে বাজে যদি পুত্রের রোদন,
হন তিনি অস্থির তখন !
নির্ম্মম দানব আমি,
আঁখি মম অশ্রুহীন চিরদিন,
অক্ষম রোদনে ;
তাই করিয়া কৌশল—
পর্ব্বত-প্রদেশ হতে
অপহরি শিশুগণে এনেছি হেথায় ;
কহেছি সবায়—
'মা—মা—ব'লে—কর সবে
কাতর রোদন ;
আসে যদি জননী তোদের,
কোলে উঠে যাবি পুনঃ আপন ভবনে।'
সকাতরে দিবারাত্রি রোদন করিছে তারা ;
সত্য যদি থাকেন জগতে—
মহাকালী তারা,
হন যদি জগজ্জননী তিনি—
পুত্রের রোদন শুনি আসিবে নিশ্চয়।

অন্যথায়—জননীর প্রতিমার পায়—
নিধন করিব সবাকারে,
পুত্রের শোণিতে সিক্ত করিয়া মাতায়,
প্রকাশ করিব ত্রিসংসারে—
দেখে যাও জগতের জন.
সেজেছেন জননী কেমন,
সন্তান-শোণিতে সিক্ত করিয়া অভয় পাণি ! .
এইবার মন ! মহাপরীক্ষা তোমার।
জয়—পরাজয় আজি হইবে নির্ণয়।

(ভক্তির প্রবেশ)

ভক্তি।—আমার আশ্রয় আজ পরিত্যাগ ক'রে—কোন্ ভরসায় এই মহাপরীক্ষায় জয়যুক্ত হবার বাসনা করছ মহারাজ ?

নিকুম্ভ।—একি ! একি জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি ! কে মা তুমি ?

ভক্তি।—আমার চির আশ্রিত তুমি,—প্রাণতুল্য পুত্র তুমি ; আমায় চিনতে পারছ না !

নিকুম্ভ।—তোমাকে দর্শন ক'রে মস্তক আমার ভক্তিভরে অবনত হচ্ছে—অন্তরের উদ্দাম কামনা যেন সভয়ে কণ্টকিত হচ্ছে। অতি কষ্টে আমি হৃদয়কে সংযত করতে সমর্থ হচ্ছি ! আমার পরীক্ষা, আমার বাসনা, আমার সাধনা চূর্ণ করতে—কে মা তুমি আমার সম্মুখে অকস্মাৎ আবির্ভূতা হ'লে !

ভক্তি।—মহারাজ ! এতদিন তুমি যার আশ্রয়ে থেকে জগন্মাতার আরাধনা করেছ—যার জন্য জগতসংসারে তুমি

আদ্যাশক্তির ভক্ত ব'লে বিদিত হয়েছ—আজ পর্য্যন্ত তুমি যাকে আশ্রয় ক'রে আছ,—আমিই সেই ভক্তি।

নিকুম্ভ।—আশ্রয়দাত্রী করুণাময়ী জননী আমার—অপরাধ মার্জ্জনা কর মা; পুত্রের প্রণাম গ্রহণ করো; পুত্র আমি—চিরদিনই তোমার আশ্রিত; তবে কেন জননী, আশ্রয়-ত্যাগের কথা বলছ! আমি তোমার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে মহাপরীক্ষায় জয়যুক্ত হবার বাসনা করেছি?—একি কথা তুমি বলছ জননী!

ভক্তি।—বৎস! তোমার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করো—এ কথার উত্তর পাবে; তোমার অজ্ঞাতে তোমার অন্তর আমাকে পরিত্যাগ করছে; এতদিন আমাকে আশ্রয় ক'রে তুমি জগজ্জননী ভগবতীর পূজা ক'রে এসেছ, আজ তুমি অভিমানে উদ্দাম বাসনাকে আশ্রয় ক'রে সেই জগন্মাতা আদ্যাশক্তির ওপর শক্তি সঞ্চার করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছ!

নিকুম্ভ।—মা! আমি আজ উদ্দাম বাসনার বশবর্ত্তী হয়ে মহাশক্তিকে আমার ভবনে আনয়নের সঙ্কল্প করেছি—এ কথা সত্য, কিন্তু মা—আমি তো তোমার আশ্রয় ত্যাগ করিনি! তোমাকে আশ্রয় করেই আমি যে এই মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি জননী! বীরাচারী শক্তি-অভিমানী দৈত্য আমি—মায়ের ওপর অভিমান ক'রে, আমার সহজাত-সংস্কার আত্মশক্তির ওপর নির্ভর ক'রে আদ্যাশক্তির সঙ্গে মহাপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছি; শক্তি আমার বাহুতে, দুর্ব্বাক্য আমার

জিহ্বায়,—কিন্তু হৃদয় আমার ভক্তিময়; তোমার আশ্রয় ত্যাগ করে, আমি তো আমার শক্তিপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইনি জননী! তবে কেন এমন কথা বলছ!

ভক্তি।—বৎস! অন্তরের অন্তস্তলে—হৃদয়ের নিভৃত কোনে—ভক্তির অস্তিত্ব প্রচ্ছন্ন রেখে,—প্রকাশ্যে মাতৃশক্তির লাঞ্ছনা করলে, জগত কি তোমার ভক্তির মহিমা বুঝতে পারবে?

নিকুম্ভ।—মা! পিতা যখন পুত্রের দৌরাত্মে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পীড়ন করে, তখন কি পিতার অন্তরে প্রগাঢ় পুত্রস্নেহ সমভাবে বিরাজ করে না? পীড়নের পর সে স্নেহ কি দুকুল-প্লাবিনী তটিনীর মত উচ্ছসিত হয়ে উঠে না? আমি আজ মায়ের ওপর অভিমান ক'রে—মায়ের সন্তানদের পীড়ন করতে আমার হস্ত উদ্যত করেছি—সে কেবল মাকে পাবার জন্য! এ ভবনে মহামায়াকে আনবার জন্য! মার যে মহামহিমময়ী প্রতিমা নিত্য পূজা করি—সেই প্রতিমাকে প্রাণময়ী করবার জন্য! নিপীড়িত সন্তানদের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে মমতাময়ী মা আমার কখনই স্থির থাকতে পারবেন না,—সন্তানকে রক্ষা করতে রক্ষাকালী মা আমার অভয়পাণি বিস্তার ক'রে অবশ্যই আবির্ভূতা হবেন—সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন।

ভক্তি।—কিন্তু যদি ভক্তের অযথা উৎপীড়নে জগজ্জননী ভবানী প্রসন্ন না হয়ে—ভক্তের প্রতি কুপিতা হন,—তাহলে তখন কে তোমায় রক্ষা করবে?

নিকুম্ভ।—কেন মা, তুমিই তখন ভক্তের রক্ষার কারণ হবে; যখন তোমাকে আশ্রয় ক'রে আদ্যাশক্তির ওপর শক্তি-সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হয়েছি, তখন শক্তিদাত্রী মহাশক্তি শক্তিমান সন্তানকে কখনই পদদলিত করবেন না! আমি যে এখানে ভক্তির সংশ্রয়ে শক্তি-সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি জননী!

ভক্তি।—বৎস! তুমি অপূর্ব্ব সাধক; তোমার এ সাধনা সিদ্ধ হোক্—এই আমার আশীর্ব্বাদ। [ভক্তির অন্তর্দ্ধান।

নিকুম্ভ।—আশীর্ব্বাদ ফলিবে নিশ্চয়;

মাতার উদয়—
অবশ্য হইবে মম পুরে;
এ আগারে আনিতে মাতায়—
মত্ত আমি যেই সাধনায়,
সিদ্ধিলাভ তায় হবে এতদিনে।
সিদ্ধির কারণে
হইয়াছি কঠোর নির্ম্মম অতি,
দুগ্ধপোষ্য শিশুর অন্তরে
করিয়াছি দারুণ আঘাত,
পুত্রহারা জননীর প্রাণে
শোকানল জ্বেলেছি স্বেচ্ছায়,
পাষণ্ড পামর আখ্যা লভিয়াছি ভূমণ্ডলে!
কত জনে কত কথা বলে,
দুরাচার দৈত্যের আচার হেরি!

জানি—সব জানি :
শিশুর রোদন—হেরি,অনুক্ষণ,
মাতৃ-শোক-বাণী—নিদ্রায় স্বপনে শুনি :
অন্তর চঞ্চল হয়—
সর্ব্বঅঙ্গ ওঠে শিহরিয়া !
কিন্তু জাগ্রত হইয়া—ভাবি যবে বিচারিয়া—
জগজ্জননী আছেন উপরে,
সবার জননী তিনি জগৎমাঝারে,
তাঁহারি কারণে পুত্রগণে করেছি পীড়ন,
পাপ তাহে হবে কি কারণ ?
যদি তাহে পাপের সঞ্চার হয়—
পুত্রের রোদনে—রাখিতে সন্তানে
জগন্মাতা আসিবে নিশ্চয়,
হেরি মাতৃমূর্ত্তি পুণ্যময়,—
পাপমুক্ত হইব নিশ্চয়,
স্থান পাব—মাতার চরণে !
এ বিশ্বাস স্থাপিয়া অন্তরে—
সিদ্ধিতরে মত্ত আছি সাধনায়।
সিদ্ধিদাত্রী জগদ্ধাত্রী সর্ব্বার্থসাধিকে শিবে !
সিদ্ধিরূপে সিদ্ধ কর সন্তান-সাধনা,
মনস্কাম পূর্ণ কর জগৎ-জননী। [প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মন্দির।

(তারা-মূর্ত্তির সম্মুখ)

শৃঙ্খলাবদ্ধ পর্ব্বত-কুমারগণ দণ্ডায়মান ;
উভয়পার্শ্বে প্রহরণধারী দৈত্যগণ।

১ম দৈত্য।—ডাক্ ডাক্—মাকে ডাক্ ;—তোদের মাকে ভাল ক'রে ডাক্।

১ম বালক।—দিন রাত ধরেই তো ডাক্‌ছি,—আর কত ডাক্‌বো

২য় দৈত্য।—আরে এইবার শেষ ডাক দে - এ ডাকে আসে ভাল, নইলে—বুঝেছিস্ তো—

১ম দৈত্য।—আরে ডাক্—ডাক্—সবাই মিলে আবার ডাক্ :—মহারাজের হুকুম, তোদের সকলকে এক সঙ্গে ডাকতে হবে,—ডাক্ ডাক্—

(নিকুম্ভের প্রবেশ)

নিকুম্ভ।—থাক্ থাক্ আর ডাকিস্ নি, চুপ কর ; মা তোদের ডাক্ শুনলে না,—তোরা এত ডাকছিস্, কাঁদছিস, তোদের মা'র তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই ; তোদের ওপর মায়ের এমনই দরদ !

১ম বালক।—আমাদের মাকে কেন দুষছ দৈত্যরাজ ! মার কি অপরাধ ! আমাদের ডাক কি মায়ের কাণে পঁছেছে মনে কর !

নিকুম্ভ।—এত ডাকাডাকি—এত কান্নাকাটি যদি মায়ের কাণে

না পঁহুছে থাকে, তাহলে বুঝব—মায়ের কাণ নেই, মা—শুনতে পায় না, কিম্বা সংসারে মা ব'লে কেউ নেই!

২য় বা।—সংসারে মা যদি না থাকবে, তাহলে মায়ের ছেলে আছে কি করে? আমাদের মা আছে,—আমরা মায়ের ছেলে!

নিকুম্ভ।—তাহলে ছেলের কান্না শুনে—মা কেন না ছুটে আসে!

১ম বালক।—মা কি আমাদের এখানে আছে! অনেক দূর; সে অনেকদূর; কতদূর থেকে তোমরা আমাদের ধরে এনেছ—তাকি জানো না?—আমরা এখানে কাঁদছি—এখান থেকে মাকে ডাকছি, দূরে থেকে মা কি ক'রে শুনবে?

নিকুম্ভ।—ব্রহ্মাণ্ডের পরপারে থাকলেও, ছেলের বিপদের ডাক মা শুনতে পায়; ছেলের বিপদের কথা মন যে মাকে জানিয়ে দেয়; ছেলে কষ্ট পেলে মার বুক কেঁপে ওঠে; দূরে থেকেও কল্পনার চোখে মা যে ছেলের বিপদ দেখতে পায়!—মা যদি থাকতো—তাহলে এতক্ষণ ছুটে আসতো, তোদের রক্ষা করত! কিন্তু মা নেই; জগন্মাতা—শুধু শোনা কথা;—মা আমার জগজ্জননী—শুধু কাণে শুনি, কখনো দেখিনি—জীবনে কখনো প্রত্যক্ষ পরিচয় পাই নি! মিথ্যা—মিথ্যা সব! জগতে মা নেই—মা নেই।

২য় বালক।—মা যদি নেই—এইই যদি তোমার মনের ধারণা, তবে কেন আমাদের মাকে এখানে আনবার জন্য এত আয়োজন করেছ! তবে কেন আমাদের ধরে এনে—

আমাদের কাঁদিয়ে—আমাদের ডাক শুনিয়ে আমাদের মাকে আনতে পাগল হয়ে উঠেছ !

নিকুম্ভ।—মাকে আনবার জন্য কেন এত আয়োজন করেছি—মাকে আনতে কেন আমি পাগল হয়ে উঠেছি,—শুনবি ? শুনতে চাস্ তোরা ? শোন তবে ;—ওরে ! আমিও তোদের মতন অভাগা,—আমিও মাতৃহীন ; মা আছে মনে ক'রে অনেকদিন ধ'রে—মা মা ক'রে ডেকে আসছি—কিন্তু এক দিনের জন্যও মার দেখা পেলুম না। মা কেমন, তা কখনো দেখলুম না ! তাই তোদের ধরে আনলুম, ভাবলুম—আমার ডাকে যখন মা এলো না, আমাকে যখন মা দেখা দিলে না,—তখন দেখি তোদের ডাকে মা আসে কি না ; দেখি তোদেরও মা আছে কিনা !—কিন্তু এখন দেখছি আমরা সবাই সমান ; আমারও মা নেই—তোদেরও মা নেই ; সংসারে মা ব'লে কিছু নেই—আছে শুধু মায়া !

১ম বালক।—তাই যদি, তবে কেন আর আমাদের ধরে রেখেছ, এবার আমাদের ছেড়ে দাওনা দৈত্যরাজ,—মার ছেলে আমরা—মার কোলে ফিরে যাই !

নিকুম্ভ।—আবার—আবার মার কথা ! মার কোলে আবার তোরা ফিরে যেতে চাস ? মা কোথায় ? মা কি আছে—যে ফিরে যাবি ? মা নেই—মা নেই—আছে শুধু মায়া। এই মায়ার ফেরে আমরা মা-মা করে কাঁদি—মা মা বলে

ডাকি! আজ এই মায়ার বন্ধন ছিন্ন করবো। মায়ের নাম মায়া হয়ে সন্তানকে মজায়; মার মুখ চেয়ে সন্তান একুল ওকুল ছকুল হারায়;—সেই মায়া আজ চূর্ণ করবো; মার নাম নিয়ে—আজ মার সম্মুখে সন্তান বলি দোব,—মায়ের খর্পরে সন্তানের মস্তক ছিন্ন করবো,—সন্তান-শোণিতে মাতৃরূপিনী মায়ার সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত করবো মায়ার সঙ্গে মায়ের মহিমা সংসার থেকে লুপ্ত হোক!—দেখ পর্ব্বত শিশুগণ! সম্মুখে তোমাদের মহাবিদ্যা তারার ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! ও মূর্ত্তির সম্মুখে তোমাদের সকলকে বলি দোব! প্রস্তুত হও—সকলে স্থির হও—তারার ওই লেলিহান রসনার সঙ্গে মৃত্যুর সংহারলীলা কল্পনা কর!

২য় বালক।—য়্যাঁ—য়্যাঁ—আমাদের বলি দেবে দৈত্যরাজ!

১ম বালক।—মার সম্মুখে—সন্তান-বলি দেবে!

নিকুম্ভ।—মা! মা! এখনো—মা! ও কি মায়ের মূর্ত্তি? না—ও মূর্ত্তি মায়ার! ও মূর্ত্তি রাক্ষসীর! দেখছো না—লোল জিহ্বা করাল দংষ্ট্রমালা জীবের রক্তমর্জ্জা শোষণ করবার জন্য কি ভীষণ হয়ে উঠেছে! দেখছ না—সর্ব্বনাশী এখন শুধু সংহাররূপিনী,—বরাভয়করা—ভীমা ভয়ঙ্করা অসি-খর্পর-ধারিণী—শুধু সংহারের জন্য—রক্তপানের জন্য! মা কোথায়? এখানে মা নাই,—বিশ্বে মা নাই! ক্ষুধাতুরা রাক্ষসী—ক্রমেই বিভীষিকা বিকাশ করছে—ক্রমেই লোল রসনা বিস্তার করছে! রক্ত—রক্তচাই—রক্ত-সিক্ত প্রাণ

চাই—বলি চাই!—বস'—এইস্থানে সকলে মস্তক নত করে বস'—আমি স্বহস্তে বলি দোব!—খড়্গ—খড়্গ—আন—করালীর সেই মহা খড়্গ!

১ম বালক।—ভাই সব! দুঃখ কিসের! শোক কিসের! সম্মুখে আমাদের আদ্যাশক্তি মহাদেবী তারা বিরাজিতা,—এই যে আমাদের মা-জননী;—এক মাকে ডাকছিলুম, বিশ্বজননীর অনুগ্রহ পেলুম!—আয় ভাই মার নাম নিয়ে—মার পদতলে শির নত ক'রে বসি,—মার সম্মুখে যদি মরি, সে মরণ কত সুখের কত গর্ব্বের কত আনন্দের!

বালকগণ।—(জানু পাতিয়া)—মা! মা! মা!

২য় বালক।—দৈত্যরাজ! আমরা প্রস্তুত;—
তোমার কাজ আরম্ভ কর।

(জনৈক দৈত্যের খড়্গ লইয়া প্রবেশ)

দৈত্য।—মহারাজ! এই খড়্গ নিন্!

নিকুম্ভ।—দাও—দাও; করালীর মহাখড়্গ,—সম্মুখে মহাবিদ্যা তারা, পদতলে তার প্রাণদানেচ্ছু সন্তান! কি মহান দৃশ্য! মন স্থির হও; দৃঢ় হও;—মহাশক্তির সঙ্গে শক্তি-অভিমানী সন্তানের মহাপরীক্ষা!—

জয় তারা! জয় তারা! জয়তারা!
হের মাতৃহারা সন্তান পতিত,
মাতার অভাবে মরিবে অকালে;
এই ভীম খড়্গাঘাতে—

একে একে ছিন্ন করি শির সবাকার,
মুণ্ডমালা গাঁথিয়া আবার—
অর্পিব তারার গলে ;
মহাকুতুহলে—সর্ব্ব অঙ্গে
ঢালিব শোণিতরাশি,
বিশ্ববাসী মুগ্ধ হবে—
হেরি সেই মূরতি সুন্দর !
জয় তারা ! জয় তারা !
হের মহাশিল্পা—মহাদেবী
মুক্তজটা বাঘাম্বরী—
ত্রিনয়নী করালিনী ভয়ঙ্করা !
তোমার সম্মুখে করি—
সন্তান নিধন,
মাতৃহীন ত্রিভুবন—করি সদর্পে প্রচার !
জয় তারা ! জয় তারা ! জয় তারা !

বালকগণ।—মা ! মা ! মা !

নিকুম্ভ।—মিথ্যা কথা ;—বিশ্বে নাহি মাতা ;
তোরা সবে মাতৃহীন !

(উমার প্রবেশ)

উমা।—না-না—আর এরা নহে মাতৃহীন ;
হের মাতা বিরাজে হেথায় ;
এতক্ষণে মাতৃহারা পুত্রচয়

পাইবে আশ্রয়
পুত্রহারা মাতার কোমল কোলে!
আয় আয় আয়রে বাছনী,
এসেছে জননী,
আয় কোলে—
অঞ্চলে মুছাই আঁখিজল।

বালকগণ।—য়্যাঁ! য়্যাঁ! মা! মা! মা! কই মা!—
(উঠিবার উপক্রম)

নিকুম্ভ।—সাবধান! স্থির থাক সবে!
উঠ কার ডাকে?
মা বলিয়া কিছু নাহি এ জগতে;
মায়া এইস্থানে
আসিয়াছে মূর্ত্তিমতী হয়ে!
কে তুমি রমণী!
কি কারণে এসেছ হেথায়?
উন্মাদিনী প্রায়—
একি তব আচরণ হেরি?

উমা।—শোন রে বাছনি,
সবার জননী আমি;
পুত্র লাগি করিয়াছ আমারে চালন,
সে কারণ এসেছি হেথায়;
তিরস্কার কেন কর!

নিকুম্ভ।—(স্বগতঃ)—

এই বুঝি জগৎ-জননী!—
শুনি পুত্রের রোদনধ্বনি,
কাত্যায়নি উদিলা হেথায়!
জিনি কোকনদদল, মনোরম পদতল,
ঢল ঢল রূপের লাবণ্য হেরি;
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না—ভালে শশী সুশোভনা,
দিব্যাম্বর পরিধানা, ষোড়শী আকার!
এক নেত্রে প্রভাকর, অন্য নেত্রে নিশাকর,
উর্দ্ধনেত্রে বৈশ্বানর কিরণ সঞ্চার!
বরাভয়করা—এ মূর্ত্তি মাতার;
জগন্মাতা এসেছেন সন্তানে রাখিতে!
আমিও সন্তান তাঁর,
করি অভিমান মাতার উপর,
শক্তির সাধনে ব্রতী;
ব্রতভঙ্গ কভু না করিব,
মাতৃপূজার এ নয় সময়;
যতক্ষণ মাতৃশক্তির না পাইব পরিচয়,
মম শক্তি না হবে বিজয়,
ততক্ষণ শক্তি-পদে
এই শির কভু না পাতিব!
মাতা-পুত্রে বিষম পরীক্ষা আজি,

ভক্তি সনে শক্তির সমস্যা!
(প্রকাশ্যে)
শোনো দেবী, বিশ্বাস আঁমার—
মাতৃহীন এ সংসার,
মাতা নাহি হেথা,
আছে শুধু—মায়া।
হের ওই লোল-জিহ্বা করাল বদনা তারা—
মাতৃরূপে মায়াডোরে
বাঁধিয়াছে জীবগণে,
পাষাণ মূরতি শুধু করি নিরীক্ষণ,
মাতৃত্বের নিদর্শন—কোথায় এখন!
মাতা নাই মাটির সংসারে,
আজি এই বালক সবারে—
তারার চরণে তাই—
অকাতরে দিব বলিদান!
হের হের ঘনশ্যামা বিকট দশনা,
ভুজঙ্গভূষণা তারারূপা ভয়ঙ্করী—
সঞ্চালন করিছে রসনা,
বাধাদান ক'র না রমণী।

উমা।—লোল-জিহ্বা করাল বদনা তারা—
নহে বৎস, পুত্রের সংহারে;
অসুর ধ্বংসের তরে,

অসি-খর্প-করে—রণোন্মত্তা জননী তোমার !

পুত্রের পালনে—

মা তোমার প্রফুল্লবঁদনা স্মেরাননা সনাতনী !

দিব্য নেত্র ধরি—

কর পুত্র নিরীক্ষণ,—

নাহি আর লোলজিহ্বা লম্বোদরা ব্যাঘ্রছালপরা তারা,

ঘোরা শবাসনা—সংহার মূরতি শ্যামা—

এবে—পুত্রকালে গণেশজননী উমা।

[তারা মুর্ত্তির পরিবর্ত্তন,—গণেশ-জননী মূর্ত্তি প্রকাশ]

বালকগণ।—জয় মা! জয় মা! জয় মা!

নিকুম্ভ।—চুপ করো ;

মা বলিয়া ক'রনা চীৎকার!

মায়া ইহা জানিয়ো নিশ্চয় ;

প্রাণময় নহে ও মূরতি।

পাষাণ প্রতিমা—সেইমত এখনো পাষাণ,

আস্তরণ ভেদ শুধু হেরি!

নাহি ডরি ইহার কারণ,

পণ করিব পূরণ—

একে একে বধ করি শিশুগণে! [খড়্গ উত্তোলন।

উমা।—মাতা আমি—রয়েছি এখানে,

মাতৃ-সন্নিধানে পুত্রগণে কে করে নিধন!

পুত্রের পালনে—আমি মাতা—গণেশজননী,

পুত্রের রক্ষণে—আমি কালী—সংহাররূপিনী!
হের হের দেবীর প্রতিমা—
আপনি হইলা কালী—করাল বদনা!

[কালীমূর্ত্তি প্রকাশ।

মুক্তকেশী দিগম্বরী বিকটদশনা,
চতুর্ভুজা লোলরসনা ভয়ঙ্করী!
মুণ্ডমালাগলে—গলিত রুধির,
অসুরনিকর-কর কটিতে কিঙ্কিনী!
সন্তানরক্ষার তরে সংহারিনী
জননী এখন।

নিকুম্ভ।—মা জননী! অন্তর্য্যামিনী তুমি,
সন্তানের কথা জেনেছ সকলি;
সন্তানের মনোসাধ পূর্ণ এতদিনে!
অভিমানভরে—তব সনে করি বাদ,
আমি মুক্ত আজ;
মাতা আজি বিরাজে ভবনে মোর।
জননীগো!
সতী সাধ্যা তুমি জগত আরাধ্যা,
ভক্তিবাধ্যা ত্রৈলোক্য তারিণী,
তুমি আদ্যাশক্তি, তুমিই সাধক ভক্তি,
পাপমুক্তি—মুক্তিবিধায়িনী তুমি,
চিন্ময়ী—শিবে শিবানী,

যোগাদ্যা মহাযোগিনী,
ব্রহ্মাণ্ড বীজরূপিনী জগন্ময়ী সনাতনী :
শাশ্বতী ঈশ্বরী তুমি,
ষোড়শী ভুবনেশ্বরী, তুমি নারায়ণী :
দশবিধ স্বরূপিণী—পঞ্চবিধ প্রসরিনী,
ষড়রিপু নিস্তারিণী—তুমি মা ভবানী ;
তুমি ত্রিগুণা ত্রাণকর্ত্রী,
জ্ঞানরূপা জ্ঞানদাত্রী,
সুখদা মোক্ষদা গায়ত্রী—
পরমা পরমাত্মিকা তুমি সর্ব্বময়ী !
আমি দুষ্টবুদ্ধি দানব দুর্জ্জন,
করিয়াছি তোমারে চালন,
সন্তানের অপরাধ ক্ষম—ক্ষেমঙ্করী !

উমা।—বৎস ! মাতা আর নহে সংহারিণী,
সন্তান পালন তরে—
অন্নদানে চলিয়াছি ভূমণ্ডলে ;
জীবগণ সন্তান আমার,
তুমিও সন্তান ;
সন্তানের অপরাধ—
জননী ক্ষমেন সদা ;
ওঠ পুত্র,
ক্রোধ নাহি তো আমার।

নিকুম্ভ।—তবে—মা আমার—

কর তনয়ের কামনা পূরণ ;

বীরাচারী এ নন্দন—

করে প্রত্যহ পূজন—

ভয়ঙ্করা মূরতী তোমার ;

একবার সে মূরতী ধরগো জননী,

হও চতুর্ভুজা—লোল জিহ্বা—

শবারূঢ়া মহাভীমা মহাদেবী ;

পূজি নিত্য যে প্রতিমা—

একবার প্রাণময়ী কর তারে শ্যামা ;

পূর্ণ কর পুত্রের প্রার্থনা সনাতনী।

উমা।—কি হেতু বাছনি,

কর হেন আকিঞ্চন ?

মা কি তোর—

শুধু সৃষ্টিস্থিতি সংহারকারিনী,

কৃপানধারিণী, শবারূঢ়া, ভীমা ভয়ঙ্করী !

আমি যে এখন—

বিসৃষ্টির সৃষ্টিরূপা জগৎ পালনে,

স্থিতিরূপা সন্তান-সুখের তরে !

সমগ্র জগত—সমস্বরে

করে শুধু আবাহন—জননীশক্তির !

জীব সব ক্ষুধায় কাতর,

অন্নশূন্য মেদিনী এখন ;
জীবের শিবের তরে
স্বামী মম সেজেছে 'ভিখারী,—
অনাহারী জীবগণে দানিতে আহার,
দুঃখ তাদের করিতে মোচন,
ধরিব অপূর্ব্ব মূর্ত্তি জগতে এবার,
অন্ন বিতরণ করিব হেলায়—
অন্নকষ্ট না রবে ধরায়,
জীবচয় ধন্য হবে সে মূর্ত্তি নেহারি।

নিকুম্ভ।—দেখাও জননী—
তবে সে মূর্ত্তি তোমার !
একবার—একবার দেখাও জননী,
সন্তানের সাধ করহ পূরণ,
করি সার্থক নয়ন—
নিরখিয়া ভবিষ্যৎ মূরতী তোমার !

[প্রতিমার পরিবর্ত্তন ;—অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি প্রকাশ

উমা।—দেখ ভক্ত, ভবিষ্যৎ মূরতি আমার !
এইরূপে ধরাধামে হইব প্রকাশ,
অন্নক্ষেত্র করিব বিকাশ,
জীবের দুর্গতিনাশ তরে—
অন্নদান অকাতরে করিব সবায়।

নিকুম্ভ।—একি মূর্ত্তি দেখালে জননী !

বালার্কবরণা ত্রিনয়না সিংহাসনা রাজরাজেশ্বরী !
রক্তাম্বর পরিধানা, রত্ন-ভূষণ-ভূষিতা—
কিরিটকুণ্ডলধৃতা শরদেন্দুবদনী জননী !
স্বর্ণ দর্ব্বী—অন্নপূর্ণ রত্নথালা করে—
অন্নদানে অন্নপূর্ণা জননী ভবানী !
এ রূপের নাহি তো তুলনা !
দাও মা—দাও মা অন্ন,
জীবগণে কর ধন্য,
পূর্ণ হোক বসুন্ধরা—তোমার মহিমা গানে !
পুণ্যবান মোরা সবে এ মূর্ত্তি নেহারী,
আয় ভাই—সবে মিলি—সমস্বরে বলি,—
জয় মা অন্নপূর্ণা—জয় বিশ্বেশ্বরী।

সকলে।—জয় মা অন্নপূর্ণা—জয় বিশ্বেশ্বরী ! !

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অলিন্দ।

নিকুম্ভ।—মা! তোমার আদেশ পালন করেছি,—পর্ব্বত শিশু-দের তাদের মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।—মা! এবার তোমায় ভক্ত সন্তানকে সন্তানের কার্য্য করতে অনুমতি করো।

উমা।—তুমি এখন কি করতে ইচ্ছা কর পুত্র?

নিকুম্ভ।—মা! যে মহামহিমময়ী মূর্ত্তি সন্তানকে দেখিয়েছ, পুত্র আমি—সেই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করতে চাই,—সেই পুণ্যমূর্ত্তির কাহিনী জগতে প্রচার করতে চাই! সন্তানের আরো দুরাশা মা—যে ভবনে ওই পুণ্যমূর্ত্তি প্রথম প্রকাশ করেছ, সেইখানেই তার বিকাশ হয়! পুত্রের এ আশা কি পূর্ণ হতে পারে না মা?

উমা।—বৎস, আমার ভবিষ্য মূর্ত্তি এখনও জগতে প্রকাশ হয় নি,—আমার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে কল্পনার চক্ষে তুমি তার আভাষ পেয়েছে মাত্র; যখন আমি পুত্রদের আবাহনে তোমার ভবনে আসছিলেম,—তখন পথে পথে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অনাহারী ক্ষুধার্ত্ত সন্তানদের হাহাকারে বড়

ব্যথা পেয়েছি; তাদের বসন নেই, থাকবার স্থান নেই, উদরে অন্ন নেই,—দুর্ভিক্ষের আক্রমণে তারা অস্থিচর্ম্ম-সার! স্বামী আমার এদের জন্যই ভিক্ষার্থী! তাদের অন্নকষ্ট দূর করতেই আমি সংসারে অন্নপূর্ণারূপে প্রকাশ হতে বাসনা করেছি,—অভাগাদের কষ্ট দেখে—ভবিষ্যত না ভেবেই আমি তাদের বারাণসীধামে যেতে বলে দিয়েছি; তাদের জানিয়েছি—'কাশীধামে যাও, সেখানে মা অন্নপূর্ণা অকাতরে তোমাদের অন্ন দেবেন!" এ কথা শুনে তারা সকলে কাশীযাত্রা করেছে! বৎস, তাদের পহুঁছবার আগে আমাকে সেখানে গিয়ে—আমার কথা রক্ষা করতে হবে।—বুদ্ধিমান সন্তান তুমি, মায়ের অবস্থা বুঝে বিবেচনা কর—তোমার এ আশা এখন কেমন ক'রে পূর্ণ করি!

নিকুম্ভ।—হাঁ—মা, বুঝিছি; আমি তোমার পুত্র,—যদিও আমি দৈত্য, কিন্তু মা এখন আর স্বার্থপর নই; কোটী কোটী পুত্রের দুঃখ দূর করতে তুমি আজ কাশীধামে চলেছ,—আত্মবাক্য রক্ষা করতে বাক্যের শক্তিরূপিণী আত্মজ্ঞানময়ী-দেবী তুমি—বারাণসীধামেই আত্মপ্রকাশ করো;—পুত্র আমি—সেই স্থানেই সেই মহাতীর্থে—সেই পুণ্যপীঠে—তোমার পদরেণু স্পর্শ ক'রে—চিরজীবন মহাদেবী অন্নপূর্ণার মহিমা কীর্ত্তন করবো—দৈত্য-জীবন ধন্য করবো!—দৈত্য-ভবনে প্রকাশ হতে আর তোমাকে

অনুরোধ করব না জননী,—তবে সন্তানের শুধু এই মিনতি,—তোমার এই পূণ্য মূর্ত্তির প্রকাশে যেন ভক্তের যোগ্য অধিকার পাই।

উমা।—তোমার এ বাসনা অবশ্যই পূর্ণ হবে ;—আমার আদরিনী যোগিনীগণের সাহায্যে তুমি এ কার্য্যে প্রস্তুত হও ; আমার তপোবল তোমাদের অন্তরে শক্তি সঞ্চার করবে, বিশ্বকর্ম্মা পুর-প্রতিষ্ঠায় তোমাদের সাহায্য করবে, লক্ষ্মী আমার সহায় হবে।—এস পুত্র, আর বিলম্ব শ্রেয়ঃ নয়। [প্রস্থান।

নিকুম্ভ।—চল মা—চলো—উজ্জ্বল আলোকে দ্যুলোক ভূলোক আলোকিত ক'রে—মাটির সংসারে সোণার স্বর্গ নির্ম্মাণ করবে চল ;—সে স্বর্গে ভিখারী বাবা আমার রাজরাজেশ্বর—আর তুমি মা বিশ্বেশ্বরী—রাজরাজেশ্বরী হবে! তুমি অন্ন দেবে—বাবা অকাতরে বিতরণ করবে, জগতের দুঃখ দূর হবে—জগদ্বাসী কাশীনাথ কাশীশ্বরীর আশ্রয় পেয়ে চিরানন্দময় হবে—শমনভয় ভুলে যাবে! জয় মা জননী—কাশীধামে অন্নদানে অন্নপূর্ণা ভবানী! জয় মা জননী!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিল্ব-মন্দির।

সিংহাসনে মহাদেব আসীন;
পদতলে সেবারতা হিরাবতী।

সখিগণের গীত।

প্রেম যদি সই শিখবি তোরা—
প্রেমের খেলা খেলবি আয়।
প্রেমের সিন্ধু ইন্দুমালী—বসে আছে ওই বেল-তলায়॥
ওলো ফণী দেখে আর ভয় তো মনে নাই,
মায়া-ফণী বশ করা যে শিখে নিছি ভাই,
প্রেমের খেলা তাইতো খেলতে চাই,—
প্রেমের গুরু কল্পতরু আজি এ খেলায়।
ওলো, আয় ছুটে আয়—
নইলে ওই প্রাণের ভোলা অভিমানে চলে যায়॥

মহাদেব।—সাধ্বী! তোমার ভক্তিতে আমি বিমুগ্ধ হয়েছি—তোমার ত্যাগের ভাব আমাকে তন্ময় করেছে; আমার কাছে যদি তোমার আর কিছু কামনা থাকে—সচ্ছন্দে প্রকাশ করো, আমি তোমার সকল কামনা পূর্ণ করবো।

হিরাবতী।—বিধির বিধাতা! আর কি কামনা করবো! আমার তো আর কোনো কামনা নাই,—শুধু প্রণাম—পুনঃ পুনঃ প্রণাম—

জগন্নাথ মন্মাথ গৌরীসনাথ শরণাগত পালনকারী,
মহাদেব দেবেশ দেবাদিদেব, নমোস্তে নমোস্তে পুনস্তে নমোঽস্তু।

মহাদেব।—কল্যাণী! প্রণাম তো কামনা নয়—সাধনার অঙ্গ মাত্র; তোমার কোনো কামনা নাই?

হিরা।—কামদর্পহারী! আমার কামনার সর্ব্বস্ব তুমি, যখন তোমার আশ্রয় পেয়েছি, তখন আর কি তুচ্ছ কামনা করবো প্রভু? আমি লিঙ্গমুর্ত্তির আরাধনা করতে বসে—লিঙ্গেশ্বর মহেশ্বরের দর্শন পেয়েছি! খেলার ছলে ধুলিমুষ্টি নিক্ষেপ করেছিলুম, সেই নিক্ষিপ্ত ধুলিরাজি আজ অভ্রভেদী অদ্রিরূপে আমার সম্মুখে বিরাজ করছে! আর কি আমার অন্তরে কামনা থাকে? কামনাশী কাশীনাথকে দর্শন ক'রে—কামের দুর্গতি স্মরণ ক'রে—কামনা অন্তর্দ্ধান করেছে।

মহাদেব।—না—সতী, কামনাকে পরিহার ক'র না; ভক্তের কামনা পূর্ণ করতে আমি বড় ভালবাসি,—তাই কামনাকারী আমাকে কামদ ব'লে আহ্বান করে! সাধ্বী! তুমিও কামনা কর।

হিরা।—পত্নীর একমাত্র কামনা স্বামী,—স্বামীই যে তার জগদীশ্বর,—পতির আশ্রয়ে পত্নীর আর কি কামনা থাকতে পারে? কামনা যে পতির মূর্ত্তি ধরে পত্নীর চক্ষের উপর সর্ব্বদা বিরাজ করে। প্রভু! আমি তোমায় পতিরূপে পূজা করেছি—সংসারে সর্ব্বত্র তোমারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি! তুমি যদি কখনো দৃষ্টির অন্তরাল হও, আমি মনে মনে তোমারই রূপচিন্তা করি,—যদি নীল আকাশের দিকে চাই—দেখতে পাই—অনন্ত নীল আকাশ, অসংখ্য তারকা,

উজ্জ্বল চন্দ্রমা। মনে মনে ভাবি—আকাশ কি, তারা কি, নীলিমা কি, চন্দ্রই বা কি!—ভাবতে ভাবতে দেখতে পাই—সবই তুমি! চন্দ্র, তারা, আকাশ—সমস্ত এক সঙ্গে মিশে—তুমি! অন্তরের দিকে চাইলেও তোমাকে দেখতে পাই—তুমি অন্তর জুড়ে বিরাজ করছ, তুমি সর্ব্বঘটে আছ; তুমিই জীব, তুমিই জীবন; তুমিই আমার গতি, তোমার চরণ ছাড়া আর আমার কিছুই প্রার্থনা নাই।

মহাদেব।—কিছুই প্রার্থনা নাই! ভাল,—সন্তান? তুমি কি সন্তান প্রার্থনাও কর না কল্যাণী?

হিরা।—এ ধনেও তো আমি বঞ্চিত নই স্বামী! তোমার পত্নীরূপে আমি যে আজ পুত্রবতী জননী! সংসারের প্রাণী সবাই তো তোমার সন্তান; তোমার সন্তান—আমারও সন্তান; তোমার সন্তান-স্নেহ, তোমার সন্তান-প্রীতি, তোমার সন্তান-পালন-শক্তি আমাকেও দান কর স্বামী,—তোমার আদর্শ নিয়ে—জননীরূপে আমি তোমার সন্তানদের স্নেহ ক'রে—সেবা ক'রে—পালন ক'রে ধন্য হই! তোমার সন্তানকে আমার সন্তান বলে এ জীবন সার্থক করি।

মহাদেব।—আহাহা—সন্তান! সন্তান!—সংসারের জীব সবাই আমার সন্তান, আমার সন্তান—তোমারও সন্তান! আহাহা—কি মহান—কি জ্ঞানময় মহাবাক্য শোনালে রাজকুমারী! তুমি আমার সন্তানদের জননী হতে চাও—

পালন করতে চাও,—আহাহা—এমন মহিমাময়ী তুমি! উমা ভিন্ন এ অধিকার আর কেউ কখনো প্রার্থনা করেনি! আহাহা—সন্তান—সন্তান—আমার সন্তান!—আমার অনাহারী বুভুক্ষু সন্তান! আর আমি?—আমি তাদের অনশন-ক্লেশ-বারণ-কামী ভিক্ষাব্রতধারী অক্ষম পিতা! জগৎ জুড়ে আমার বুভুক্ষু সন্তান,—আর এখানে ভক্তির মন্দিরে ভক্তের আহ্বানে ভোলানাথ সুখে বিরাজমান! আহাহা—সন্তান! সন্তান!—ওই—ওই—ওই তাদের আর্ত্তনাদ—আমার অনাহারী ক্ষুধার্ত্ত সন্তানদের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ! ওই—ওই—সন্তানের কথা—আমার সন্তানের কথা! তারা সকলে অনাহারে সকাতরে অন্নের জন্য রোদন করছে!—অন্নদাতা বলে আমাকে আহ্বান করছে! জীবের অন্নকষ্ট দূর করবার জন্য—সন্তানদের অন্নবিতরণ করবার জন্য আমি যে ভিক্ষাব্রতধারী ভিখারী! পুত্রগণ! স্থির হও—রোদন ক'র না; রোদন ক'রে রুদ্রকে অস্থির কর না; আমি আর সব দেখতে পারি—সব সহ্য করতে পারি,—কিন্তু তোদের রোদন আমার অসহ্য।—রাজকুমারী! সন্তান-স্নেহের কথা উত্থাপন ক'রে আজ তুমি শিবের অন্তরে সন্তানের কথা সঞ্চার ক'রে দিয়েছ! সন্তানের শিবের জন্য শিব এখন ভিক্ষাকামী ভিখারী! সন্তানের জন্য অন্নসংগ্রহ এখন শিবের প্রধান কর্ম্ম! কল্যাণী! এখনই আমি ভিক্ষা-আহরণে গমন করবো; তুমি চিরসুখী হও, আমায় বিদায়

দাও। সন্তান-স্নেহ আমায় আকর্ষণ করছে—আর আমি এখানে থাকতে পারছি না!

হিরাবতী।—দাসীর সঙ্গে এ আবার কি রহস্য করছ নাথ! দেবাদিদেব বিশ্বনাথ সন্তানপালনে ভিক্ষার্থী!

মহাদেব।—হাঁ—সাধ্বী, জীবের শিবার্থে মহাদেব আজ ভিক্ষার্থী। হিমালয়ে এক জন ভিক্ষাশী স্বামীর প্রতীক্ষায় আশাপথ চেয়ে আছে! আমি ভিক্ষা আহরণ করে নিয়ে গেলে তবে সে ক্ষুধার্থ সন্তানদের আহার দেবে। আহা অনাহারী সন্তানরা বড় আশা করে আমার কাছে এসেছিল.—আহার করে তৃপ্ত হবার বাসনা করেছিল, আমি তাদের আহার দিতে পারিনি, বিদায় করে দিয়েছিলেম: আশা ছিল—ভিক্ষা ক'রে ভিক্ষান্নে তাদের আশাপূর্ণ করবো! সে আশা আমার এখনো অপূর্ণ রয়েছে!

হিরাবতী।—আশ্চর্য্য কথা! যিনি জীবের আশা পূর্ণ করেন—তাঁরা আশা এখনো অপূর্ণ রয়েছে! কেন প্রভু—তোমার আশা পূর্ণ হল না?

মহাদেব।—সাধ্বী! শিব যে আজ জীবরূপী: জীবের আশা কি সহজে পূর্ণ হয়? ভিক্ষার আশা করে এসে—ভক্তের রোদনে অস্থির হয়ে তার আশাই আগে পূর্ণ করতে হয়েছে! কল্যাণী! তোমার আবাহনে ভিক্ষাব্রত ভুলে—জীবরূপী ভিখারী শিব তোমার মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিল! এখন তোমারই বচন আবার আমাকে সেই সব অনাহারী সন্তান-

দের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে; কল্যাণী! তুমিও একবার সেই সব অনাথ সন্তানদের অবস্থা দর্শন করো;—তোমার নয়নে শক্তি সঞ্চার করছি—দিব্য দৃষ্টি দান করছি,—দর্শন কর—জগতের অভ্যন্তর—জীবের অবস্থা স্থির হয়ে দর্শন করো!—কি দেখছ—কল্যাণী?

হিরাবতী।—উহুঃ-কি ভীষণ! কি ভীষণ! প্রভু! একি লোমহর্ষণ দৃশ্য দর্শন করছি! মহাপ্রলয়ের পর ভূমণ্ডল অন্নহীন; বৃক্ষ পত্রহীন; সরোবর জলশূন্য; অন্নকষ্ট— দুর্ভিক্ষ—মহামারী ভীম মূর্ত্তি ধরে তাণ্ডব নৃত্য করছে! এক বিন্দু জলের জন্য জীবকুল হাহাকার করছে! সকলের মুখে হা অন্ন হা অন্ন ধ্বনি!—প্রভু! প্রভু! আর দেখতে পারিনা—অসহ্য-অসহ্য-অসহ্য—

মহাদেব।—এদেরই রক্ষা করতে—অন্নকষ্টে অন্নদানের বিধান দিতে—এদেরই পিতা আমি ভিখারীরূপে ছুটে চলেছি! জগতে ভিক্ষা অতি ঘৃণ্য—কিন্তু ভিক্ষা ভিক্ষুর ধর্ম্ম; জীব-জগতে এই ধর্ম্ম প্রচার করতে—অনাহারী জগদ্বাসীকে রক্ষা করতে—উচ্চ আশা বক্ষে ধরে অগ্রসর হচ্ছি;—আমার এ আশায় বাধা দিও না সাধ্বী!—ওরা আমায় আকর্ষণ করছে—আমায় আকর্ষণ করছে!—আর নয়—আর আমি বিলম্ব করতে পারি না;—ওই শোনো ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদ— হা অন্ন হা অন্ন ধ্বনি! ভয় নাই—সন্তানগণ! আমি অন্ন-দাতা—আমি তোদের অন্নকষ্ট দূর করবো। [প্রস্থান।

হিরাবতী।—হা নাথ—হা ভক্তের ভগবান! ভক্তের বন্ধন ছিন্ন ক'রে—কোথায় চলে গেলে প্রভু! তোমা ছাড়া হয়ে কেমন ক'রে থাকবো!—না—না—আমিও তোমার ব্রত গ্রহণ করবো, সন্তানের কল্যাণের জন্য ভিখারিণী সেজে তোমার সাহায্য করবো। আর এখানে থাকবো না!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অলিন্দ।

(দিবোদাস)

দিবোদাস।—হাঃ হাঃ হাঃ—চমৎকার!

নিখিল সংসার—
আজি খুলিয়াছে হৃদয় তাহার.
আমারে করিতে সব দান!
গায় বিশ্ব মম অবদান,
ভগবান কম্পমান আমার প্রভাবে;
ত্রিজগতে প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেবা আছে!
ব্রাহ্মণের বেশে—ছলিতে আসিয়া প্রজাপতি,
হেরিয়া শকতি—
হ'ল বিস্ময়ে মগন,
ত্রিভুবন স্তব্ধ সে কারণ;
তাই প্রজাগণ—
শিবজ্ঞানে করে আমারে পূজন হেথা

শিবসম আমিও মহান,
শিবাপেক্ষা আমি বীর্য্যবান ;
বক্ষে মম সাধনার অফুরন্ত বল—
চিরতপস্যার প্রভুত সঞ্চয়।
এ শক্তির পরিচয় পাইয়া শঙ্কর—
কাশী হ'তে হইল অন্তর,
শ্মসানে পশিল পুনঃ শ্মশানবিহারী।
ঈর্ষানেত্রে আমি তারে হেরি অনুক্ষণ !
ওই—ওই—সেই ত্রিলোচন—
শূন্যে শূন্যে করিছে ভ্রমণ,
অক্ষম ধারিত্রী এবে বহিতে তাহারে !
ওই—শিব, শূন্যে শূন্যে ফেরে.
ভিখারীর বেশে—ভিক্ষা মাগে ব্যোমদেশে ;
ওকি—পুনঃ হেরি চারিধারে—
কাতারে কাতারে শিবপাশে ধায় নরনারী—
অন্ন দাও—অন্ন দাও করি ;
মরি—মরি—কিবা চমৎকার !—
ভিখারীর পাশে ধাইছে ভিক্ষুক সব !
সুখী আমি—তৃপ্ত এ নয়ন,
শঙ্কর ভিখারী আজি আমারি কারণ।
ওকি আরবার করি নিরীক্ষণ—
নাহি তো শঙ্কর আর—নাহি ভিক্ষুগণ,

অগ্নিময় বিশাল অম্বর,
লক্ লক্ অগ্নিশিখা নেমে আসে ভূমিতলে,
অগ্নিপিণ্ড ছোটে চারিধারে,
হাহাকারে পূর্ণ ভুমণ্ডল ;—
একি বিভীষিকা—ভীষণ দর্শন।

(অগ্নিবিন্দুর প্রবেশ)

অগ্নি।—জয় হোক্ মহারাজ !

দিবো।—অগ্নিময় অম্বর হইতে—
নেমে এলে কে তুমি হেথায় ?
তুমি কি অনল—মূর্ত্তিমান ?

অগ্নি।—অনলের সম আমি তেজীয়ান,
তাই অগ্নিবিন্দু ধরি নাম।

দিবো।—হাঃ হাঃ হাঃ—চমৎকার !
দিব্য বাক্য বলিয়াছ বয়স্য আমার।
আমি জগতের রাজা,
অম্বরের রাজা কম্পিত আমার নামে ;
তুমি মম বয়স্য প্রধান—
তাই হুতাশন কম্পমান প্রভাবে তোমার !
হের সখা—
অম্বর নির্ম্মল পুনর্ব্বার,
নাহি আর চিহ্ন অনলের !

অগ্নি।—বিভিষিকা দেখেছ কি সখা ?

দিবো।—বিভীষিকা দেখায় দেবতা!
ভীত ত্রস্ত—অন্নকষ্টপ্রপীড়িত শঙ্কর এখন;
নিষ্কাষিত মমরাজ্য হতে,
এ জগতে নাহি তার স্থান,—
তাই আজি শূন্যে করি অবস্থান,
করে যত শূন্য আস্ফালন,
বিভীষিকা করায় দর্শন!

অগ্নি।—হে রাজন!
তব সাম্রাজ্যের প্রজাগণ,
অনুক্ষণ বিভীষিকা করে নিরীক্ষণ;
অনাবৃষ্টি রাজ্যময়,
শস্যহীন ক্ষেত্রসমুদয়,
দুর্ভিক্ষ দেখায় ভয়—প্রকটি বদন;
শিবপূজা করি পরিহার,
আজি অনাচার বিরাজে সবার গৃহে,
তারি ফলে যত অঘটন!
তাই প্রজাগণ,
রাজপাশে করে আকিঞ্চন—
শিবপূজা প্রবর্ত্তন করিতে আবার।
প্রজার বাসনা—পূরাও পূরাও নররায়।

দিবোদাস।—বাতুলের প্রায় কি কহ ব্রাহ্মণ!
শিবপূজা বর্জ্জন কারণ—

ঘটে যত অঘটন,
কে বোঝালে এ কথা প্রজায়!
হাসি পায় অসার যুকতি শুনি।

অগ্নিবিন্দু।—অমঙ্গল ভয়ে ভীত প্রজাগণ;
রাজ্যে আর মঙ্গল কোথায়?
অমঙ্গলময় সমুদায়।

দিবোদাস।—সুধাই তোমায়—
শিবপূজায়—হবে কোন্ ফলোদয়!
আমি শিব প্রজার এখন,
অমঙ্গল আমিই করিব নিবারণ।
যাও সখা—
আস্বস্ত করহ প্রজাগণে,
আমি রাজা—তপোবলে বিঘ্ননাশ করিব রাজ্যের,
তপোবলে মেঘ হতে ছোটাব সলিল,
শুষ্কক্ষেত্র হবে পুনঃ সরস শ্যামল,
শস্যময়—শোভার আধার;
হাহাকার কেহ না করিবে,
অমঙ্গল দূরে পলাইবে,
তপোবলে সমুজ্জ্বল করিব সাম্রাজ্য পুনরায়।
যাও সখা—মম নামে—
দাও প্রজাগণে রাজার অভয়।

অগ্নিবিন্দু।—জয় হোক—জয় হোক মহারাজ। [প্রস্থান।

দিবোদাস।—বাহুমম নহে শুধু শক্তির সম্বল,
কল্পব্যাপী তপস্যা-সম্ভূত-বল—
শূলী শম্ভুশক্তি পরাজিত যাহার প্রভাবে—
এই বক্ষ মাঝে বিরাজ করিছে সদা ;
এই মহাবল করিয়া আশ্রয়—
অষ্ট সিদ্ধি আয়ত্ত আমার ;
এই শক্তি পুনঃ করি সঞ্চালন—
অমঙ্গল নিরারণ করিব হেলায়।

(লীলাবতীর প্রবেশ)

লীলাবতী।—একি শুনছি প্রভু! রাজ্যে অনাবৃষ্টি—অন্নকষ্ট, রাজ্যের প্রতি দেবতা বিমুখ।

দিবোদাস।—হাঁ—রাণী, দেবতা আজ রাজ্যের প্রতি বিমুখ, কিন্তু আমিই তাকে বিমুখ করেছি; আমার ভয়ে যে আমার সাম্রাজ্যের ছায়াস্পর্শ করতে সমর্থ নয়, কোন্ লজ্জায় আবার সে আমার রাজ্যে মুখ ফেরাবে রাণী ?

লীলা।—শুনতে পাচ্ছি প্রভু, দেবতা কাশীত্যাগ করেছে বলেই—আজ সর্ব্বত্র অনাবৃষ্টি, অন্নকষ্ট।

দিবো।—মিথ্যা কথা ; দেবতা আজ নিজে অন্নকষ্টে প্রপীড়িত, অনাহারে জর্জ্জারিত ; তাই সে ভিখারী সেজে অন্ন অন্ন করে ত্রিভুবনে ঘুরে বেড়াচ্ছে ! আর এই ভিখারী দেবতার স্তাবক যারা—তারাই আজ অন্নহারা হয়ে উন্মাদের মত তারই কাছে অন্ন ভিক্ষা করতে ছুটেছে,—

ভিখারীর দল ভিখারীর কাছে ভিক্ষাপ্রার্থী !—তাই ভিখারী দেবতা ভীত বিব্রত হয়ে, মাটি ছেড়ে আকাশে গিয়ে উঠছে,—ভিক্ষুকরাও দেহি দেহি করে আকাশে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে !—আমি স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখিছি—এইখান থেকে দেখেছি—দিব্যনেত্রে দেখেছি ! নিগৃহীত দেবতা আকাশ থেকে আমায় বিভীষিকা দেখিয়েছে ! এই যে রাজ্যব্যাপী অন্নকষ্ট অনাবৃষ্টি—এ সেই ভিখারী দেবতা শিবের বিভীষিকা ! এ বিভীষিকা আমার নিকট প্রহেলিকা মাত্র ;—তপোবলে এখনই আমি সব চূর্ণ করবো।

লীলাবতী।—প্রভু, তবুতো মন বোঝে না ; দেবতা তোমার প্রতি বিমুখ শুনে বড় ভয় পেয়েছি ; শুনেছি—দেবতার সঙ্গে বিবাদ করে, কেউ কখনো রক্ষা পায়নি ; শুম্ভ নিশুম্ভ, মধুকৈটভ, তারক, ত্রিপুর, হিরণ্যকশিপু—এরা সকলেই দেবতাদের জগতছাড়া করেছিল,—কিন্তু দেবতার চক্রান্তে শেষে নিধন হয়েছিল ! তুমি আজ যে দেবতার সঙ্গে বিরোধ করছ—তিনি দেবাদিদেব মহাদেব ! প্রভু,—তোমার পদে ধরে মিনতি করছি—এ দেবতার সঙ্গে বিরোধ ক'র না।

দিবো।—রাণী, এই দেবতাই একদিন বারাণসীর অধীশ্বর ছিল—তাই জগদ্বাসী এই দেবতাকে কাশীনাথ ব'লে পূজা করতো। তপোবলে আমি আজ বারাণসীর অধীশ্বর,—আমিই এখন কাশীনাথ ! আর সেই কাশীচ্যুত দেবতা আজ ভিখারী—

উন্মাদ—শ্মসানচারী। কাশীনাথ দিবোদাসের সঙ্গে সেই শ্মশানবিহারী ভিখারীর আবার বিরোধ কি! রাণী,—সেই ভিখারীকে দেবাদিদেব মহাদেব ব'লে ধারণা ক'রে কাশী-নাথ দিবোদাসের অন্তরে আর কখনো ক্রোধের সঞ্চার ক'রো। [প্রস্থান।

লীলা।—কি হবে—কি করবো! প্রভু! তুমিই আমার দেবা-দিদেব—তুমিই আমার সর্ব্বদেবময় স্বামী,—তোমার উদ্দেশে—তোমারই কাছে প্রার্থনা করছি—তারক ত্রিপুর হিরণ্যকশিপুর মত যেন তোমার পরিণাম না হয়,—বারাণসী যেন গর্ব্বভরে তোমার নাম বুকে ক'রে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবার সামর্থ্য পায়,—কাশীবাসী তোমার নাম নিয়ে যেন মুক্তি পায়!—স্বামীর জন্য—ভগবানরূপী স্বামীর কাছে—সহধর্ম্মিণীর শুধু এই প্রার্থনা। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মরু-দেশ।

ক্ষুধার্থ নরনারীগণ।

সকলে।—হা অন্ন—হা অন্ন—হা অন্ন!

জনৈক পুরুষ।—ক্ষুধা—ক্ষুধা—বড় ক্ষুধা! কি খাই—কি খাই!

জনৈক স্ত্রীলোক।—ওগো কিছু নেই! কিছু নেই! গাছ শুখিয়ে গেছে, বন মরুভূমি হয়েছে—নদনদী শুখিয়ে পড়ে আছে! কি খাবে—কি খাবে!

জনৈক বালক।—আর যে চলতে পারিনা—জিব্ শুকিয়ে যাচ্ছে, চোখে সব অন্ধকার ঠেকছে ! কে আমাদের খেতে দেবে ! ওগো, কে আমাদের খেতে দেবে !—

দ্বিতী স্ত্রীলোক।—এখানে দাঁড়িয়ে আর কেঁদে কি হবে ! এখানে কে অন্ন দেবে ! মরুভূমি হাঁ করে পড়ে আছে—চোখের জল পর্য্যন্ত শুষে নিচ্ছে ! এখানে দাঁড়িয়ে কি পাবে ; কাশীধামে চলো, শুনলে তো—সেখানে কে অন্নপূর্ণা আছেন—তিনিই নাকি সকলকে অকাতরে অন্ন দিচ্ছেন ; চলো—সেইখানে চলো—

সকলে।—তাই চলো—তাই চল ! হা অন্ন—হা অন্ন—হা অন্ন ! বড় ক্ষুধা—বড় ক্ষুধা ! হা অন্ন—হা অন্ন—হা অন্ন !

(দূরে—মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব।—এই যে—এইযে আমার অনাহারী সন্তান সব—হা অন্ন হা অন্ন ক'রে সকাতরে রোদন করছে ! অনাহারে অস্থিচর্ম্মসার হয়ে—মরুভূমে পাগলের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে ; আর আমি এদের পিতা—আমি এদের অন্নদাতা—আমি এদের অন্নদানের আশ্বাস দিয়ে—এদের জন্য আজ কি এনেছি ! কি এনেছি ! কি এনেছি !—কই, কিছু তো আনতে পারিনি ! শূন্য ঝুলি—তেমনই শূন্য রয়েছে ! বিশ্ব যে আজ হাহাকারে পূর্ণ—সংসার যে আজ অন্নশূন্য ! অন্ন কোথায়—অন্ন কোথায় ? সম্মুখে ওই অনাহারী বুভুক্ষু সন্তান শীর্ণ, বিশীর্ণ কর বিস্তার ক'রে অন্ন দাও অন্ন দাও ব'লে কাতর

চীৎকার করছে, —আর অন্ন-আহরণে অক্ষম পিতা তাদের— কম্পিত অন্তরে স্থির নেত্রে তাই দেখছে ! আহাহা অনাহারী বুভুক্ষু সন্তান !

নরনারীগণ।—কোথা অন্ন— কোথা অন্ন ! কোথায় অন্নদাতা ! কোথায় মা অন্নপূর্ণা !—কোথায় অন্নক্ষেত্র কাশী !—চলো— চলো—কাশী যাই চলো—

মহাদেব।—কাশী যাচ্ছে—কাশী যাচ্ছে—আমার অনাহারী সন্তান-সব কাশী চলেছে কেন ? কাশী কি এখন অন্নক্ষেত্র হয়েছে ! কাশীহারা শিব আজ লক্ষ্মী-হারা হয়ে জগতময় ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই—কি জগতের অন্ন শিবের ভয়ে কাশীধামে পুঞ্জীভূত হয়েছে। তাই কি শিবের সন্তানদল অন্নআহরণে পিতার অক্ষমতা দেখে, অন্নের সন্ধানে সেই পুণ্যধামে ছুটে চলেছে ! (অগ্রসর হইয়া)—ওরে-ওরে ! তোরা সকলে কোথায় চলেছিস্,—ভিখারী পিতার ওপর অভিমান ক'রে— কি অমৃতের সন্ধানে কোন্ পুণ্যধামে ছুটে চলেছিস্।

১ম পুরুষ।—অন্ন—অন্ন—অন্ন ! অন্নের জন্য আমরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছি !—একজনের আশায়—এতদিন ধৈর্য্য ধ'রেছিলুম, আর থাকতে পারলুম না ; কারা এসে বলেছিল—তোদের আর কষ্ট পেতে হবে না, তোদের অন্নদাতা তোদের জন্য অন্ন নিয়ে আসছে, সে তোদের অন্ন দেবে—অন্নকষ্ট দূর করবে ; কিন্তু সে তো আর এলো না,—অন্ন নিয়ে আমাদের অন্নকষ্ট তো দূর করতে এলো না !

মহাদেব।—ওরে—ছেলে বাপের কাছে খেতে চাইলে, বাপ অক্ষম হলেও—ছেলেকে আশ্বাস দিতে ভোলে না; কিন্তু যতক্ষণ ছেলের মুখে আহার তুলে দিতে না পারে, ততক্ষণ বাপের প্রাণে যে কি তুমুল ঝড় বয়—তা বাপই বুঝতে পারে! তোরা তোদের বাপের কাছে খেতে চেয়েছিস্, তাই সে খাবার আনতে গেছে; বুঝি এখনো খাঁবার পায়নি, পেলে কি আসতো না?—তাহলে কি তোদের মুখে খাবার তুলে দিয়ে—তোদের কোলে নিয়ে নৃত্য করতো না!—ওরে সে বড় অভাগা!

২য় পুরুষ।—না-না—অভাগা আমরা! আমাদের দেখলে সাগরও বুঝি শুকিয়ে যায়! এই দেখনা—আমরা এখানে আসতে না আসতে বন মরুভূমি হয়ে গেছে! চারদিক্ ধূ ধূ করছে—শুধু বালি উড়ছে!

মহাদেব।—ওরে—শুধু এই বন কেন, সমস্ত সংসারই যে এখন মরুভূমি!—তোরা যার আশায় ছিলি, সে তোদের জন্য ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বিশ্বময় ঘুরেও এক মুষ্টি ভিক্ষা পায় নি, বিশ্ব এখন মরুভূমি; বিশ্বে এখন ভিক্ষাও দুর্লভ।

১ম পুরুষ।—বিশ্বে এখন ভিক্ষাও দুর্লভ বলে—আমরা বিশ্বের বাইরে—কাশীতে চলেছি। একজন রমণী—মনে হ'ল তিনি বুঝি জগজ্জননী—আমাদের সেইখানে যেতে বলে দিয়েছেন; সেখানে কে অন্নপূর্ণা আছেন—তিনিই আমাদের অন্ন

দেবেন। তাই আমরা সেখানে চলেছি।—তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে ? চল না—

মহাদেব।—না-না, সেখানে যাবার আমার উপায় নেই ; আর সেখানে যাই বা কেমন ক'রে ! আমার অসংখ্য সন্তান যে অনাহারে রয়েছে—আমার কাছে আহার চেয়েছে ; তাদের আহার দিতে আমি যে আজ ভিখারী হয়ে বেরিয়েছি রে ! তাদের আহার সংগ্রহ না ক'রে—কেমন করে—যাবো—কোথায় যাবো !

২য় পুরুষ।—কেন কাশীতেই চল না ; সেখান থেকে ভিক্ষা এনে সান্তানদের দেবে।

মহাদেব।—ওরে সেখানে আমার আর এক সন্তান আছে ; কাশীর ঐশ্বর্য্য সে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে ; ওরে—তার বড় ক্ষুধা; সে এখন প্রাণ ভ'রে আহার করছে ; আহা—করুক, করুক ; তাতেই আমার তৃপ্তি ! আমি সেখানে গেলে তার ক্ষুধা দূর হবে—তাই যাব না।

২য় পুরুষ।—তবে তুমি থাক, আমরা যাই ;—চল—চল এবার কাশী যাই !

সকলে।—জয়—জয় বিশ্বনাথ ! [প্রস্থান

মহাদেব।—আহাহা—অনাহারী সন্তানসকল—

জীর্ণ বেশ, শীর্ণ দেহ, ক্ষুধায় বিকল,
নিরাশ্রয়, অসহায়,
উন্মাদের প্রায়—

ধায় সবে কাশীধামে
অন্নের আকাঙ্খা করি।
তবে কি হৃদয়েশ্বরী পার্ব্বতী আমার-
শিবের বিলম্ব হেরি,
জীব দুঃখে হইয়া কাতর—
করি অভিমান,
দানিল বিধান—
কাশীধামে করিয়া গমন,
ভিক্ষা-অন্ন-আহরণ করিতে তথায়!
ভিক্ষা আহরণে—
নিবারণ করেছিল পার্ব্বতী আমায়:
বলেছিল—
ভিক্ষা সাধ ত্যজ প্রভু,
ভিক্ষা ঘৃণ্য অতিশয়!
ঘৃণ্য যাহা—তাহা কি সুলভ হয়?
ভিক্ষা এবে দুর্লভ ধরায়।
ভিক্ষা হেতু বিশ্বময় করিনু ভ্রমন,
পুরিলনা আকিঞ্চন—
ফিরায় বদন সবে ভিখারী হেরিয়া,
কেঁদে ওঠে ফুকারিয়া—
অন্ন নাই বলি!
অন্নহীন সকল সংসার,

অনাহারী সবারে নেহারী হায় !
ভিক্ষা যদি দুর্লভ ধরায়,
যাব ব্রহ্মার আলয়,
বৈকুণ্ঠে—লক্ষ্মীর দ্বারে—
ধাইব ভিক্ষার তরে ;
ব্রত মম করিব পূরণ—
করি ভিক্ষা অহরণ,
বিতরণ করিব সন্তানগণে !
ওই তারা সরোদনে ডাকিছে আমায়—
'অন্নদাও দয়াময়,
অনাহারী বুভুক্ষু সন্তান মোরা !'
পদতলে নেমে যারে অন্নহীন ধরা—
থাক্ প'ড়ে অনাহারী পুত্রকোলে ক'রে,
উঠিব অম্বরে—হানা দিব ব্রহ্মদ্বারে ;—
অন্ন তথা করি আহরণ—
শূন্য হতে তোর বুকে করিব বর্ষণ,
মিটাব সন্তানসাধ,
জগতের অবসাদ বারিব অচিরে।

———

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বারাণসীর পথ।

উমা।

উমা।—স্বামীর ওপর অভিমান ক'রে আমি আজ অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছি।—স্বামী আমার জীবের কল্যাণকল্পে ভিক্ষায় ব্রতী,—ভিক্ষা ক'রে ভিক্ষালব্ধ অন্নে ক্ষুধার্ত্ত সন্তানদের ক্ষুধাদূর করতে বদ্ধপরিকর! কিন্তু আমি তাঁকে ভিক্ষা করতে দোব না; যিনি তপস্যায় সিদ্ধ, দেবাদিদেব যিনি, তিনি কেন ভিখারী হবেন! আমার জননী যাঁর নিন্দা করেছে, যাঁর নিন্দার জন্য আমরা আজ বিচ্ছিন্ন হয়েছি,—স্বামী এখন ভিখারী শুনলে, আমার জননীই আবার কত কথা বলবে—ভিখারী ব'লে আমার জগৎপূজ্য স্বামীকে নিন্দা করবে! আমার অগোচরে—সুদূর হিমালয়ে বসে সে কথা বললেও—বুকে আমার শেলের মত বাজবে।—পিতৃকুলের চেয়ে পতিকুল বড় হলে মেয়ে সুখী হয়—পিত্রালয়ে আদর পায়। আমিও জগতে আমার স্বামীর অনন্ত ঐশ্বর্য্য অতুল ক্ষমতা বিকাশ করে পিতা মাতাকে জানাব—তিনি ভিখারী নন, সর্ব্বদেবময় বিশ্বেশ্বর তিনি! তাই আজ তপোবলে আমার স্বামীর সাধের ক্ষেত্র অবিমুক্ত বারাণসীধামে বিশ্বেশ্বরের ঐশ্বর্য্য বিস্তার করেতে প্রবৃত্ত হয়েছি। সেইখানে বিশ্বেশ্বরের অন্নপূর্ণা হয়ে বিশ্ববাসীর কামনা পূর্ণ করবো—ক্ষুধার্ত্ত সন্তানগণের ক্ষুন্নিবারণ করবো,

অন্নদানে জীবের অনাহারক্লেশ মোচন করবো। স্বামী আমার সেখানে গিয়ে—অন্নপূর্ণার অনন্ত ঐশ্বর্য্য বিশ্ববাসীকে দুইহাতে বিতরণ করবেন। কিন্তু বিশ্বধামে তিনি আর ভিক্ষা করতে পারবেন না, করলেও—কোথায়ও ভিক্ষা পাবেন না। এই পণ রক্ষা করতে আমি আজ মহামায়ারূপে বিশ্বের অন্ন হরণ করেছি, বিশ্বে অন্ন আহরণে অক্ষম হয়ে ভিক্ষাকামী স্বামী আমার উর্দ্ধজগতে গমন করলেও, তিনি ভিক্ষা পাবেন না!—আমার সঙ্কল্প রক্ষা করতে মা লক্ষ্মী—আমার সহায় হও।

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী।—জগজ্জননী! মেয়েকে স্মরণ করতেই—মেয়ে তোমার বৈকুণ্ঠ থেকে ছুটে এসেছে! আমাকে কি করতে হবে মা?

উমা।—তুই আমার অন্তর্য্যামিনী মেয়ে, কি না তুই জানিস্ মা? জিজ্ঞাসা করছিস্ কেন? মা তোকে কি জন্য ডেকেছে—তা কি জানতে পারিস্ নি?

লক্ষ্মী।—জেনেছি মা, তুমি আজ অভিমানিনী! এ অভিমান কেন মা?

উমা।—অভিমানিনী! জগতে অভিমানের সৃষ্টি করে আজ অভিমানিনী জননীকে এ অনুযোগ করছিস্ কেন মা!

লক্ষ্মী।—স্বামীর ওপর অভিমান ক'রে—স্বামীকে ছেড়ে—অনাথিনীর মতন কোথায় চলেছিস্ মা?

উমা।—অনাথিনীর কি রাণী হতে সাধ যায় না!

লক্ষ্মী।—জগতের অন্নহরণ ক'রে—ভিখারী স্বামীকে বিব্রত ক'রে—রাণীহতে, তোর প্রাণে কি কষ্ট হবে না মা ?

উমা।—নিষ্ঠুরে! কষ্টের কথা আমাকে বলতে, তোর মনে কি কষ্ট হচ্ছে না! তুই আমাকে কি বলছিস্? আমি তো অভিমান করে—বিশ্বের এক ধারে—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থানে চলেছি; কন্তু তুই যে তোর স্বামীর ওপর অভিমান করে জগৎসংসার ছেড়ে সাগরের গর্ভে গিয়ে লুকিয়েছিলি! তখন স্বামীর প্রাণে কষ্ট দিতে—তোর মনে কষ্ট হয়নি! অভিমানিনী! এখন বল দেখি—অভিমান বেশী কার ?

লক্ষ্মী।—সে তো তুমি জান মা,—স্বামী আমার ভাণ্ডারের সমস্ত ধন রত্ন—অনাচারী দৈত্যদের প্রদান করেছিলেন; নির্ধন দেবতাদের দুঃখ দেখতে না পেরে,—সংসারের রত্নরাজি হরণ ক'রে আমি সাগরে গিয়ে লুকিয়েছিলুম।

উমা।—তবে বোঝ্, স্বামী তোর কথা শোনেনি বলে তুই অভিমান করেছিলি, আর আজ আমার স্বামী আমার কথা রাখেনি ব'লে আমিও অভিমান করেছি। স্বামী তোর রত্নরাজি অনাচারী দৈত্যদের দিয়েছিল বলে, তুই সাগরে গিয়ে বিশ্বের ঐশ্বর্য্য নিয়ে লুকিয়েছিলি;—আমার স্বামী বিশ্বেশ্বর হয়েও সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে একমুষ্টি অন্নের জন্য ভিখারী ব'লে—আমি আজ বিশ্বের অন্ন হরণ করে—স্বামীকে আবার বিশ্বেশ্বর করতে ব্রতী হয়েছি। তুই আমার মেয়ে,—এখন মায়ের ব্রতসাধনে সহায় হ' মা।

লক্ষ্মী।—আমি তো তোমাকেই আশ্রয় ক'রে আছি মা!

উমা।—আমি যে মূর্ত্তিতে বিরাজ করবো, সে মুর্ত্তির সঙ্গে তোকেও বিরাজ করতে হবে;—তুই বড় চঞ্চলা, কিন্তু আমার কাছে তোকে অচলা হয়ে থাকতে হবে। দেখ্—সংসারে এখন অন্ন-সমস্যাই প্রবল: অন্নই এখন সম্বল; তুই অন্নরূপিনী,—তাই আমি তোরই নাম নিয়ে অন্নপূর্ণা রূপে বারাণসীধামে প্রকাশ হতে চলেছি; অন্নরূপে—ধন-রূপে—তুই এখন আমার সহায় হ—নিখিল সংসারের ধন ধান্য দিয়ে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার পূর্ণ কর্—আমার ভিখারী স্বামী ত্রিসংসার অন্নশূন্য দেখে—অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে গিয়ে অফুরন্ত অন্ন নিয়ে যেন তার সন্তানদের বিতরণ ক'রে ধন্য হয়।

লক্ষ্মী।—মা—জগজ্জননী! তাই হবে—তাই হবে;—লক্ষ্মী তার অফুরন্ত অন্ন নিয়ে—অন্নপূর্ণার সঙ্গে অচলা হয়ে থাকবে। যাও মা, বারাণসীতে যাও, লক্ষ্মী নিখিল সংসারের অন্ন হরণ ক'রে—সেইখানে তোমার সঙ্গে মিলিত হবে।

উমা।—দেখিস্, মাকে যেন ভুলে থাকিস্ নি; আমি আগেই চল্লুম, তুইও সত্বর আসিস্। [প্রস্থান।

লক্ষ্মী।—যাব বইকি; আর কি আমি থাকতে পারি! জগজ্জননী তুমি—আমি কি কখনো তোমাকে ছেড়ে থাক্তে পারি! তোমার এই দুর্জ্জয় অভিমান জগতের মহান কল্যাণ করবে,—জগদ্বাসী একসঙ্গে লক্ষ্মীভবানীর দর্শন পাবে।

অবিলম্বে আমাকে তোমার মন্দিরে ছুটতে হবে; তুমিই আমাকে চঞ্চল ক'রে গেলে—তাই আজ কমলা চঞ্চলা হ'য়ে—অনাচারের সংসার ত্যাগ ক'রে তোমার পার্শ্বে উদয় হবে। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

ব্রহ্মলোক।

ব্রহ্মা ও মহাদেব।

মহাদেব।—হে বিধাত!

ভিক্ষা দিতে তুমিও অক্ষম!

অন্নশূন্য তোমারও ভবন!

ব্রহ্মা।—ত্রিলোচন!

ত্রিনয়নে সকলি হেরিলে!

একমুষ্টি অন্নের সংস্থান

নাহি আজি ভবনে আমার!

মহাদেব।—তবে কেন ওহে সৃষ্টির আধার—

সৃষ্টিকর্ত্তা বলি—

কর গৌরব আপন?

প্রজাপতি নাম ধর কি কারণ?

প্রজা তব প্রজীবনহীন—

তুমি প্রজাপাল,

অনাহারে তারা করে হাহাকার,

সে চীৎকার—
পশেনাকি শ্রবণে তোমার !
প্রতীকার কে করিবে ?
অন্নহীন কেন বা সংসার আজি ?

ব্রহ্মা।—বুঝিতে না পারি কিছু—
রহস্য ইহার !
অন্নহীন আজি ত্রিসংসার !
কাঁদে প্রজা অনাহারে—
জানি তাহা ;
তাহাদের হাহাকার অসহ্য দেখিয়া—
তুমি হে ভিখারী আজি ;
ভিক্ষা হেতু ভ্রমিতেছ সর্ব্বস্থান,
অন্নশূন্য জগৎ সংসার—
কে পূরাবে ভিখারীর আকিঞ্চন !

মহাদেব।—ভিখারীর আকিঞ্চন—
যদি না হয় পূরণ,
জগজ্জন আহার না পায়,
তবে আর কেন—ত্রিভুবন এইবার হউক বিলয়,
মহাপ্রলয় সমাচ্ছন্ন করুক সংসার,
ত্রিসংসার. হোক্ ছারখার,
ব্রহ্মলোক নেমে যাক্ রসাতলে,
ধরাতল ডুবুক প্রলয় জলে,

ঘোররোলে বাজুক ধ্বংসের ভেরী,—
এসো বিধি—নৃত্য করি—
সে দৃশ্য নেহারি দোঁহে।

ব্রহ্মা।—ক্ষ্যান্ত হও ভূতনাথ,
হয়ো না ভীষণ ;
রুদ্রমূর্ত্তি ক'রনা ধারণ ;
ত্রিভুবন লুপ্ত হবে—তুমি রুষ্ট হ'লে।

মহাদেব।—ত্রিভুবন কে আর রাখিবে সৃষ্টিধর !
সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ঈশ্বর—
জড়বৎ অশক্ত এখন ;
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—
জগৎ-জনক,
জগতের জন মোদের নন্দন ;
নন্দন-রোদন যদি না বাজে শ্রবণে—
বল বিধি—
কহিব কেমনে—
জগদণ্ড-সঞ্চালনে আমরা ঈশ্বর !
অনাহারে অবসন্ন জীবগণ,
মাতৃকোলে পুত্রের মরণ,
আত্মনাশ করে কত জন—
অন্নের কারণ শুধু !
আমি শম্ভু—রুদ্ররূপে ধ্বংস করি সমুদয়,

নির্দ্দয় নিষ্ঠুর মোরে বলে সর্ব্বজন,
কিন্তু হেরি অনাহারে জীবের মরণ—
মম মন উচাটন,
অশ্রু বরিষণ করিয়াছি ত্রিনয়নে ;
অন্নের কারণে—
মাটির মেদিনী ছাড়ি,
হে বিরিঞ্চি—এসেছিনু তোমার ভবনে,
তুমিও জীবের মত অক্ষম হেথায়,
অন্নশূন্য নিসম্বল অক্ষম দুর্ব্বল হেরি !
কহ হে সৃজনকারী—
এবে কিবা কর্ত্তব্য আমার ?
সংহার আমার ভার,
আজি অনাহার—অধিকার করেছে হরণ,
ত্রিলোচন সুপ্ত নাহি রবে আর—
সংহার করিবে ত্রিভুবন।

ব্রহ্মা।—সংহার তোমার যদি সাধহে শঙ্কর,
শোনো তবে বাঘাম্বর,
সংহারের ভার, যেইজন—
করিয়াছে তোমারে প্রদান,
সুধাও তাঁহারে একবার।
আমি সৃষ্টিধর—সৃষ্টি মম ভার,
রুদ্ররূপে তুমি হে সংহারকারি;

পালনের ভার লইলেন আপনি শ্রীহরি !
স্থধাও তাঁহারে ত্রিপুরারী—
অনাহারী কেন ত্রিসংসার !
পূর্ণব্রহ্ম তিনি নারায়ণ,
লক্ষ্মী বিরাজে তথায়,
যাও তথা হে করুণাময়—
বাঞ্ছা তব হইবে পূরণ,
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হতে অন্ন করি আহরণ—
বিতরণ কর জীবগণে ।

মহাদেব।—হে বিরিঞ্চি !
যাব এবে বিষ্ণুর ভবনে ;
ভিক্ষাব্রতধারী ভিখারী শঙ্কর আমি—
ভিক্ষা আজি মাগিব তথায় ;
যদি পূর্ণ হয় প্রার্থনা আমার—
ফিরে যাব ভূতলে আবার ;
কিন্তু লক্ষ্মী যদি না হন সদয়,
ভিক্ষা যদি সেথাও দুর্লভ হয়—
না লন পালনভার যদি নারায়ণ—
অঘটন ঘটাব নিশ্চয় আজি ;
রুদ্রমূর্ত্তি ধরিব তখনি—
হব শূলপাণি—ভয়ঙ্কর—
ভিখারী শঙ্কর—

হবে সৃষ্টি স্থিতি লয়কর,
রুদ্ররোষে চরাচর জ্বলিবে তখন—
ত্রিভুবন বিলয় হইবে একদিনে। [প্রস্থান।

ব্রহ্মা।—নাহি জানি—
কিবা আছে শ্রীহরির মনে।
শঙ্খ আর সুদর্শন করিয়া ধারণ—
যেইজন ত্রিভুবন করেন চালন,
সুপ্ত তিনি কভু নন;
আছে কোনো উদ্দেশ্য নিশ্চয়—
যে কারণ লীলাময় লীলায় প্রবৃত্ত আজি। [প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

বৈকুণ্ঠ ধাম

বিষ্ণু।

বিষ্ণু।—তাইতো, বারাণসী যে আমায় আজ মহাসমস্যায় ফেললে দেখছি! বারাণসীর আকুলআহ্বানে জগদ্বাসী আজ শিবের জন্য কাতর মহেশ্বর কাশীশ্বর হন—ত্রিজগতের এই ইচ্ছা, তাই মায়া আজ মূর্ত্তিমতী হয়ে এই ইচ্ছা প্রকাশ করছে। আবার কৈবল্যদায়িনী ভক্তি আজ রাজা দিবোদাসের সংসার আচ্ছন্ন করে মুক্তি কামনা করছে।—মায়ামুগ্ধ রাজার অনাচারে বিশ্বব্যাপী অন্নকষ্ট, বিশ্ববাসী অনাহারী; তাই সঙ্কটসংহারী শঙ্কর আজ বিশ্বের দ্বারে অন্নপ্রার্থী, ভিখারী;

ভিক্ষালব্ধ অন্নে অনাহারী জীবের অন্নকষ্ট দূর করেন—এই তাঁর বাসনা। এদিকে আবার জগজ্জননী ভবানীর ইচ্ছা—কাশীধামে অন্নপূর্ণামূর্ত্তি ধারণ ক'রে, ভূতলে অপূর্ব্ব শিবপুরীর প্রতিষ্ঠা করেন—তাঁর ভিখারী স্বামী সেই স্বর্ণ-পুরীর অধীশ্বর হয়ে—অনাহারী বিশ্ববাসীকে অকাতরে অন্নদান করেন ; আর বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীর ইচ্ছা—শক্তির ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তাই তিনি আজ ব্রহ্মাণ্ডের অন্ন হরণ করে-ছেন।—আমার বিপদ—সবাই আমায় ইচ্ছাময় বলে ; কাজেই এঁদের সকলের ইচ্ছাই আমাকে পূর্ণ করতে হবে। অনাহারী সন্তানদের হাহাকারে সুধীর শঙ্কর আজ অধীর, অস্থির, উন্মত্ত ; তাই প্রমত্ত হয়ে—বৈকুণ্ঠে আসছেন! বৈকুণ্ঠেশ্বরকে অবিলম্বে মহেশ্বরের সংসয়ভঞ্জন করতে হবে,—ঐ যে বৈকুণ্ঠেশ্বরীও উপস্থিত!

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

এতক্ষণ কোথায় ছিলে প্রাণময়ী! বৈকুণ্ঠ অন্ধকার ক'রে—বৈকুণ্ঠের আলোক তুমি—কোথায় লুকিয়েছিলে প্রাণেশ্বরী?

লক্ষ্মী।—এখনো তো লুকুই নি হরি! লুকুবো বলে বুড়ি খুঁজতে গিয়েছিলুম ; বুড়ি পেয়েছি,—এইবার তোমার সঙ্গে লুকুচুরী খেলা আরম্ভ করবো ; যদি লুকুতুম, তাহলে তুমি খুঁজে না বার করলে, আমি কি অমনি আসতুম হরি?

বিষ্ণু।—এ খেলা আরম্ভ করে, কোথায় গিয়ে লুকুবে প্রিয়ে? আবার কি সাগরতলে আশ্রয় নেবে?

লক্ষ্মী।—সেখানে লুকোবার পথ কি আর রেখেছ নিষ্ঠুর! সাগর কি আর আমাকে আশ্রয় দেবে? সে তার মন্থন-যন্ত্রণা এখনো যে ভোলেনি, হরি।

বিষ্ণু।—তবে এবার কোথায় আশ্রয় নেবে প্রাণেশ্বরী?

লক্ষ্মী।—তোমাকে এখন তা' বলব কেন! তবে এবার যেখানে যাবো—তোমার চক্র সেখানে চলবে না চক্রী; তোমার অধিকারে—বিশ্বের ভেতরে থেকেও সে স্থান—বিশ্বের বাইরে: সহস্র শেষ নাগ অঙ্গ নাড়লেও—সে পুণ্যস্থান নড়বে না, মন্দর পাহাড় সেখানে ঘেঁসবে না, দেবেরা সেখানে দেহি দেহি করবে না—দৈত্যেরা হুঙ্কার ছাড়বেনা; দুঃখ সেখানে থাকবে না;—আর তোমার অদ্ভুত লীলাও সেখানে চল্‌বে না লীলাময়।

বিষ্ণু।—লীলাময়ী! তোমার এই লুকোচুরী খেলা—এও কি আমারই লীলা নয়?

লক্ষ্মী।—প্রভাময়! শুনিছি—তোমার প্রভায় সূর্য্য প্রভা পায়; কিন্তু রাহুর ভয়ে সেই সূর্য্য আবার প্রভা হারায়। জান তুমি লীলাময়, কিন্তু ভক্তের লীলা কি তোমাকেও তন্ময় করে না হরি?

বিষ্ণু।—তাই কি আজ নূতন লীলা দেখিয়ে লীলাময়কে তন্ময় করতে চলেছ প্রাণেশ্বরী?

লক্ষ্মী।—একথা আর জিজ্ঞাসা করছ কেন হরি? তুমি তো অন্তর্য্যামী, সবই তো তুমি জানো।

বিষ্ণু।—জানি বলেই জিজ্ঞাসা করছি; যে সব জানে—সেই জিজ্ঞাসা ক'রে—জানতে চায়; যে কিছু জানে না—সে জিজ্ঞাসা করেনা, জানতেও চায় না! আমি অন্তর্য্যামী কিনা, তাই তোমার লীলামর্ম্ম বুঝে অধীর হয়ে উঠেছি।

লক্ষ্মী।—অধীর হলে কেন—তা জানতে পারি কি?

বিষ্ণু।—আপত্তি কি! ভগবতী লীলাবতী আর লীলাময়ী লক্ষ্মীর লীলায় ব্রহ্মাণ্ড আজ অস্থির! এই লীলায় তন্ময় হয়ে—একজন উন্মত্তের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডময় ঘুরে বেড়াচ্ছে; একজন ব্রহ্মলোকে বসে লীলার লহরী গণনা করছে; আর বৈকুণ্ঠের এ জন এখন কর্ত্তব্য নির্ণয় করতে না পেরে অধীর হয়ে ভাবছে।

লক্ষ্মী।—হুঁ—তাই তো বলি, হরি আজ এত তাড়াতাড়ি ধরা দিচ্ছেন কেন! নিজে যখন লীলায় মত্ত হন, তখন দর্শন দুষ্প্রাপ্য হয়; সহজে দর্শন দেন না—পাছে লীলাসম্বরণ করতে বলি! এবার প্রকৃতির লীলা কিনা, তাই পরমপুরুষ একবারে অধীর হয়ে উঠেছেন!—কিন্তু মনে রেখো হরি, এবারকার খেলা বড় কঠিন; এ শুধু ভক্তের সঙ্গে ভগবানের খেলা নয়,—এবার পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির খেলা।

বিষ্ণু।—তা জানি প্রিয়ে—খেলাটা খুবই উচ্চাঙ্গের,—কিন্তু পরমাপ্রকৃতির এই খেলার ফলে হয় তো পৃথিবীর পুরুষ-প্রকৃতিকে এবার ভবখেলা সাঙ্গ করতে হবে!

লক্ষ্মী।—নিষ্ঠুর! সে তোমার খেলা, প্রকৃতির নয়।

বিষ্ণু।—চিরদিনই তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বল; কিন্তু আজ একবার জগতের দিকে চেয়ে দেখ দেখি! দেখে বল দেখি, নিষ্ঠুর কে? ওই অনাহারী জগদ্বাসীর কোলাহল শোনো দেখি? কার জন্য ওরা আজ হাহাকার করছে? তোমার জন্য নয় কি? জানতেম তুমি শুধু চঞ্চলা, কিন্তু আজ জানছি, তুমি বড় নিষ্ঠুরা! তুমি আবার আমাকে কথায় কথায় নিষ্ঠুর বল নিষ্ঠুরে!

লক্ষ্মী।—নিষ্ঠুর! কে আমায় আজ নিষ্ঠুরা করেছে!—সে কি তুমি নও? কপট! কে আজ কৌশলে জগতকে অনাচারী ক'রে, আমাকে জগৎছাড়া করেছে! সে কি তুমি নও! তুমিই জানো—অনাচারে লক্ষ্মী থাকে না, তাই তোমারই চক্রে জগৎ আজ অনাচারী,—তাই আজ জগদ্বাসী লক্ষ্মীহারা!—এতে কার দোষ চক্রী? কে নিষ্ঠুর—নির্দ্দয়?

বিষ্ণু।—থাক্ থাক্—আর কথায় কাজ কি! তোমার সঙ্গে কথায় পারি—আমার সাধ্য কি! তোমার সঙ্গে কলহে চিরদিনই আমার পরাজয়।

লক্ষ্মী।—আমি যে তোমায় চিনিছি দয়াময়! যে তোমাকে উচিত কথা শোনাতে পারে, তার কাছেই তুমি জব্দ হও! আমার কথাগুলি কি সত্য নয় হরি।

বিষ্ণু।—ওকথা আর কেন প্রাণেশ্বরী! এস এখন অন্য কথা ধরি।

লক্ষ্মী।—আমি এখন ব্যস্ত ভারি,—জানতো লুকোচুরী খেলতে যাবো—

বিষ্ণু।—তা জানি,—কিন্তু প্রিয়ে, নিজে লুকিয়ে—অধীনকে চোর সাজিয়ে ফল কি ?

লক্ষ্মী।—সে কি ! তুমি কেন চোর সাজবে ?

বিষ্ণু।—সাজালে আর সাজব না ? একে তো সবাই ভাবছে—আমিই তোমাকে বৈকুণ্ঠে লুকিয়ে রেখেছি ! তারা আমাকেই দুষছে ! আবার ঐ দেখো—একজন নিরন্ন জগতের কষ্ট দেখে—অন্নের জন্য আমার দ্বারে ছুটে আসছে ! এখন তুমি অদর্শন হলে উনি ভাববেন—আমিই তোমাকে গোপনে রেখেছি !—এখন আমাকে রক্ষা কর ; তুমি সংসারের অধিশ্বরী,—সংসারভার তুমিই গ্রহণ করো।

লক্ষ্মী।—আজ আমি কিছু করতে পারবো না,—অনাচারী ধরাবাসীর জন্য উনি আজ ভিখারী, অনাচারের নামে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আজ শূন্য ;—আমার সম্পদ সমস্তই অন্নপূর্ণার মন্দিরে চলেছে ; অন্নপূর্ণার প্রভাবে জগদ্বাসী সদাচারী হলে—জগতে আবার অন্নবৃষ্টি হবে ; ভিখারীকে দিতে এখন তো আমার কিছু নাই প্রভু।

বিষ্ণু।—লীলাময়ী, লীলায় প্রবৃত্ত তুমি ; আমি আজ উদাসীন ; আমার কিছুই বলবার নেই,—তুমি যখন উপস্থিত আছ—তখন আমার আর লজ্জা কি ?

(মহাদেবের প্রবেশ)

এসো এসো ত্রিপুরারী, জটাজালধারী,
দারিদ্র্যদুঃখদহনকারী দয়াময় ;

জাহ্নবীজলাশ্রয়—চিদানন্দময়,
ভুজঙ্গভূষিতদেহ, নীলকণ্ঠ উমাকান্ত চন্দ্রমৌলি!
কুশল তো সকলই শূলপাণি?

মহাদেব।—কুশলের বাণী—কেন আর সুধাও শ্রীহরি,
জানতো সকলই তুমি,
জেনে সব—ছল কেন কর পুনরায়!
সিন্ধু প্রায় সুগভীর করুণা তোমার,
নাহি তার তুলনা সংসারে,
সমস্বরে বলে ত্রিভুবন—
তুমিহে করুনাময়—জীবের জীবন;
তবে কেন আজি নারায়ণ, বিমুখ করুণাদানে?
তোমার কারণে—ধারা বহে ধরার নয়নে,
ত্রিভুবন বিষাদে মগন;
কেন হে নিদয় নিরঞ্জন?

বিষ্ণু।—হে ত্রিলোচন! আমি অভাজন ত্রিসংসারে!
নিন্দা করে সকলে আমায়, দোষ দেয় অকারণে হায়!
কি কব অন্যের কথা, লক্ষ্মী মম প্রাণাধিকা—
সেও কয় নিদয় আমায়!
ছিল অন্তরে বিশ্বাস—শুধু তুমি ওহে বাঘবাস,
দোষী মোরে না বলিবে,
মম নিন্দা কভু না করিবে,
কিন্তু এবে—ভাগ্যদোষে তুমিও নিদয় বল!

মহাদেব।—হে মাধব! জানে সমগ্র জগৎ—
গুরুজ্ঞানে করি আমি তোমারে পূজন;
তব নাম জপি অনুক্ষণ,
তৃপ্ত মন—তোমার অর্চ্চনা করি';
তব ভক্তজন—হয় মম স্নেহের ভাজন,
পুত্রসম সদা করি নিরীক্ষণ,
বারবার বিপদ বারণ করি।
শোনোহে শ্রীহরি—তব নিন্দা যদি কভু শুনি,
প্রলয় মূরতি ধরি তখনি তথায়,
নিন্দুক আতঙ্কে হয় আশ্রিত তোমার!
তুমি করুণাআধার, সুধাসম করুণার ধার—
ধরাধামে অনিবার করিয়া বর্ষণ,
অকস্মাৎ করিয়াছ সংবরণ;
ওঠে তাই কাতর রোদন,
কহে সর্ব্বজন—'কোথা তুমি বিপদবারণ,
কেন হে কৃপণ আজি করুণা প্রদানে।'
বিশ্বের রোদনে অস্থির হয়েছি নারায়ণ,
অস্থির হয়েছি হরি—তোমারে সুস্থির হেরি!
জান তো মুরারী—
ভালবাসি যারে—ভক্তি ও বিশ্বাস রাখি যাহার উপরে,
সে যদি নিদয় হয়—শত ডাকে না হয় উদয়,
অভিমান হৃদয় আচ্ছন্ন করে;

অভিমানভরে—তাই হে তোমারে—
নিদয় বলেছি শ্রীনিবাস,
কর এবে দয়ার বিকাশ ;
গুরু তুমি—শিষ্য আমি—
আমার মিনতি—
হে শ্রীপতি—দৃষ্টি দান কর ধরাধামে ;
জীবদুঃখ কর অবসান।

বিষ্ণু।—হে বিষাণ! লজ্জা মোরে দাও কি কারণ
তবগুরু যদি নারায়ণ,
নারায়ণ-গুরু তুমি ত্রিলোচন ;
গুরু-শিষ্য শিষ্য-গুরু আমরা দুজনে।
মম পাশে তোমার মিনতি,
ওহে পশুপতি, লজ্জার কারণ অতিশয়!

মহাদেব।—গুরুপাশে শিষ্যের মিনতি—
হয় যদি লজ্জার কারণ,
হে নারায়ণ—করহ স্খালন তাহা,
তুমি তো হে লজ্জানিবারণ হরি।
আজি ত্রিপুরারী ভিখারী তোমার দ্বারে,
ভিক্ষা দাও হরি—ভিখারী শঙ্করে ;
জীবের কল্যাণ তরে—
অন্নপ্রার্থী আমি হরি তোমার দুয়ারে ;
অন্নসনে করুণা তোমার—

ওহে করুণাআধার—
ভিক্ষারূপে এইবার করহ প্রদান।

বিষ্ণু।—জানতো ঈশাণ—অন্নদান নহে কর্ত্তব্য আমার;
যথাযোগ্যভার—আছে যথাযোগ্যপরে;
লক্ষ্মী অন্নরূপে বিরাজে ভূতলে;
হের অন্নরূপা দেবী সম্মুখে তোমার,
অফুরন্ত ভাণ্ডার ইহাঁর,
অন্ন মিলিবে হেথায়—মম মনে লয়।

লক্ষ্মী।—(জনান্তিকে)
ধন্য তুমি লীলাময়!
ছলনায় আমারে মজাতে চাও।
আমার উপরে দোষ করিয়া স্থাপন—
নিজে সাধু সাজিবে এখন!

বিষ্ণু।—মৌন কেন ত্রিলোচন!
হের লক্ষ্মী—উচাটন—
অন্নের প্রার্থনা শুনি!

মহাদেব।—তাই যদি—অয়ি অন্নরূপাদেবী!
কর ভিখারীর কামনাপূরণ;
অনাহারী মানব মানবী,
অনুক্ষণ কাঁদে দেবী,
অন্নের আকাঙ্ক্ষা করি;
তাদেরই কারণে ভিখারী সেজেছি আজি;

করি অন্ন আহরণ,
অন্নকষ্ট নিবারণ করিব সবার,
মা-আমার—মনে শুধু এই সাধ জাগে ;
সাধ পূর্ণ কর গো জননী, হও অন্নপাণি—
অন্নদানে পূর্ণ করো বাসনা আমার,
জীব-দুঃখ হোক অবসান,
কাঁদে প্রাণ—
তাদের রোদন হেরি !
তুমি ক্ষেমঙ্করী—করুণারূপিনী মাতা—
দেহ ভিক্ষা—দেহ অন্ন—অন্নরূপা দেবী।

লক্ষ্মী।—কঠিন সমস্যা মম—কি হবে উপায় !
হে নিষ্ঠুর! এ তো তব দায়! রক্ষা করো কমলায়,
(প্রকাশ্যে) মহেশ্বর! একি তব আচরণ !
আমি তব কন্যার মতন,
মম পাশে ভিক্ষা-আকিঞ্চন—
কি কারণ কর ত্রিপুরারী!
জীবের মঙ্গলকামী তুমিহে ঈশাণ—
জীবের মঙ্গল তরে ভাণ্ডার আমার,
অর্পিব তোমারে আজি !
সদাচারী জীবের কারণ,
অন্নকোষ্ঠ মম পূর্ণ অনুক্ষণ ;
তুমি প্রভু জীবহিতকারী,

জীবতরে—এভাণ্ডারের যোগ্য অধিকারী ;
তোমার সাক্ষাতে করি অন্নকোষ্ঠ উন্মোচন—
লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য প্রভু কর দরশন !
(পটপরিবর্ত্তনলক্ষ্মীর অন্নকোষ্ঠ প্রকাশ)
এই মম অন্নকোষ্ঠ শ্মশানবিহারী !
এরই মধ্যে—থাকে স্তরে স্তরে—
অন্ন ধন ঐশ্বর্য্য সম্পদ ;—
এইস্থান হতে করি আমি সযতনে
ধরায় প্রেরণ—যথাযোগ্য স্থানে !
আবরণ উন্মোচন কর মহেশ্বর।

মহাদেব।—দেবী ! ধন্য আমি—
ভাণ্ডারের বাহ্যিক আকার হেরি !
অভ্যন্তর করি দরশন—
মূর্চ্ছা তো যাবে না দেবী ভিখারী শঙ্কর !

লক্ষ্মী।—হেন রত্ন কি আছে হেথায়,
যাহার প্রভায়—
মুগ্ধ হবে বিশ্বেশ্বর রত্নের আকর !

মহাদেব।—জীব তরে তব কোষ্ঠ করি উন্মোচন,
জীব তরে অন্ন তবে করিগো গ্রহণ—
তোমার ভাণ্ডার হ'তে।
(অগ্রসর—পটপরিবর্ত্তন—শূন্য প্রকাশ)
য়্যা—য়্যা—ওঃ—হোঃ—শূন্য ! শূন্য !

লক্ষ্মী।—একি! একি।

শূন্য দেখি—অফুরন্ত ভাণ্ডার আমার!

ছি! ছি! কেমনে রহিব হেথা আর! (প্রস্থান।

বিষ্ণু।—একি চমৎকার—

শূন্য আজ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার!

মহাদেব।—শূন্য আজি ত্রিসংসার!

শূন্য সব নয়নে আমার!

শূন্য তুমি, শূন্য আমি,

শূন্য সমুদয়;

পূর্ণ কোথা,—মিথ্যা কথা—

পূর্ণব্রহ্ম শূন্য প্রায়!

তবে-তবে—আর কোথা আছে গম্যস্থান?

অন্ন শূন্য লক্ষ্মীর অঙ্গন যদি,

জলশূন্য সমুদ্র নিশ্চয়,

ব্রহ্ম শূন্য পদ্মাসন,

তাপ শূন্য বিকর্ত্তন

শক্তিশূন্য আমি মহেশ্বর,

সত্বাশূন্য তুমি সারাৎসার,—

অক্ষম ধরিত্রীতবে জীবভার করিতে ধারণ!

উঠুক প্রলয় তবে সৃষ্টির বিলয় হেতু;

বাজাও প্রলয়ভেরী তুমিহে শ্রীহরি,

আমি রুদ্র সৃষ্টিনাশে সৃষ্টির সংহারকারী;

বিষ্ণু।—সৃষ্টিনাশে কে বা অধিকারী!
স্থষ্টির উপর ক্রোধ কর কি কারণ?
সৃষ্টি ও স্রষ্টায় —
কি পার্থক্য কর নিরীক্ষণ?
অনাহারী সৃষ্ট জীবগণ,
অন্নহীন স্রষ্টার ভবন!
ত্রিভুবন অন্নের কাঙাল হেরি।

মহাদেব।—মরি-মরি-কিবা যুক্তি দানিলে মুরারী!
অন্নহীন স্রষ্টার ভবন,
তাই অনাহারী সৃষ্ট জীবগণ,—
তবে কেন আক্ষেপ সবার!
ক্ষুধায় কাতর হয়ে প্রাণের কুমার,
পিতৃপাশে মাগিলে আহার,
পিতা তবে বলিবে তখন—
অন্নশূন্য ত্রিভুবন, কেন কর ক্ষুধায় রোদন,
বিশ্বজন অন্নের কাঙাল!
ত্রিভুবন অন্নের কাঙাল যদি,
কাঙালের সখা তুমি—অগতির গতি,
কোন্ প্রাণে হের তবে দুর্গতি সবার!
আমিহে উন্মাদ এবে জীবদুঃখ হেরি,
জীবদুঃখ দূর কর হরি,
নহে ওহে সর্ব্বতাপহারী—

সর্ব্বতাপ মিটাও সবার ;
অনাহারী না রবে সংসার আর,
কর প্রতীকার—কিম্বা হোক্ সমূলে সংহার,
স্রষ্টার সাধের সৃষ্টি—
ডুবে যাক্ বিসৃষ্টির বিরাট গহ্বরে।

বিষ্ণু।—হে শঙ্কর! অনাসক্ত তুমি এ সংসারে,
তাই সামান্য কারণে—
হও তুমি অধীর এমন।
আমি করি সংসার-পালন,
পালনের ভার কত, কেমনে বুঝিবে!
সংহারে প্রবৃত্ত তুমি—
জান শুধু করিতে সংহার!
সংহার হেলায় হয়,
পালন দুরূহ অতিশয় ;
পালনের মর্ম্ম যদি জানিতে ধূর্জ্জটি—
রুদ্রমূর্ত্তি ধরিতে না সংহার কারণ।

মহাদেব।—পালনের মর্ম্ম তব বুঝেছি মাধব!
ছল মাত্র সম্বল তোমার!
লয়ে পালনের ভার,
ছলে তুমি করহ সংহার!
রক্ষকের আবরণে, তোমারে ভক্ষক হেরি ;
নিপট কপট তুমি নিষ্ঠুর সংহারী।

বিষ্ণু।—যত পার বলহে শ্মশানচারী !
বাক্যে বল—কিবা আসে যায়,
কলঙ্ক না হয় তায় ;
সর্ব্বজন জানে হে আমায়—
করুণাআলয় বলি ;
সংহারের ধার আমি নাহি ধারি,
আমি বিষ্ণু—জগত পালন করি !
আমি যদি হতেম সংহারী,
হে সংহারকারী,
এতক্ষণে সৃষ্টি হত সংহার নিশ্চয়,
বার বার বাধা নাহি দিতাম তোমায় !

মহাদেব।—এও ছল—তোমার নির্দ্দয় !
দুস্থ জীবচয়—পলকে বিলয় হয়,
নহে ইহা বাসনা তোমার,
পলে পলে দুঃখের অনলে—
ধীরে ধীরে দহি জীবগণে
করিতে সংহার—তোমার প্রাণের সাধ ;
তাই বার বার—কর নিবারণ—
সৃষ্টিধ্বংস করিতে সাধন !
কিন্তু শোনো নারায়ণ—
ত্রিশূলী প্রমত্ত আজি সৃষ্টির সংহারে ;
তুমি বিষ্ণু পালনে অক্ষম,

আমি শম্ভু সক্ষম সংহারে ;
ত্রিশূল প্রহারে চরাচর নাশিব এখনি,
চক্রকরে তুমি চক্রপাণি—
হের আজি ত্রিশূলীর ধ্বংসলীলা ভয়ঙ্কর

বিষ্ণু।—চক্রধর নীরব না রবে মহেশ্বর !
জগতের ত্রাণকর্ত্তা—আমি নারায়ণ,
জীবগণ রক্ষিত আমার,
সৃষ্টিনাশ করে সাধ্য কার !
হের চক্র করেছি ধারণ—
চরাচর করিতে রক্ষণ,
শূল সম্বরণ কর শূলপাণি,
নহে আজি ঘটিবে প্রলয়।

মহাদেব।—প্রলয় ঘটাতে আজি এসেছি হেথায় ;
কি ভয় দেখাও চক্রধারী ?
শূল আমি করেছি ধারণ—
জগতের সংহার কারণ ;
নিবারণ করে কেবা !

বিষ্ণু।—হের চক্র ধরি—
আচ্ছাদন করিয়াছি ত্রিসংসার,
শূল শক্তি ব্যর্থ হবে,
চূর্ণ হবে প্রভাব তোমার !

মহাদেব।—সাধ্য কার—শূলী-শূল করে নিবারণ,

রুদ্র আজ বীভৎস ভীষণ,
হের শূল সনে
ধক্ ধক্ জ্বলে রোষানল,
এ অনলে জ্বলিবে তপন,
চন্দ্রগ্রহ তারাগণ,
বিশ্ব ভস্ম হবে—
রুদ্ররোষে ত্রিভুবন হবে লয়!

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী।—হায়-হায়-ত্রিভুবন ধ্বংস হয়!
কি কর কি কর হরি—
চক্র ধরি,
কার সনে কর রণ?

বিষ্ণু।—নহে ইহা রণ,
ত্রাণকর্ত্তা নারায়ণ,
চক্রে আচ্ছাদন করিয়াছে ত্রিসংসার,
সংহার-প্রকোপ হতে;

(গণপতির প্রবেশ)

গণপতি।—ক্ষ্যান্ত হও—ক্ষ্যান্ত হও পিতা,
কর শূল সম্বরণ,
হের পতিত নন্দন
চরণে তোমার ;
ছিনু তপেতে মগন,

ঘোর তাপে তপভগ্ন হ'ল,
ধ্যানে বুঝি কাহিনী ইহার,
দেখি—বিশ্ব হয় ছারখার,
প্রতীকার-আশে পিতা এসেছি হেথায়।
পুত্রের প্রার্থনা করহ পূরণ,
কর তাত শূল সম্বরণ।

হাদেব।—যেই হও—নাহি কর নিবারণ ;
শঙ্কর প্রমত্ত আজি সংসার-সংহারে !
পুত্র তুমি নহ একা,
সমগ্র সংসার জুড়ে অসংখ্য সন্তান—
করে হাহাকার,
মিটাইব সকল যন্ত্রণা সবাকার !
যারে শূল— যারে—যারে—যারে—

লক্ষ্মী।—পিতা ! পিতা ! শোন তবে মিনতি আমার !
জগতের হাহাকার আর না রহিবে,
জগতের অন্নরাজি—
অন্নপূর্ণাক্ষেত্রে পুঞ্জীভূত আজি ;
চল পিতা চল গো তথায়—
দিব গো তোমায়— অন্ন সমুদয়,
সেই অন্নে অন্নকষ্ট দূর কর
অনাহারী সন্তান সবার।

মহাদেব।—অন্ন—অন্ন ! অন্ন তবে আছে গো সংসারে !

অন্ন তবে দিবে গো আমায়!
অন্ন লয়ে অনাহারী সন্তান সকলে—
অন্ন দান করিব তাহলে!'
তবে কেন—তবে কেন ধ্বংসের বাসনা আর!
চক্র তবে নামাও শ্রীহরি,
হের হে মুরারি—
ত্রিশূলী ত্রিশূল ছাড়ি ভিখারী আবার!
চল মা-আমার,
অন্নক্ষেত্র প্রদর্শন করাও এবার,
ভিখারীর কামনা পূরাও দেবী!
চল পুত্র—পিতা পুত্রে ভিক্ষাঅন্ন করি আহরণ,
অন্নকষ্ট নিবারণ করিব জীবের;
আহাহা—এখনো করিছে তারা প্রতীক্ষা আমায়।

লক্ষ্মী।—চল পিতা—বারাণসীধামে,
অন্নক্ষেত্র সেই স্থানে;
অন্ন তথা মিলিবে নিশ্চয়।

মহাদেব।—কি বলিলে—বারাণসী ধামে!
অন্নক্ষেত্র—সেই স্থানে।
কেমনে যাইব তথা,
নাহি তো সামর্থ মম—পশিতে সেখানে!

বিষ্ণু।—হে শঙ্কর! চিন্তা কিবা তাহার কারণে!
জান কি হে মনে—

সিদ্ধিদাতা গণপতি—
কেন আজি আসিল হেথায় ?
আমারি ইচ্ছায়—ইহার উদয় ;
গণেশ-প্রভাবে—
কাশীধামে, অভ্যুদয় হইবে তোমার ;
আমি তার করিব বিহিত ;
যাও শম্ভু, ব্রত তব করিতে পূরণ,
বারাণসীধামে করহ গমন,
তথা করিবে হে দরশন—
দিবোদাস-মুক্ত তব অবিমুক্তধাম,
মনোস্কাম পূরিবে তোমার উমাপতি।

মহাদেব।—হে শ্রীপতি ! দেহ তবে আলিঙ্গন,
রণ অবসানে—হোক্ হরিহরের মিলন।

বিষ্ণু।—(আলিঙ্গন) নারায়ণ অভেদাত্মা তুমি ত্রিলোচন,-
বারাণসীধামে—এই ভাবে পুনঃ হইবে মিলন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—গঙ্গাতীর।

উমা ও যোগিনীগণ।

উমা।—আহা! এই আমার প্রভুর আনন্দ ক্ষেত্র, আমাদের পবিত্র তীর্থ;—এ তীর্থ দর্শন ক'রে আমরা ধন্য হয়েছি।—যোগিনীগণ! তোদের সঙ্গে ক'রে আমি যেমন আজ এই-খানে নেমেছি, তেমনি আমার নামের সঙ্গে—তোঁদের নামও কাশীর অঙ্গে বিজড়িত হয়ে থাকবে;—এই স্থান তোদের নামে চৌষট্টী যোগিনীর পীঠ বলে গণ্য হবে,—কাশীবাসী তোদের নাম নিয়ে বিপদমুক্ত হবে।

১ম যোগিনী।—মা! আমরা তোমারই ছায়া;—কায়া তো কখনো ছায়াকে ছাড়তে পারে না!—এখন বল মা, আমরা কি করবো।

(নিকুম্ভের প্রবেশ)

নিকুম্ভ।—কার্য্যভার একসঙ্গে দাও মা;—পুত্র তোমার আগে এসেই—প্রতীক্ষা করছে।

(প্রণাম করণ)

উমা।—কার্য্যভার একসঙ্গেই দোব বৎস;—ওই দেখো—

আমার আর এক পুত্র আসছে—একসঙ্গেই তোমাদের কার্য্যে ব্রতী হ'তে হবে।

(গণপতির প্রবেশ)

গণপতি।—মা!—(প্রণাম)

উমা।—এস বৎস,—মায়ের অভিমান আজ তোমার তপোভঙ্গ ক'রে—তোমাকেও এখানে এনে উপস্থিত করেছে!

গণপতি।—মা! তোমার অবিদিত সংসারে কিছুই নেই;—জীবদুঃখে বাবা আমার এখনও আত্মবিস্মৃত,—তাই—তুমি এখন—সমস্ত জেনে, বাবাকে বিপদমুক্ত করতে উদ্যত হয়েছ। মা কমলা তাঁর নিখিল ঐশ্বর্য্য নিয়েএইখানে তোমার কাছে আসছেন;—বাবা আজ সংসারবাসীর জন্য অন্নকামী হয়ে—অন্নের জন্য এখানে আসতে ইচ্ছুক! কিন্তু মা,—রাজা দিবোদাস কাশীচ্যুত না হ'লে বাবা এখানে আসতে পারবেন না! এখন যাতে সর্ব্বাগ্রে রাজা কাশীচ্যুত হয়—তার উপায় কর মা!

উমা।—বৎস! কৌশলে তুমি স্বয়ংসিদ্ধ; তুমিই এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করো,—এই আমার ভক্ত পুত্র নিকুম্ভ—এই আমার সঙ্গিনীগণ—যথাসাধ্য তোমাকে সাহায্য করবে;—এদের সাহায্যে তুমি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।—আমিও অন্যদিকে কমলার সাহায্যে আমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

গণপতি।—বেশ, তাই হোক ; মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক ;—আমি তাহলে মায়ের আদেশে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

উমা।—বৎস, সিদ্ধিদাতা তুমি ;—সিদ্ধি তোমার অধীন ;—তবু আমি আশীর্ব্বাদ করছি—তোমার কার্য্য সফল হোক।

[প্রস্থান।

গণ।—মায়ের আদেশ—এসো আমরা কার্য্য আরম্ভ করি।—মায়াকে আশ্রয় ক'রে—আমাদের রাজার ছিদ্র অন্বেষণ করতে হবে,—যে মুহূর্ত্তে রাজা কোনো গুরুতর পাপ অনুষ্ঠান করবে—সেই মুহূর্ত্তেই তার পতন হবে।—যোগিনীগণ! তোমাদের এখন বিভিন্নমূর্ত্তি ধারণ ক'রে রাজসংসারে প্রবেশ করতে হবে ;—নানা উপায়ে রাজাকে বিমুগ্ধ করতে হবে ; আর দৈত্যরাজ—তুমিও মায়াবলে রাজাকে বিপথগামী করতে প্রবৃত্ত হও ;—আমিও আজ মায়াবলে গণকের বেশে রাজাকে প্রতারিত করবার বাসনা করেছি।—এখন চলো—স্ব স্ব কার্য্যে যাতে কৃতকার্য্য হই, তার ব্যবস্থা করি।

[সকলের প্রস্থান।

(দিবোদাস ও অগ্নিবিন্দুর প্রবেশ)

অগ্নি।—দেখলেন তো মহারাজ, প্রজাদের অবস্থা ; সবাই যেন হতভম্ব হয়ে রয়েছে ; বেঁচে আছে—কিন্তু যেন সকলেই স্বপ্নাবিষ্ট! মনে সুখ নেই, প্রাণে শান্তি নেই,—কি এক ভাবে যেন সবাই বিভোর! পূজার অভাবেই আজ এদের এ দুর্দ্দশা।

দিবো।—পূজার অভাব! কেন অগ্নিবিন্দু—অভাব কেন?

আমি কি তাদের পূজা করতে নিষেধ করেছি! শিবের পূজা নিষিদ্ধ হলেও, রাজার পূজা করতে তো সকলকে বলে দিয়েছি! রাজার পূজা কি পূজা নয় বয়স্য?

অগ্নি।—সে কি মহারাজ, রাজপূজা আবার পূজা নয়! রাজা প্রজার এমন পূজনীয় দেবতা, যে দর্শন করলেই প্রজার পূজা করা হয়—পুণ্যলাভ হয়। আপনার প্রজারা নিত্য রাজদর্শন করেই পুণ্য অর্জ্জন করছে! হ'তে পারে, রাজার দর্শন পাওয়া কঠিন নয়, কিন্তু নিত্য রাজার সম্মুখে এসে পূজা করা তো সকল প্রজার পক্ষে সহজসাধ্য নয় মহারাজ! আপনি যদি নিত্য সকল প্রজার পূজা নিতে চান, তাহ'লে আপনাকে রাজকার্য্য পরিত্যাগ ক'রে প্রত্যেক প্রজার বাড়ীতে গিয়ে দর্শন দিতে হয়,—কিম্বা পুরদ্বারে এক মাচান নির্ম্মাণ ক'রে মহারাজকে দিবারাত্রি সেইখানে বসে থাকতে হয়,—তাহলেই মহারাজের পূজা করা সকল প্রজার পক্ষে সম্ভব হয়।

দিবো।—কেন আমার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেও তো প্রজারা পূজা করতে পারে বয়স্য।

অগ্নি।—তাতে তাদের মন উঠবে কেন মহারাজ। তাদের কাঁচাখেকো দেবতা জলজ্যান্ত থাকতে—তারা মূর্ত্তি গড়ে শান্তি পাবে কেন? আর সেই মূর্ত্তির সামনে ধ্যানে বসলে—ধ্যানই বা জমবে কেন?

দিবো।—হুঁ—আমি বুঝিছি অগ্নিবিন্দু, এ সব প্রজাদের নষ্টামি; তারা সকলেই সেই শিবের পূজা করতেই লালায়িত; সেই ভিখিরির জন্য এখনও সকলে পাগল! কিন্তু আমি কিছুতেই শিবের পূজা করতে দোব না! আমার মূর্ত্তি পূজা করতে যদি তাদের অনিচ্ছা হয়—আমি এবার দেবতার একটা উদ্ভট রকমের মূর্ত্তি আবিষ্কার করে—সেই মূর্ত্তি পূজা করতে সমস্ত প্রজাকে বাধ্য করবো। সে মূর্ত্তি হবে—না মানুষ—না দেবতা—না জানোয়ার।

(গণপতির প্রবেশ)

গণপতি।—মহারাজ! মহারাজ! রক্ষা করুন—রক্ষা করুন!

দিবো।—কে তুমি! কে তুমি!—কি হয়েছে তোমার? কাঁপছ কেন? আমি তোমাকে অভয় দিচ্ছি, তোমার পরিচয় দাও।

গণপতি।—মহারাজ! মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ;—আমি ভয়ঙ্কর ভয় পেয়েছি!—শেষ রাত্রে একটা বড় বিদ্‌কুটে স্বপ্ন দেখেছি মহারাজ!—সে স্বপ্নের কথা স্মরণ করতে এখনও আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে—এই দেখুন মহারাজ, গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে উঠছে।

অগ্নি।—তাই তো মহারাজ—আমারো গায়ে যে কাঁটা দিয়ে উঠছে! তবু এখনও স্বপ্ন শুনিনি!

দিবো।—ব্রাহ্মণ! আমি তোমাকে অভয় দিচ্ছি,—তোমার ভয়ের কারণ স্বচ্ছন্দে ব্যক্ত করো।

গণ।—মহারাজ! তবে শুনুন—কিন্তু বড় ভয়ঙ্কর স্বপ্ন মহারাজ!

তবে শুনুন মহারাজ!—এই—শেষ রাত্রে বেঁহুস হয়ে ঘুমুচ্ছি, এমন সময় মহারাজ—এক উদ্ভট রকমের মূর্ত্তি—তা তিনি দত্যি কি বেহ্মদত্যি—দেবতা কি রাক্ষস—বোক্কস কি খোক্কস তা বলতে পারি না মহারাজ—কিন্তু যে চেহারা ওরে বাবা—

অগ্নি।—ওরে বাবা!—ওরে বাবা!—আচ্ছা বাবা—তারপর—

গণ।—তার পর—শুনুন মশাই—ওরে বাবা—তার পর সেই মূর্ত্তি মশাই—হাঁ তাঁর চেহারার কথাটা শুনুন মহারাজ—এই জালার মতন ইয়া ভূঁড়ি, হাতীরমতন ইয়া শুঁড়ওয়ালা মাথা—আর সিঁদুরের মতন ইয়া রগরগে রঙ—গমগম করতে করতে আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল,—তার পর—ওরে বাবা—

অগ্নি।—তাইতো, ওরে বাবা!—তার পর মশাই—তার পর? বোধ হয় সেই বোক্কস মহাশয়ের আপনার বক্ষের ওপর উপবেশন আর দাড়ী উত্তোলন!—কেমন?

গণ।—না মশাই শুনুন—শুনুন—তার পর ভয়ঙ্কর ব্যপার!—সেই বিদকুটে মূর্ত্তি তাঁর সেই ভয়ঙ্কর ভূঁড়ি বাজিয়ে আর সেই শুঁড়খানা নাড়া দিয়ে বললে মহারাজ,—'ব্রাহ্মণ! আমি ঢুণ্ঢিরাজ; তুই রাজাকে ব'লে আমার পূজার ব্যবস্থা কর্; যদি করিস্—তাহলে তোর ভাল করবো—নইলে তোর ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাবো!,

অগ্নি।—ওরে বাবা—রক্ষা করো;—সেই ভুঁড়ীর ভরে ভীর্ম্মি গিয়ে যেন আমার ঘাড় ভেঙ্গো না বাবা!—ওরে বাবা!—

দিব্যো।—বয়স্য—শুনলে তো?

অগ্নি।—ওরে বাবা! শুনিনি!—শুনে কাঁপছি! এই দেখুন মহারাজ- আমারও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে!—দোহাই ভুঁড়ি বাবা—তুমি যেই হও বাবা- রাত্রে যেন আর আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়ো না বাবা!

দিব্যো।—দেখ বয়স্য—আমার ইচ্ছা—এই মাত্র যে ইচ্ছা করেছি—তাই পূর্ণ করতে এই ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হয়েছে! দিব্য মূর্ত্তি ব্রাহ্মণ কল্পনা করেছে!—না মানুষ—না দেবতা—না জানোয়ার! চমৎকার—চমৎকার!—পূজার জন্য প্রজারা উন্মাদ—দেবতার জন্য তারা আত্মহারা—আমি এবার এই উদ্ভট মূর্ত্তিকে তাদের দেবতার স্থানে বসাব!—ব্রাহ্মণ! তুমি স্বপ্নে যে মূর্ত্তি দেখেছো—অবিকল সেই মূর্ত্তি—আজই তোমাকে প্রদান করবো; অগ্নিবিন্দু—আজই তুমি শিল্পী-সাহায্যে এই ব্রাহ্মণের স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে—পুঃ দ্বারে প্রতিষ্ঠা করো,—মণ্ডপে সেই মূর্ত্তি স্থাপিত হবে—প্রজারা দেবতার এই অদ্ভুত মূর্ত্তি পূজা ক'রে এবার কৃতকৃতার্থ হবে, আজই যাতে আমার আদেশ পালিত হয়—অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করো। [প্রস্থান।

অগ্নি।—ওরে বাবা!—ঠাকুর! তোমায় নমস্কার! তোমার খুরে ঘন ঘন নমস্কার!

গণপতি।—কেন মশাই—বলি, এত নমস্কারের বর্ষণ কেন?

অগ্নি।—মহাশয়! এই ঘোর দুর্দ্দিনে—অনাবৃষ্টির মধ্যেও—কাশী-

ক্ষেত্রখানি কর্ষণ করতে এসেছেন, কাজেই মহাশয়ের কষ্ট দেখে—নমস্কার বর্ষণ করছি! বলি—কৃষকমহাশয়ের থাকা হয় কোথায়?

গণপতি।—মহাশয়—আমাকে কৃষক ব'লে সম্ভাষণ করছেন কেন?

অগ্নি।—মহাশয় এসেছেন কর্ষণ করতে, তাই সেই মতন সম্ভাষণ করা হচ্ছে!—মহাশয়—সব জেনে ন্যাকা সাজছেন কেন?—দেখুন—যা—এ-ও নয়, আর ও-ও নয়, অর্থাৎ দুইয়ের মাঝ-খানে—সে চীজ বড় আচ্ছা নয়! এই দেখুন না কেন—মেয়েও নয় আর পুরুষও নয়—সে চীজ যেমন,—তেমনি আপনার মানুষও নয়—হাতীও নয়—এও ঠিক তেমন! না-সিংহ—না-মানুষ এমন একটা বিদকুটে চীজ—একবার হিরণ্যকশিপুর ভুঁড়ি কর্ষণ করেছিল,—আর আজকে ঠাকুর, তোমার এই না-হাতী আর না-মানুষ-গোছের চীজটি আমার রাজার হৃদয়খানি কর্ষণ করতে এসেছে!—তা যাই হোক্—চলো তোমার মূর্ত্তি তৈরী ক'রে দিচ্ছি—রাজার আদেশ অমান্য করছিনা;—কিন্তু এটা জেনো ঠাকুর, তোমার নর-হাতী ক্ষেপে উঠে আমার রাজার কিছু করতে পারবে না; রাজার এই ভক্ত জীবটী মাহুত হোয়ে তোমার সেই পাগলা হাতীকে পাহারা দেবে—একদিনেই পোষ মানিয়ে ফেলবে!—এখন চলো—ঠাকুর চলো—তোমার কর্ষণকরবার লাঙ্গল গড়িয়ে দিই চলো। [প্রস্থান।

গণ।—(স্বগতঃ)—ব্রাহ্মণ দেখছি রাজভক্ত—পরম ভক্ত ; হয়ত এই ব্রাহ্মণই আমার কার্য্যের অন্তরায় হবে! [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

মায়া।

মায়া।—শুভক্ষণে গণপতি কাশীধামে এসেছিলেন! আমি তাঁহাকে সাহায্য ক'রে ধন্য হয়েছি। কাশীবাসী এখন আমার প্রভাবে আচ্ছন্ন—সবাই এখন ঢুণ্ঢিরাজের জন্য পাগল! আমি রাত্রে নিদ্রাযোগে স্বপ্নরূপে নরনারীগণকে বিভীষিকা দেখাই, আবার প্রভাতে গণকরূপে গণপতি গণনায় স্বপ্নকথা কীর্ত্তন ক'রে—ঢুণ্ঢিরাজের পূজায় তার খণ্ডনের উপায় ক'রে দিচ্ছেন! তার ফলে কাশীবাসী সকলেই এখন ঢুণ্ঢিরাজের পূজায় তৎপর! এই পূজার প্রাবল্য দেখে—রাজা দিবোদাস ক্রমেই অধীর হয়ে উঠছে—মহাপাপও ছায়ার মত তার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হয়ে অনুক্ষণ রন্ধ্র অন্বেষণ করছে! রাজার পতনের আর বিলম্ব নাই!—কই, রাজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী দেবী ভক্তি এখন কোথায়?

(ভক্তির প্রবেশ)

ভক্তি।—কেন—ভক্তিকে কি দেখতে পাচ্ছনা মায়া?—আত্মগর্ব্বে এতই অধীরা হয়ে উঠেছ বটে! এটা একবার ভেবে দেখলে না, ভক্তি না থাকলে, কার আকর্ষণে কাশীবাসী আজ ঢুণ্ঢিরাজ-

তন্ময় কোরেছে—তন্ময় কোরেছে! এমন আনন্দ আমি বুঝি আর কখন পাইনি!—আর তোমরা আনন্দদায়িনী—এতদিন কোথায় লুকিয়েছিলে; জানিনা কোন্ পুণ্যবলে তোমাদের দর্শন পেয়েছি! তোমরা আনন্দময়ী—আনন্দময়ী!—নাচ—নাচ—আবার নাচ; গাও—গাও—আবার গান গাও,—আমোদের স্রোতে আমাকে ডুবিয়ে দাও।

১ম যো।—মহারাজ! আমাদের পুরস্কার!

দিবোদাস।—হাঁ-হাঁ—ভুলে গেছি—তোমাদের পুরস্কার দিতে ভুলে গেছি!—বল-বল-কি চাও—তোমরা; স্বচ্ছন্দে মনের ভাব প্রকাশ করো—তোমাদের অদেয় আমার কিছুই নাই।

২য় যোগিনী।—মহারাজ! ঢুণ্ঢিরাজের মন্দিরে আমরা বড় অপমানিত হয়েছি।

দিবোদাস।—কি! অপমানিত হয়েছ! ঢুণ্ঢিরাজের মন্দিরে! আঃ—এখানেও ঢুণ্ঢিরাজ! প্রজাদের দর্প চূর্ণ করতে ঢুণ্ঢিরাজকে আমি আশ্রয় দিয়েছি,—এখন দেখছি ঢুণ্ঢিরাজ কাশীরাজের ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে বসেছে। বল সুন্দরী—ঢুণ্ঢিরাজ তোমাদের কি করেছে?

২য় যোগিনী।—মহারাজ! ঢুণ্ঢিরাজ সকলের বাসনা পূর্ণ করেন শুনে—আমরা তাঁর মন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিলুম; কিন্তু ঢুণ্ঢিরাজ আমাদের পূজো নেননি,—মন্দিরে আকাশ-বাণী হোল—'তোরা নাস্তিক রাজা দিবোদাসের নর্ত্তকী, তোরা অতি ঘৃণ্য, আমি তাদের পূজা নোব না!'—

১ম যোগিনী।—মহারাজ! আপনি কাশীরাজ—আপনার আশ্রিত ঢুণ্ডিরাজ আমাদের অপমান করে!

দিবো।—বটে! বটে! এত স্পর্দ্ধা! জড়মূর্ত্তি আবার আকাশ-বাণী করে! আমার আশ্রিত হয়ে—আমার ওপর স্পর্দ্ধা প্রকাশ করতে চায়! আচ্ছা—আমি আজি তার অহঙ্কার চূর্ণ করবো।

১ম যোগিনী।—মহারাজ! আপনার কাছে আমরা আর কিছু পুরস্কার চাইনা—এখনই আমাদের এই অপমানের প্রতিশোধ নিন, তাহ'লেই আমাদের পুরস্কার দেওয়া হবে।

২য় যোগিনী।—কিন্তু মনে রাখবেন মহারাজ, কালবিলম্ব করলে—আমরা আর কখনো আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো না।

দিবো।—অভিমান ক'র না সুন্দরী, কালবিলম্ব আমি করব না, রাজা দিবোদাসের যে কথা সেই কাজ,—এখনই আমি তোমাদের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করবো! ঢুণ্ডি-রাজের যে মন্দির আমি স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করেছি,—সেই মন্দির আজই আমি চূর্ণ করবো—ঢুণ্ডিরাজের বীভৎস মূর্ত্তি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করবো।

যোগিনীগণ।—সাধু! সাধু! সাধু মহারাজ!

(লীলাবতীর প্রবেশ)

লীলা।—না-না—মহারাজ—এ সঙ্কল্প ত্যাগ করো;—দেবায়তন

ভঙ্গ করো না—মহাপাপকে রাজসংসারে প্রবেশ করতে দিও না—দাসীর এ মিনতি রক্ষা কর প্রভু!

দিবো।—আঃ—আবার এ সময় তুমি কেন রাণী বাধা দিতে এলে! আমি প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করতে চলেছি—মহাশত্রুর নিপাত করতে চলেছি—এতে আবার পাপ কি?

যোগিনীগণ।—তাই তো—পাপ কি!

লীলা।—ছি! ছি! তোমরা মায়াজালে মহারাজকে আচ্ছন্ন ক'রে কেন এ ভাবে পাপের মহাপঙ্কে নিক্ষেপ করছো,—এতে তোমাদের কি স্বার্থ! আমি মিনতি করছি, তোমাদের পায়ে ধরে বলছি—মহারাজকে ফেরাও—প্রার্থনা ফিরিয়ে নাও।

দিবো।—প্রার্থনা কে ফিরিয়ে নেবে! ঢুণ্ঢিরাজ আমার মহাশত্রু; আমি তার মন্দির চূর্ণ করব,—এতে বড় আনন্দ—বড় আনন্দ;—অহঙ্কারী প্রজাগণ—আমাকে লঙ্ঘন ক'রে—যার চরণে আত্মসমর্পণ করেছে—আজ আমার শাসনে তার পরিণাম দেখে স্তম্ভিত হবে! হাঃ হাঃ হাঃ—আমার তাতে আনন্দ হবে—জীঘাংসা চরিতার্থ হবে। বাধা কে দেবে—বাধা মানবো না—বাধা দিয়ো না— [প্রস্থান।

যোগিনীগণ।—হাঃ হাঃ হাঃ—বেশ হবে—বেশ হবে!

[করতালি দিয়া প্রস্থান।

লীলাবতী।—কি হবে—স্বামীর আমার কি হবে! হে আমার সর্ব্বদেবময় স্বামী—আমার সতীত্ব—আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে

তোমার পূজা করছি—তুমি প্রসন্ন হও, মহাপাপের আক্রমণ হতে তুমি পরিত্রাণ পাও। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ভগ্ন দেবায়তনে—ঢুণ্ঢিরাজ।

নাগরিক ও নাগরিকাগণ।

সকলে।—সর্ব্বনাশ হোল! সর্ব্বনাশ হোল!

১ম।—কি সর্ব্বনেশে রাজা গো—মন্দির ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে!

২য়।—রাজার লোকেরাও কি ভয়ঙ্কর—বারণ শুনলে না—ভয় পেলে না—দেবতার মন্দির ভেঙ্গে দিলে।

৩য়।—কিন্তু কি জাগ্রত দেবতা দেখো,—রাজার লোকে ছাদ উড়িয়ে দিলে—দেয়াল ভেঙ্গে দিলে—কিন্তু মূর্ত্তির গায়ে একটুও আঁচ লাগল না—যেমন মূর্ত্তি তেমনই আছে।

১ম।—আর এখানে দাঁড়িয়ে কি করবে!—ওই রাজার বয়স্য আসছে—কি বলতে কি বলে বস্‌বো, পালাই চলো—

সকলে।—চলো—চলো—ওগো সর্ব্বনাশ হ'লো—রাজ্য উচ্ছন্ন গেলো— [সকলের প্রস্থান।

(অগ্নিবিন্দুর প্রবেশ)

অগ্নি।—বাবা! আগেই তো বলেছিলুম—যেখানে মাঝামাঝি ব্যাপার—সেইখানেই হাহাকার! যখন দেখলুম—মূর্ত্তিটি হাতিও নন—মানুষও নন—একটা মাঝামাঝি রকমের,

তখনই ভেবেছিলুম—ইনি একটা না একটা কিছু অঘটন ঘটাতেই এসেছেন!—আজ সেই অঘটন ঘটে গেল;—রাজা দেবায়তন ভঙ্গ করে মহাপাপকে আশ্রয় করলেন!—যেমন পাপের প্রকোপ,—সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যময় সর্ব্বনাশের লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করেছে!—আমি কিন্তু এই কাঁচাখেকো ঠাকুরটিকে নিত্য এসে পূজা করে যাই,—কিন্তু ঢুণ্ডিরাজ বলে নয়—আমার বৈকুণ্ঠরাজ ব'লে! হে আমার বৈকুণ্ঠ-নাথ হরি! যে মূর্ত্তিই ধরনা কেন, নর-সিংহই হও আর নর-হাতীই হও, আমার কাছে তুমি সেই হরিই আছ! আজ বড় বিপদে পড়েছি হরি,—রাজার নামে আমি তোমার নিত্য পূজা করে এসেছি—যদি সে পূজায় কিছু পুণ্য করে থাকি—সে পুণ্যের বলে আমার রাজাকে রক্ষা কর দয়াময়, এই আমার প্রার্থনা!

(দিবোদাসের প্রবেশ)

দিবোদাস।—এই যে দেবায়তন চূর্ণ হয়েছে! বেশ—বেশ—বেশ হয়েছে! কিন্তু একি—ঢুণ্ডিরাজের মূর্ত্তি যে এখনো অটুট রয়েছে! মূর্ত্তিতো এখনো স্থানভ্রষ্ট হয়নি!—ওকে! বয়স্য—অগ্নিবিন্দু! ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছো! ঢুণ্ডিরাজের পতন দেখবার জন্য প্রতীক্ষা করছ! চিন্তা নেই—এখনি দেখতে পাবে! মন্দির আমার আদেশে চূর্ণ হয়েছে—মূর্ত্তি এবার আমার হস্তে ধ্বংস হবে! আমি স্বহস্তে প্রজাদের সাধের ঢুণ্ডিরাজকে জাহ্নবী-গর্ভে নিক্ষেপ করবো।

অগ্নি।—মিনতি করছি মহারাজ—ক্ষ্যান্ত হোন ; দেবায়তন ভঙ্গ ক'রে আপনি মহাপাপ আয়ত্ত করেছেন, দেবমূর্ত্তি ভঙ্গ ক'রে আর নরকের পথ প্রস্তুত করবেন না।

দিবো।—কি তুমি বলছ বয়স্য ! তুমি কি উন্মাদ হয়েছ ? দেবতার নাম ক'রে আবার তুমি আমাকে উত্তেজিত করতে সাহস করছ! আমি কারোর কথা শুনবো না—কোনো বাধা মানবো না—এ মূর্ত্তিকে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ ক'রে তবে নিশ্চিন্ত হবো।

(নগররক্ষকের বেগে প্রবেশ)

ন-র।—মহারাজ ! মহারাজ ! সর্ব্বনাশ হ'ল ! এই মন্দির ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ভূগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে—রাজবাহিনী বিশৃঙ্খল হ'য়ে পলায়ন করছে-—প্রজাগণ হাহাকার করতে করতে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হচ্ছে ! লক্ষ লক্ষ ভীষণদর্শন মূর্ত্তি রাজ্যময় তাণ্ডব নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে ! রাজ্য ধ্বংস হতে বসেছে—রক্ষা করুন মহারাজ—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—

অগ্নি।—মহারাজ ! শুনুন—শুনুন,—রাজধানী রক্ষা করুন—

দিবোদাস।—য়্যা-য়্যা-তাই তো তাই তো—কি বলছ—কি শুনছি! রাজ্য আমার ধ্বংস হচ্ছে—রাজ্য রক্ষা করতে—না-না-কি বলছি আমি—রক্ষা করবার সামর্থ্য আমার কোথায়! আমার সে শক্তি—সে সাহস---সে দুর্জ্জয় তপোবল কোথায় অপসৃত হল! আমি কি সেই দিবোদাস! সেই প্রচণ্ডশক্তি—

তপোবলে বলী অদ্ভুতকীর্ত্তি দিবোদাস কি—আমি ?—না-না-না—আমি তার কঙ্কাল! আমি তার কঙ্কাল! কই, আর তো অন্তরে সে বল নেই,—চক্ষে তো আর সে প্রভা নেই! যেন কি একটা ভীষণ অনল-প্রবাহ বক্ষমধ্যে প্রবেশ ক'রে আমার যা কিছু সম্বল সমস্ত হরণ ক'রে—নিয়ে গেলো! আমি এখন শক্তিশূন্য—ধর্ম্মশূন্য—তপশূন্য সামান্য মানব! অগ্নিবিন্দু! আমি কি সেই কাশীনাথ দিবোদাস? দেখো দেখি—ভাল করে দেখে বল দেখি—আমি কি সেই দিবোদাস? না-না—আমি তার কঙ্কাল!—ওই দেখো—এই কঙ্কালকে চুর্ণ করতে কারা সব চীৎকার করতে করতে ছুটে আসছে! আমি অশক্ত দুর্ব্বল, দাঁড়াতে অক্ষম, অগ্নিবিন্দু—বয়স্য—আমায় রক্ষা করো—রক্ষা করো—রক্ষা করো—

অগ্নিবিন্দু।—মহারাজ—মহারাজ—

(মায়া, নিকুম্ভ ও যোগিনীগণের প্রবেশ)

মায়া।—ওই-ওই সেই মহাপাপী দিবোদাস! দেবায়তন ভঙ্গকারী নরাধম পিশাচ! ওকে কাশী থেকে নিষ্কাষিত ক'রে নরকের পথে নিয়ে যাও—

নিকুম্ভ।—শিবনিন্দুক বর্ব্বর! দেবাদিদেব মহাদেবের ওপর স্পর্দ্ধা করে—নিজেকে মহাদেবের মত শক্তিমান স্থির করেছিলে! সে শক্তি এখন কোথায়? রাজ্য তোমার শ্মশান হতে বসেছে! এই দণ্ডে তোমাকে কাশীচ্যুত ক'রে—পুতিগন্ধময়

নরকে প্রেরণ করবো,—সশরীরে নরকযন্ত্রণা ভোগ করলে তবে তোমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

(লীলাবতীর প্রবেশ)

লীলাবতী।—আমার সর্ব্বদেবময় স্বামীকে বক্ষে ধারণ করে দেবলোক ধন্য হবে—স্বামী আমার দেবলোকে স্থান পাবে ; নরক তাঁর বাসস্থান নয় ! হে আমার সর্ব্বশক্তিমান স্বামী আত্মবিস্মৃত হয়ো না—আজ ভক্তি তাঁর ভাণ্ডারের সমস্ত শক্তি আমার হৃদয়ে ঢেলে দিয়েছেন, সেই শক্তির প্রভাবে —আমি তোমাকে রক্ষা করবো প্রভু, কেউ তোমাকে নরকে নিয়ে যেতে পারবে না।

মায়া।—কেউ রাজাকে রক্ষা করতে পারবে না,—ভক্তি তোমাকে তার সমস্ত শক্তি প্রদান করলেও রাজার রক্ষা নাই ; পাপের আশ্রয়ে রাজার নরকবাস নিশ্চিত।

নিকুম্ভ।—বাধা আর মানবো না,—স্বচক্ষে রাজার স্পর্দ্ধা দর্শন করেছি—রাজার মুখে শিবনিন্দা শুনে উন্মাদ হয়ে আছি,—অতি কষ্টে সব সহ্য করেছি ;—আজ অবকাশ পেয়েছি—আজ তার প্রতিশোধ নোব—দুর্গম নরকে রাজাকে নিমজ্জিত করবো—চ'লে আয় রাজা—

লীলাবতী।—সাবধান। মহাপাপ রাজার শক্তিহরণ করলেও, রাজার সতীসাধ্বী সহধর্ম্মিণীর স্বামীভক্তি আজ আদ্যাশক্তির আশ্রয়ে রাজাকে রক্ষা করছে,—কার সাধ্য রাজার অঙ্গ স্পর্শ করে।

অগ্নিবিন্দু।—তাই তো—কার সাধ্য রাজার অঙ্গস্পর্শ করে! একদিকে সতীনারী আদ্যাশক্তির আশ্রয়ে রাজার রক্ষয়িত্রী, অন্যদিকে রাজভক্ত এই ব্রাহ্মণ—তার ব্রহ্মবলের প্রভাবে বৈকুণ্ঠেশ্বরের দুর্জ্জয়শক্তিকে আহ্বান ক'রে রাজাকে রক্ষা করতে তৎপর! কে রাজার অঙ্গ স্পর্শ করে!

নিকুম্ভ।—ব্রাহ্মণ! স্পর্দ্ধা পরিত্যাগ করো!

অগ্নিবিন্দু।—স্পর্দ্ধা নয়—ব্রাহ্মণের শক্তি তবে প্রত্যক্ষ করো; হে ব্রাহ্মণ-অগ্নিবিন্দুর হরি! হে আমার বৈকুণ্ঠবিহারী! আজ আমি আমার বিপন্ন রাজার জন্য তোমার কাছে শক্তির ভিখারী।—ব্রাহ্মণের কথা মিথ্যা হয় না—ব্রাহ্মণের মান কেউ কখনো নষ্ট করতে পারে না,—হে ব্রাহ্মণরূপী নারায়ণ! আজ ব্রাহ্মণের কথা রক্ষা করো—ব্রাহ্মণের মান রক্ষা করো,—ব্রাহ্মণের ভিক্ষা—রাজাকে রক্ষা; ভিক্ষা দাও নারায়ণ! আমি তোমার অদৃশ্য শক্তির ভিখারী নই,—যদি ব্রাহ্মণের কোনো আকর্ষণ থাকে, সেই আকর্ষণ তোমাকে বৈকুণ্ঠ থেকে এই খানে টেনে আনুক, এসো—এসো—এসো—এসো নারায়ণ—

(বিষ্ণুর প্রবেশ।)

বিষ্ণু।—এসেছি—এসেছি আমি ব্রাহ্মণ!—এই দেখো—তোমার আকর্ষণে বৈকুণ্ঠেশ্বর কাশীধামে উপস্থিত হয়েছে!

অগ্নিবিন্দু।—য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ—একি! একি! একি!!

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

বিষ্ণু।—কেন ভক্ত—আমায় দেখে মূর্চ্ছিত হলে কেন! ওঠ—তুমি ভক্ত—ওঠ; আমি পদ্মহস্তে তোমার অঙ্গ স্পর্শ করছি, ওঠ।

অগ্নিবিন্দু।—য়্যাঁ—য়্যাঁ—তাই কি! সত্য কি! সম্মুখে আমার বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীহরি!—তাই যদি—এসেছ যদি—দয়া করলে যদি,—তবে কেন এখনো নিদয় হ'য়ে আছ? দেখতে পাচ্ছ না—আমার রাজাকে দেখতে পাচ্ছ না!—এখনো চুপ করে আছ!

বিষ্ণু।—হাঁ ভক্ত, আমাকে তিরস্কার কর, বারবার তিরস্কার কর, ভক্তের মুখে তিরস্কার না শুনলে—আমি যে সব ভুলে যাই ভক্ত!—রাজা! রাজা! চেয়ে দেখো আমার দিকে—দিব্য জ্ঞান লাভ কর রাজা!

দিবো।—য়্যাঁ—য়্যাঁ! একি! আমি কোথায়? সম্মুখে এসব কি দেখছি!

বিষ্ণু।—আমার দিকে আর একবার চাও দেখি—সব বুঝতে পারবে—সব কথা মনে পড়বে।

দিবো।—ওহোহো—প্রভু! দয়ামায়! দীননাথ! আমি কি করেছি—কি করেছি!

বিষ্ণু।—কেঁদো না ভক্ত, কেঁদো না—অজ্ঞানে যা ক'রেছ, তোমার স্বাধ্বী পত্নী আর এই মহাজ্ঞানী সখার পুণ্য-প্রভাবে সে অপরাধ হতে মুক্ত হয়েছ।

নিকুম্ভ।—মুক্তি কি শুধু মুখের কথায় হয় হরি! জানি তুমি বড়

দয়াল, কিন্তু তুমি দয়া করে একে মুক্তি দিলে, আমরা মুক্তি দোব কেন?

বিষ্ণু।—দৈত্যরাজ! রাজা দিবোদাসের মুক্তির কিছু অভাব রইল কি! মুক্তি কাকে বলে, কে মুক্তি দেয়?

নিকুম্ভ।—তা কে জানে! আমি কিন্তু এই শিবনিন্দুককে নরক-দর্শন না করিয়ে ছাড়বো না!

(উমার প্রবেশ)

উমা।—এই তো ভক্ত—এই বুদ্ধি নিয়ে বুঝি ভক্তিকে আশ্রয় করেছিলে! মুক্তিদাতা যার সম্মুখে বিরাজ করছে—মৃত্যু-কালে যার নামে সর্ব্বপাপ মোচন হয়—সেই শমনদমন নারায়ণ—ভক্তচূড়ামণি দিবোদাসের সম্মুখে বিদ্যমান থাকতে তুমি আবার তাকে নরকদর্শনের ভয় দেখাচ্ছ!

নিকুম্ভ।—অপরাধ করেছি মা অপরাধ করেছি,—দৈত্যের বুদ্ধি যে চিরদিনই বড় স্থূল মা,—তাই আজ গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণায় চীৎকার করছি!

বিষ্ণু।—ভক্তের আকর্ষণে কাশীধামে এসে ভগবতীকে দর্শন করে ধন্য হলেম!—অন্নপূর্ণা-দর্শন-বাসনা কবে পূর্ণ হবে শিবানী?

উমা।—সে কথা—চঞ্চলাকে জিজ্ঞাসা করলেই—জানতে পারবে হরি;—আমারও সৌভাগ্য যে—যজ্ঞারম্ভের পুর্ব্বেই সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির দর্শন পেলুম!—আমার সেই মহাযজ্ঞের দিনে যজ্ঞস্থানে যেন আবার হরির দর্শন পাই!

বিষ্ণু।—সে জন্য চিন্তা নাই দেবী! ভক্তের প্রভাবে—বিষ্ণুকেও

এবার কাশীধামে আবদ্ধ থাকতে হবে! এই ভক্ত ব্রাহ্মণ—কাশীধামে হরিহরের অভেদাত্মা কল্পনা করে—আমার অর্চ্চনা করেছে,—ব্রাহ্মণ অগ্নিবিন্দুর পূজার মর্য্যাদা রক্ষা করতে—কাশীধামে আমি বিন্দুমাধবরূপে প্রকাশ পাবো।

সকলে।—ধন্য—ধন্য হরি! ধন্য ব্রাহ্মণ অগ্নিবিন্দু!

বিষ্ণু।—আর—ভক্তচূড়ামণি দিবোদাস! তুমি শিবনিন্দা আর দেবায়তন ভঙ্গ করে অনুতপ্ত হয়েছ দেখতে পাচ্ছি;—বৎস, গঙ্গাতীরে তুমি শিবলিঙ্গ স্থাপন করো—তাহলেই মনে শান্তি পাবে—অন্তর তোমার নির্ম্মল হবে; আর তোমার প্রতিষ্ঠিত শিব—চিরকাল কাশীধামে দিবোদাসেশ্বর নামে খ্যাত হবে,—কাশীবাসী তোমার আর তোমার সাধ্বী পত্নী লীলাবতীর নাম ক'রে সর্ব্বপাপমুক্ত হবে।

সকলে।—ধন্য—ধন্য হরি! ধন্য রাজা দিবোদাস—ধন্যা রাণী লীলাবতী!

দিবোদাস।—দয়াময়! সন্তানকে যদি এত দয়া করলে, তবে আর একটি প্রার্থনা পূর্ণ কর প্রভু—আমার রাজ্যবাসনা চরিতার্থ হয়েছে—ঐশ্বর্য্যে আর আমার আকাঙ্ক্ষা নাই,—আমি এখন প্রভুর চরণে স্থান চাই।

বিষ্ণু।—তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে ভক্ত;—যাও গঙ্গাতীরে স্বামীস্ত্রী উভয়ে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করো—যাও ভক্ত ব্রাহ্মণ—সে অনুষ্ঠানে তুমিই রাজার আচার্য্য হও;—লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার পর—বৈকুণ্ঠ হইতে বৈকুণ্ঠেশ্বরের বিমান এসে—তোমাদের

তিনজনকে বৈকুণ্ঠধামে নিয়ে যাবে!—এইবার ভবানী—অন্ন-পূর্ণার দ্বার উন্মোচন করো—বারাণসীর বাহিরে তোমার ভিক্ষার্থী স্বামী ভিক্ষাকামী হয়ে দণ্ডায়মান,—ভিখারী শঙ্করকে বিশ্বেশ্বররূপে বিশ্বেশ্বরীপার্শ্বে দর্শন করে জগৎ এবার ধন্য হোক!

সকলে।—জয় শ্রীহরি! জয় মা ভবানী!

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাতীরস্থ পথ।

(মহাদেব)

মহাদেব।—এই কাশী—বারাণসী;
বিশ্ববাসী—বিশ্বনাথ-পুরী বলি—
বাখানে যাহারে,
আজি সেই স্থানে—
ভিক্ষাকামী বিশ্বনাথ
আসিয়াছে ভিক্ষার সন্ধানে!
আহাহা—কিস্‌সুন্দর বারাণসী,
শোভা তার শতগুণ বৰ্দ্ধিত এখন!
রে নয়ন! হেরিয়াছ জীবের রোদন,
শোভা দেখ এখন কোথায়?
যদি অন্ন হয় সুলভ হেথায়,
অন্নদানে পারি যদি তুষিতে সকলে—

শোভা হেরি নাচিব তখন,
ধন্য বারাণসী—ধন্য অন্নপূর্ণা বলি—
দুই বাহু তুলি—
জয়ধ্বনি করিব সঘনে!
রে মন! হয় কি স্মরণ—
কোথা হতে এসেছ হেথায়?
কোথা গিরি হিমালয়—
কোথা কাশী—অন্নপূর্ণার আলয়।
মম প্রতীক্ষায়—
উমা হায় কোথায় এখন!
কোথা তুমি অভাগিনী—শিবের শিবানী,
ভিক্ষাকামী স্বামী তব,
ভিক্ষায় অক্ষম হয়ে
ত্রিভুবন ভ্রমণ করিছে হায়,
তুমি আছ—প্রতীক্ষায়!
একি!—হয়েছি উন্মাদ আমি,
ধৈর্য্যহীন অশান্ত উদ্দাম!
নহে কেন পুত্রদুঃখেচঞ্চল হৃদয়—
প্রিয়া লাগি হইবে তন্ময়!
ওই-ওই অন্নতরে কাঁদে জীবগণ,
অন্নপ্রার্থী কাতর সন্তানে—
অন্নদানে এখনো অক্ষম আমি।

কোথা তুমি অন্নপূর্ণা—
অন্নদানে পুরাও বাসনা,
ভিখারী শঙ্কর—
অন্নপ্রার্থী তোমার দুয়ারে;
অন্নদাও অন্নদাও অন্নদা আমায়—
ঘুচাও জীবের জ্বালা অন্নদাত্রী দেবী [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

অন্নপূর্ণার মন্দির।
রত্নময় সিংহাসনে উজ্জল পরিচ্ছদে
অন্নপূর্ণারূপে উমা,
উভয়পার্শ্বে অসি ও বরুণা চামর-ব্যজনে নিযুক্তা,
পদতলে ভক্তি, মায়া ও হিরাবতী আসীনা।

অসি।—দেবী! এত দিনে পূর্ণ আকিঞ্চন!
তব অদর্শনে, দুই বোনে—
জীবন্মৃত হয়ে ছিলাম এখানে এতদিন।
শুভদিনে তোমার উদয় এবে,
চামর ব্যজনে—
ধন্য হল জীবন আবার।

বরুণা।—দেবী! যুগে যুগে নানামূর্ত্তি করেছ ধারণ,
অসাধ্যসাধন করিয়াছ কতবার;
কিন্তু আজিকার এ মুরতী—
অতি চমৎকার,

মুগ্ধ মনপ্রাণ এ মূর্ত্তী নেহারি,—
ধন্য মানি—চামরব্যজন করি!
কহ কাশীশ্বরী,
কাশীনাথ আসিবে কখন?

উমা।—কেমনে জানিব বল—আসিবে কখন!
ক্ষণে ক্ষণে করিতেছি—প্রতীক্ষা তাহার;
কোথা মম কামনার ধন,
কেথা আজি অন্নপূর্ণার অন্নের ঈশ্বর!
অন্নদানে ভবে অন্নপূর্ণা আমি,
অন্নকামী কোটী কোটী সন্তান আমার—
দাঁড়ায়ে মন্দিরদ্বারে—
করিতেছে কাতর চীৎকার—
অন্নদাও অন্নদাও বলি।
অন্নপাত্র করে—আমি অন্নদাত্রী—
অন্নদাতার করি যে প্রতীক্ষা।
কোথা তুমি অন্নদাতা—কোথাহে জগৎপাতা,
অন্নকরে অন্নপূর্ণা—
করিতেছে প্রতীক্ষা তোমার,
হের অনাহারী সকল সন্তান—
অন্নতরে কাতর চঞ্চল,
অন্নজল কে দিবে তাদের করে?
অন্ন করে আসি হে এখন,

দৰ্ব্বী-ল'য়ে করিয়াছি অন্ন উত্তোলন—
অন্ন কেবা করিবে গ্রহণ—
অন্নদাতা কোথায় এখন !

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব।—কে রে ! কে ডাকে আমারে !
আমিরে অন্নের তরে উন্মাদ কাতর !
ভিক্ষালাগি ভ্রমি ভূমণ্ডল,
চঞ্চল অধীর হয়ে এসেছি এখানে !
ওই বুঝি সিংহাসনে—
অন্নদানে দেবী অন্নপূর্ণা !
আহাহা—অন্নভিক্ষা পাইব এবার,
অন্নদানে জীবদুঃখ করিব মোচন,
ত্রিভুবন পর্য্যটন ক্লেশ হবে সার্থক এখন !
দাও দেবী—অন্ন দাও মোরে,
ভিখারী শঙ্করে—
অন্নভিক্ষা দাও তবে দেবী অন্নপূর্ণে !

(মহাদেবের হস্ত প্রসারণ ও অন্নপূর্ণার অন্নপ্রদান)

উমা।—হে ভিখারী !
ব্রত তব হ'ল উদযাপন,
তোমার এ ভিক্ষা-লীলা করিলে শ্রবণ,
অন্নকষ্ট ধরাবাসী পাবে না কখন ;

মাক্ষদাতা রাজা তুমি, বারাণসীধামে,
ভাক্ষদাত্রীরূপে আমি রব তব বামে!

(দেবদাসীগণের প্রবেশ)

(গীত)

জয় জয় জয় জগপালিনী ;—
ণী-বীণা ঝঙ্কারে শঙ্কর-গৃহিণী—দুঃখনাশিনী দৈত্যদলনী।
ক বলে তোমারে মাগো, তুমি দীনা দুখিনী।
স্তন্যে তব যমুনা—জাহ্নবী দ্রববেশে,
উর্ম্মীমালা তালে তালে—নাচি চলে সুখাবেশে,
সুমলয় অনিল কোকিল কলরসে—
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিতা ধরণী।
অয়ি—অন্নে কমলাদেবী, পুণ্যে অমরাবতী,
বাৎস্যে মা মহীরাণী, জ্ঞান দানে ভারতী,
ধর্ম্ম নিকেতনে ধনে অলকা সতী,
অন্নদানে উমা—অন্নপূর্ণা জননী।
কোটী কোটী পুত্র মিলেছে একত্র
অন্নদানে তোষ সবে ওমা অন্নদাতা-গৃহিণী॥

যবনিকা পতন।